মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৬তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০১৩

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ১২তম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **দরসে কুরআন :** ০৩
♦ নবচন্দ্র সমূহ
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল *(শেষ কিস্তি)* ০৯
-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
♦ মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ১৩
-হাফেয আব্দুল মতীন
♦ আল-কুরআনের আলোকে জাহান্নামের বিবরণ ১৯
(শেষ কিস্তি) -বযলুর রহমান
✡ **হক-এর পথে যত বাধা** ২৩
✡ **হাদীছের গল্প :** ২৭
(১) গীবতের ভয়াবহতা
(২) অন্যের সাথে মন্দ আচরণের প্রতিবিধান
✡ **কবিতা :** ২৮
♦ মরণ যাত্রা
♦ টাকা
♦ দরিদ্রতা
✡ **সোনামণিদের পাতা** ২৯
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩১
✡ **মুসলিম জাহান** ৩২
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩৩
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৩৪
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৩৬
✡ **বর্ষসূচী** ৪৩

সম্পাদকীয়

কল্যাণের অভিযাত্রী

রামাযানের প্রথম রাত্রিতেই আল্লাহ বান্দাদের উদ্দেশ্যে ডেকে বলেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে চল! হে অকল্যাণের অভিসারী থেমে যাও' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*। প্রতি রাত্রির শেষ প্রহরে নিম্ন আকাশে নেমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুরূপভাবে সারা বছর দরদভরা আহ্বান জানিয়ে থাকেন *(বুখারী, মুসলিম)*। সে আহ্বান শুনতে পায় তারাই, যাদের তা শোনার মত কান আছে। বুঝার মত হৃদয় আছে। স্বার্থবাদী এ পৃথিবীতে বস্তুবাদী মানুষ সর্বদা ভোগের নোংরা ডোবায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তার কানে কিভাবে তার সৃষ্টিকর্তার এ স্নেহভরা আহ্বান ধ্বনিত হবে? সে ভেবেছে দুনিয়াই তার সবকিছু। কিন্তু সে জানেনা যে, তার আসল জীবন পড়ে আছে পরপারে। ঐ জীবনটাই তার চিরস্থায়ী জীবন। সেখানে মানুষ আগুনে পুড়ে জীবন্ত দগ্ধীভূত হোক, এটা প্রেমময় আল্লাহ কখনোই চান না। তাই তিনি অহী পাঠিয়ে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে আগেই সাবধান করেছেন যাতে তারা আল্লাহ্র বিধানের অনুসারী হয় এবং পরকালে শান্তিতে থাকে। কিন্তু শয়তান সর্বদা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও প্রেরণা আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যাকে কুরআনে ও হাদীছে 'ফিৎরাত' বলা হয়েছে। সে প্রকৃতিগত ভাবেই আল্লাহ্র অনুগত। এটাই তার স্বভাবধর্ম। কিন্তু শয়তানী ধোঁকার জাল তাকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রধানতঃ চারভাবে শয়তান তাকে সত্যগ্রহণে বাধা দেয়। প্রথমে তার পিতামাতা ও পরিবারের মাধ্যমে। তারা নাস্তিক, অমুসলিম বা বিদ'আতী হ'লে সন্তান সেভাবে গড়ে ওঠে। এমনকি বাপ-দাদার দোহাই দিয়েই সে আমৃত্যু সত্যকে এড়িয়ে চলে। দুই- তার সমাজের মাধ্যমে। যে সমাজে সে বেড়ে ওঠে, সে সমাজের মন্দ রীতিনীতি সে মেনে চলে। তিন- রাষ্ট্রের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের আইন-কানূন আল্লাহবিরোধী হলেও সে তা বাধ্য হয়ে মেনে চলে। চার- তার নিজস্ব হঠকারিতা ও উদাসীনতা। এ রোগ যার মধ্যে প্রবল, শয়তান তাকে খুব সহজে কাবু করতে পারে। এই চার প্রকার বাধা মুকাবিলা করে সত্যিকারের ভাগ্যবানরাই কেবল সত্য গ্রহণে সক্ষম হয়। প্রথম তিনটি কারণ কেউ পেরোতে পারলেও শেষোক্ত বাধা অতিক্রম করা অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব হয় না। বংশের গৌরব, ইলমের গর্ব, পদমর্যাদার অহংকার, প্রাচুর্যের স্ফীতি তাকে অন্ধ করে রাখে। সেই সাথে সত্যের ব্যাপারে উদাসীনতা ও শৈথিল্য তাকে মিথ্যায় নিক্ষেপ

করে অথবা মিথ্যার সহযোগী বানায়। ফলে সত্যের আলো বারবার জ্বললেও সে তা দেখতে পায় না। হুতোম পেঁচা যেমন দিনের আলো দেখতে পায় না। অতএব যারা আল্লাহ্র পথের দাঈ, যারা আলোর পথের দিশারী, যারা সমাজ সংস্কারের অগ্রপথিক, তাদেরকে অবশ্যই উক্ত শয়তানী ধোঁকাসমূহ থেকে সাবধান থাকতে হবে। এগুলো মুকাবিলা করেই তাকে সত্য গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

এ দুনিয়াতে যারা হক চিনে, হক অনুযায়ী আমল করে, হক-এর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় এবং ঝুঁকি এলে হাসিমুখে ছবর করে ও মুকাবিলা করে, জান্নাত কেবল তাদেরই জন্য। কিন্তু যারা ঝুঁকির ভয়ে পিছিয়ে যায় বা অজুহাত দিয়ে সরে পড়ে, তারা জান্নাতের কিনারে এসে ছিটকে পড়ে। আল্লাহ বলেন, লোকদের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। এতে কল্যাণপ্রাপ্ত হ'লে সে প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু পরীক্ষায় পতিত হ'লে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। ফলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এটাই হ'ল সুস্পষ্ট ক্ষতি' *(হাজ্জ ২২/১১)*। তিনি বলেন, যারা আল্লাহ্র পথে পরীক্ষায় পতিত হয়, তাদের একমাত্র প্রতিদান হ'ল জান্নাতের বিশেষ কক্ষ। সেখানে তাদেরকে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে'। 'সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল হিসাবে কতই না উৎকৃষ্ট সেটি' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫-৭৬)*।

একদল মানুষ আছেন, যারা নিজেদের মনগড়া ফৎওয়া, মাযহাব ও রেওয়াজ ঠিক রাখার জন্য মুহাদ্দেছীন ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের বাইরে গিয়ে অহেতুক যুক্তিতর্কের আশ্রয় নেন। এরা যুক্তি দিয়ে কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থকে এড়িয়ে চলেন এবং যেকোন মূল্যে নিজের বুঝটা ঠিক রাখেন। এদের দিকে ইঙ্গিত করেই ওমর ফারূক (রাঃ) বলে গেছেন, ইসলামকে ধ্বংস করে তিনজন লোক। (১) পথভ্রষ্ট আলেম (২) আল্লাহ্র কিতাবে বিতর্ককারী মুনাফিক এবং (৩) পথভ্রষ্ট (সমাজ ও রাষ্ট্র) নেতারা *(দারেমী হা/২১৪)*। তিনি সাবধান করে বলেন, সত্বর কিছু লোক আসবে, যারা তোমাদের সাথে কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে ঝগড়া করবে। তোমরা তাদেরকে হাদীছ দিয়ে পাকড়াও কর। কেননা হাদীছবিদগণ আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে সবার চাইতে বিজ্ঞ' *(ঐ, হা/১১৯)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, সত্বর একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দ্বীনের সবকিছু তাদের রায় অনুযায়ী ক্বিয়াস করবে' *(ঐ, হা/১৮৮)*। শা'বী বলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা কিয়াসকে ধারণ কর, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা হালালকে হারাম করবে এবং হারামকে হালাল করবে' *(ঐ, হা/১৯২)*। যেমন এ যুগে সূদ-ঘুষ, যেনা-ব্যাভিচার সহ প্রায় সকল প্রকার হারামকে হালাল করা হচ্ছে পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে ও কপট যুক্তি দিয়ে। আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন। কিন্তু কাফেররা সূদকে ব্যবসার মত বলেছিল *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট ব্যক্তির মত আমরাও তাই বলছি। তাহ'লে কাফেরদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? সূদ-ঘুষের টাকা খেয়ে ইবাদত করছি। আর ভাবছি জান্নাত পাব। সেটা কি সম্ভব?

প্রবৃত্তিপূজারীদের প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সারা বছর ছিয়াম রাখে ও ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করে। অতঃপর কা'বাগৃহে হাজারে আসওয়াদ ও মাক্বামে ইবরাহীমের মাঝখানে নিহত হয়। তাহ'লেও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে প্রবৃত্তিপূজারীদের সঙ্গে উত্থিত করবেন' *(দারেমী হা/৩১০)*। বিগতযুগে ছাহাবী ও তাবেঈগণ এইসব লোকদের এড়িয়ে চলতেন। একদা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকটে একজন লোক এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছে। তিনি বললেন, আমি শুনেছি লোকটি বিদ'আতী। যদি সে বিদ'আতী হয়ে থাকে, তবে তাকে তুমি আমার সালাম দিয়ো না' *(ঐ, হা/৩৯৩)*। ইবনু সীরীন ও হাসান বাছরী বলেন, তোমরা কখনোই বিদ'আতী ও ঝগড়াটে লোকদের সাথে বসবে না, তাদের সাথে তর্কে জড়াবে না ও তাদের কোন কথা শুনবে না *(ঐ, হা/৪০১)*। ইবনু সীরীন পরিষ্কারভাবে বলেন, নিশ্চয়ই কুরআন-হাদীছের ইলম হল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ কার কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ' *(ঐ, হা/৪২৪)*। ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা রায়পন্থীদের থেকে দূরে থাক। ওরা সুন্নাতের শত্রু। হাদীছ আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ওরা মনগড়া কথা বলে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করে' *(দারাকুৎনী হা/৪২৩৬)*। অতএব কোন প্রশ্নে কেবল ছহীহ হাদীছ দিয়ে জবাব দিতে হবে। না জানা থাকলে বলবে 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'। 'কোনরূপ ভান করা যাবে না এবং কোনরূপ বিনিময় কামনা করা যাবে না' *(মুত্তা, মিশ হা/২৭২; ছোয়াদ ৮৬)*। সকালে যে সত্য জানা ছিল না, বিকালে তা জানলে সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সর্বদা যোগ্য ও তাক্বওয়াশীল হাদীছপন্থী আলেমের শরনাপন্ন হতে হবে। অবশ্যই কোন রায়পন্থী আলেমের কাছে নয়।

অতএব হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। বিনয়ী ও সহনশীল হও। সব ছেড়ে ফিরক্বা নাজিয়াহ্র অন্তর্ভুক্ত হও এবং জামা'আতী যিন্দেগী অবলম্বন কর। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে সমাজের পুঞ্জীভূত জাহেলিয়াত দূর কর। সময়ের অপচয় করো না। প্রতি মুহূর্তে আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই যে কাজে নেকী আছে তা কর, যাতে নেই তা ছাড়। যে বসে থাকবে, বিতর্ক করবে, সে পিছনে পড়ে থাকবে। তুমি নবীদের তরীকায় সমাজ সংস্কারে ব্রতী হও। আল্লাহ্র ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে চল। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

নবচন্দ্র সমূহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ-

'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে নবচন্দ্র সমূহের ব্যাপারে। বলে দাও যে, এটি মানুষের জন্য সময় সমূহের নিরূপক ও হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক' *(সূরা বাক্বারাহ ২/১৮৯)*।

اَلْأَهِلَّة একবচনে هِلَالٌ অর্থ নতুন চাঁদ। هِلَالٌ বলা হয় এজন্য যে, নতুন চাঁদ দেখে ছোট ছেলে-মেয়েরা খুশীতে চিৎকার করে ওঠে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে সে যে চিৎকার ধ্বনি করে, তাকে هِلَالٌ বলা হয়। যেমন اِسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ 'শিশু চিৎকার দিয়েছে'। এটা তার জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ। هِلَالٌ অর্থ উৎফুল্ল হওয়া। যেমন বলা হয় اِسْتَهَلَّ وَجْهُهُ فَرْحًا 'খুশীতে তার চেহারা ঝলমল করছে' *(কুরতুবী)*। এক থেকে তিন বা সাত রাতের চাঁদকে 'হেলাল' (الهلال) বলা হয় এবং ১৪ তারিখের পূর্ণচন্দ্রকে 'বদর' (البدر) বলা হয়।

এখানে 'নতুন চাঁদ' (هِلَالٌ) না বলে 'নতুন চাঁদ সমূহ' (اَلْأَهِلَّة) বলার কারণ হ'ল এই যে, সদা সন্তরণশীল চাঁদ প্রতি মিনিটে ও সেকেণ্ডে পৃথিবীর নতুন নতুন জনপদে নতুনভাবে উদিত হয়। ফলে এক চাঁদ বহু নতুন চাঁদে পরিণত হয়। এর সাথে মিল রেখেই বলা হয়েছে مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ 'মানুষের জন্য সময় সমূহের নিরূপক'। مَوَاقِيْتُ-এর একবচন مِيْقَاتٌ অর্থ 'সময়' বা 'সময় নিরূপক'। বহুবচন আনার কারণ এই যে, চাঁদ যে অঞ্চলে ওঠে, সে অঞ্চলের সময় আগের অঞ্চল থেকে পৃথক। ফলে চাঁদ যত অঞ্চলে যখনই উদয় হবে, তত অঞ্চলে তখনই তার উদয়ের সময়কাল হিসাবে গণ্য হয়।

এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। (১) পৃথিবী ও চন্দ্র এবং মহাশূন্যে যা কিছু আছে সবই সন্ত রণশীল। কেউই স্থির নয় (২) চন্দ্রের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন। সেকারণ পৃথিবীর সকল স্থানে একই সময়কাল প্রযোজ্য নয়। এর মাধ্যমে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্র ও পৃথিবী চ্যাপ্টা নয়, বরং গোলাকার। ফলে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় পৃথিবীর যে অংশে চন্দ্রের আলো পড়ে, সে অংশে চন্দ্রের উদয় হয় এবং তা আলোকিত হয়। অপর অংশে তখন অন্ধকার থাকে। চন্দ্রের উদয়-অস্তের তারতম্যের কারণে চন্দ্রের ডুবে যাওয়া, সরু ও মোটা হওয়া এবং আলোর হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া এবং সেই সাথে আবহাওয়ার তারতম্য ঘটা ইত্যাদির মধ্যে মানুষের নানাবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। চন্দ্রের আগমন-নির্গমন ও আবর্তন-বিবর্তনের ফলে আহ্নিক গতির মাধ্যমে দৈনিক সকাল-দুপুর-বিকাল ও রাত্রির যে বিবর্তন ঘটে, তাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ কার্যক্রম, বিশ্রাম, ঘুম সবই নির্ধারিত হয়। আবার বার্ষিক গতির মাধ্যমে মানুষের সাম্বৎসরিক হিসাব ও পরিকল্পনা নির্ণীত হয়। বছর শেষে ঈদ ও হজ্জ-এর আগমন এভাবেই সম্ভব হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ... 'আমরা রাত্রি ও দিবসকে দু'টি নিদর্শন হিসাবে করেছি। অতঃপর রাত্রির নিদর্শনকে আমরা নিষ্প্রভ করেছি এবং দিবসের নিদর্শনকে করেছি দৃশ্যমান। যাতে তোমরা এর মাধ্যমে তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা জানতে পার বছর সমূহের গণনা ও হিসাব...*(ইসরা ১৭/১২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে করেছেন কিরণময় এবং চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতির্ময় এবং এর জন্য নির্ধারিত করেছেন কক্ষ সমূহ। যাতে তোমরা জানতে পার বছরগুলির সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে। তিনি নিদর্শন সমূহ ব্যাখ্যা করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য' *(ইউনুস ১০/৫)*।

নবচন্দ্র বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞাতব্য :

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اللهُ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيْتَ لِلنَّاسِ فَصُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ চাঁদ সমূহকে করেছেন মানুষের জন্য সময়সমূহের নিরূপক হিসাবে। অতএব তোমরা তা দেখে ছিয়াম রাখো এবং তা দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও'।[১]

(২) আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষ একই দিনে রামাযান মাস পাবে না। বরং আগপিছ হবে।

১. আহমাদ হা/১৬৩৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৩০৯৩।

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। কিন্তু যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও'।[২]

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ 'মাস ২৯ দিনে হয়। অতএব তোমরা ছিয়াম রেখোনা, যতক্ষণ না চাঁদ দেখো। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও'।[৩]

উপরোক্ত বাণীসমূহে প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত। আর এটা অঞ্চল বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা একই সাথে পৃথিবীর সকল অঞ্চল মেঘাচ্ছন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন অঞ্চলে চন্দ্রের উদয়-অস্তের সময়কালের পার্থক্য সুবিদিত। আমেরিকায় যখন রাত, বাংলাদেশে তখন দিন। সঊদী আরবে যখন মাগরিব, বাংলাদেশে তখন এশার সময়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলে এবং পরবর্তী সময়ে ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদা স্ব স্ব অঞ্চলের চাঁদ দেখার উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। নিম্নের হাদীছগুলি তার প্রমাণ বহন করে। যেমন,

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِه ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা রামাযানের চাঁদ দেখল। তখন আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম আমি চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি ছিয়াম রাখলেন ও লোকদের ছিয়াম রাখতে আদেশ করলেন'।[৪]

উল্লেখ্য যে, জনৈক বেদুঈনের সাক্ষ্য শুনে রাসূল (ছাঃ) বেলালকে ছিয়ামের ঘোষণা দিতে বললেন মর্মে আবুদাঊদ বর্ণিত হাদীছ দু'টি (হা/২৩৪০-৪১) যঈফ।

(২) عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللهِ لَأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا زَادَ خَلَفٌ فِى حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ-

রিবঈ বিন হেরাশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, লোকেরা রামাযানের শেষ দিন ঈদের চাঁদ দেখা সম্পর্কে মতভেদ করল। এ সময় দু'জন বেদুঈন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলল, আল্লাহ্র কসম! গতকাল সন্ধ্যায় তারা ঈদের চাঁদ দেখেছে'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলকে ছিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী খালফ তার হাদীছে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও নির্দেশ দেন, যেন তারা সবাই ঈদগাহে চলে যায়'।[৫]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ে ইবনু ওমর (রাঃ) এবং দুই বেদুঈন ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ছিয়াম রাখা ও ছিয়াম ভঙ্গের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা সকলে ছিলেন মদীনার ও তার আশপাশের এলাকার মানুষ। পৃথিবীর অন্য গোলার্ধের মানুষ ছিলেন না কিংবা দূরদেশের কোন অধিবাসী ছিলেন না।

খোলাফায়ে রাশেদীন বা অন্যান্য ছাহাবীগণের জীবদ্দশায় মদীনার চাঁদের হিসাবে অন্য দেশের মুসলমানগণ ছিয়াম ও ঈদ পালন করেছেন বলে জানা যায় না। বরং এর বিপরীতটাই জানা যায়। যেমন নিম্নের হাদীছটি তার প্রমাণ বহন করে।-

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ- رضى الله عنهما- ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِه فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِى نَكْتَفِى أَوْ تَكْتَفِى-

'কুরাইব হতে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মুল ফযল বিনতুল হারিছ তাকে সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকটে পাঠালেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তার দেওয়া প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন করলাম। এমতাবস্থায় রামাযানের চাঁদ উদিত হ'ল। আমি জুম'আর দিন সন্ধ্যায় নতুন চাঁদ দেখলাম।

২. বুখারী হা/১৯০৯, মুসলিম হা/১০৮১, মিশকাত হা/১৯৭০ 'নতুন চাঁদ দেখা' অনুচ্ছেদ।
৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ হা/১৯০৭, মিশকাত হা/১৯৬৯।
৪. আবুদাঊদ হা/২৩৪২, দারেমী, মিশকাত হা/১৯৭৯।
৫. আবুদাঊদ হা/২৩৩৯; ছহীহাহ হা/২০৫১।

অতঃপর মাসের শেষদিকে আমি মদীনায় পৌঁছলাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অতঃপর বললেন, কবে তোমরা রামাযানের চাঁদ দেখেছিলে? বললাম, জুম'আর দিন সন্ধ্যায়। তিনি বললেন, তুমি চাঁদ দেখেছিলে? বললাম, হ্যাঁ এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা ছিয়াম রেখেছে এবং মু'আবিয়াও ছিয়াম রাখেন। অতঃপর তিনি বললেন, কিন্তু আমরা চাঁদ দেখেছি শনিবার সন্ধ্যায়। ফলে আমরা ছিয়াম রেখে যাব যতক্ষণ না ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা ঈদের চাঁদ দেখব। আমি বললাম, আপনি কি মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও তাঁর ছিয়াম রাখাকে যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না। এভাবেই করার জন্য আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, نَكْتَفِى 'আমরা কি যথেষ্ট মনে করি না' অথবা تَكْتَفِى 'আপনি কি যথেষ্ট মনে করেন না'- বাক্যের ব্যাপারে।[৬]

উক্ত মর্মে মুহাদ্দিছগণ স্ব স্ব কিতাবে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। যেমন (১) ইমাম নববী ছহীহ মুসলিমের অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ بِبَلَدٍ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ 'প্রত্যেক শহরের জন্য শহরবাসীর চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে এবং যখন এক শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখবে, তখন তার হুকুম তাদের থেকে দূরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না'।

(২) ইমাম তিরমিযী লিখেছেন, لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ 'প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য স্ব স্ব চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে'।[৭] অতঃপর কুরাইব বর্ণিত উপরের হাদীছটি বর্ণনা শেষে ইমাম তিরমিযী বলেন, اَلْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُ 'এই হাদীছের উপর আমল জারি আছে বিদ্বানগণের নিকট যে, প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য স্ব স্ব চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে'।

(৩) ইমাম আবুদাঊদ উপরোক্ত হাদীছের আলোকে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب إِذَا رُؤِىَ الْهِلاَلُ فِى بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ 'যখন এক শহরে অন্য শহরের এক রাত্রি পূর্বে চাঁদ দেখা যায়'।

(৪) ইমাম নাসাঈ রচনা করেছেন, باب اخْتِلاَفِ أَهْلِ الآفَاقِ فِى الرُّؤْيَةِ 'নতুন চাঁদ দেখা বিষয়ে ভিনদেশীদের ভিন্নতা প্রসঙ্গে' অনুচ্ছেদ-৭

(৫) ইমাম ইবনু খুযায়মা লিখেছেন, باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم 'প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য স্ব স্ব চন্দ্রদর্শন অনুযায়ী রামাযানের ছিয়াম রাখা ওয়াজিব। যা অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়'

(৬) ইমাম বায়হাক্বী রচনা করেছেন, باب الْهِلاَلِ يُرَى فِى بَلَدٍ وَلاَ يُرَى فِى آخَرَ 'নবচন্দ্র যা এক শহরে দেখা যায়, অন্য শহরে নয়'।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিগত মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ ও সালাফে ছালেহীন চন্দ্রের উদয়স্থলের ভিন্নতা (اختلاف المطالع) স্বীকার করেছেন এবং সে অনুযায়ী তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছিয়াম ও ঈদ পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, বর্তমান যুগে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে চাঁদ দেখা ও তা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী প্রচারের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে করে এক এলাকার চাঁদ দেখার বিষয়টি পৃথিবীর সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে কি-না। এর জওয়াবে নিম্নোক্ত হাদীছগুলি প্রণিধানযোগ্য। যেমন-

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ : اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِى تَمَامَ ثَلاَثِيْنَ يَعْنِى مَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমরা নিরক্ষর উম্মত। আমরা লিখতে জানি না, হিসাবও জানি না। মাস হ'ল এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয় বারে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন, এরূপ, এরূপ ও এরূপ। অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিন। রাবী বলেন, এর দ্বারা তিনি একবার ২৯ ও একবার ৩০ বুঝালেন'।[৮] ইবনু বাত্ত্বাল বলেন, অত্র হাদীছে মুসলমানদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হতে এবং সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও ভান করা হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং

৬. মুসলিম হা/১০৮৭ 'ছিয়াম' অধ্যায় অনুচ্ছেদ-৫।
৭. তিরমিযী হা/৬৯৭, অনুচ্ছেদ ৯।
৮. বুখারী হা/১৯১৩; মুসলিম হা/১০৮০; মিশকাত হা/১৯৭১।

কেবলমাত্র চোখে দেখার উপর নির্ভর করার জন্য বলা হয়েছে' *(মির'আত)*।

রাফেযী শী'আগণ এবং তাদের সমর্থক কিছু সংখ্যক ফক্বীহ জ্যোতির্বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হওয়ার প্রতি মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাজী বলেন যে, সালাফে ছালেহীনের ইজমা তাদের বিরুদ্ধে দলীল স্বরূপ'। ইবনু বাযীযাহ বলেন, তাদের এই মাযহাব সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা ইসলামী শরী'আত তার অনুসারীদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে মাথা ঘামাতে নিষেধ করেছে। কেননা এগুলি স্রেফ কল্পনা ও অনুমান ব্যতীত কিছুই নয়। যার মধ্যে নিশ্চিত সত্য এমনকি নিশ্চিত ধারণাও পাওয়া সম্ভব নয়।[৯]

অতঃপর অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতের ১০টি আঙ্গুল তিনবার দেখিয়ে এমনভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন যা একজন মূক ও বধির ব্যক্তির জন্যও যথেষ্ট হয়। একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের মত তিনি এ সংক্রান্ত বিধান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে গেছেন। অতএব এ ব্যাপারে ধূম্রজালের কোন অবকাশ নেই।

(২) عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ঈদের দু'টি মাস (একই বছরে) কম হয় না। রামাযান ও যুলহিজ্জাহ'।[১০] অর্থাৎ রামাযান ২৯ দিনে হলে সে বছর যিলহাজ্জ মাস ৩০ দিনে হবে। পক্ষান্তরে রামাযান ৩০ দিনে হলে যিলহাজ্জ ২৯ দিনে হবে। একই বছরে দু'টি মাস ২৯ দিনে হবে না। এর দ্বারা মাস গণনার বিষয়টি আরও সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

(৩) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ছওম হল যেদিন তোমরা ছিয়াম রাখো। ঈদুল ফিৎর হ'ল যেদিন তোমরা তা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হ'ল যেদিন তোমরা সেটা কর'।[১১]

অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলের একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি। কোন বাংলাদেশী যদি প্রবাসে থাকেন অথবা কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন, তাহলে প্রত্যেকে বসবাসরত দেশের মুসলমানদের সাথে একত্রে ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, নিজ দেশের হিসাবে নয়।

(৪) عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَث. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا لَهُ كَذَا وَكَذَا... فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوْهُ তাবেঈ বিদ্বান আবুল বাখতারী বলেন, আমরা ওমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম। অতঃপর যখন আমরা (মক্কার পূর্ব সীমান্তবর্তী) নাখলা উপত্যকায় পৌঁছলাম, তখন আমরা চাঁদ দেখলাম। এমতাবস্থায় আমাদের কেউ বলল, এটি তিনদিনের চাঁদ, কেউ বলল দু'দিনের চাঁদ। তখন আমরা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে, অন্য বর্ণনায় তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে চাঁদের বড় হওয়া বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ চাঁদকে বর্ধিত করেন তাকে দেখার জন্য। অতএব উক্ত চাঁদ ঐ রাতের, যে রাতে তোমরা তাকে দেখেছ'।[১২] অর্থাৎ বড় বা ছোট কোন বিষয় নয়। যে রাতে তোমরা চাঁদ দেখেছ, ওটাই হ'ল তোমাদের জন্য চন্দ্রোদয়ের রাত এবং ঐ রাত থেকেই তোমরা চাঁদ গণনা করবে।

শেষোক্ত হাদীছে এ সংশয় নিরসন করা হয়েছে যে, মক্কায় চাঁদ দেখার এক বা দু'দিন পরে ঢাকায় চাঁদ দেখা গেলে এবং তাতে চাঁদ বড় হয়ে গেলেও তা ঢাকার জন্য নতুন চাঁদ হিসাবে গণ্য হবে এবং সে হিসাবেই তারা ছিয়াম ও ঈদ পালন করবে।

উল্লেখ্য যে, সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় এবং চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়। এক্ষণে পৃথিবীর যেসব অঞ্চল কা'বা গৃহের পশ্চিম দিকে অবস্থিত তারা চাঁদ আগে দেখে এবং যেসব অঞ্চল পূর্ব দিকে অবস্থিত, তারা চাঁদ পরে দেখে। যেমন মক্কার পশ্চিম দিকের দেশ মিসর, সূদান, লিবিয়া, আলজেরিয়া, চাদ, নাইজেরিয়া, নাইজার এবং আফ্রিকা ও ইউরোপীয় দেশ সমূহের লোকেরা চাঁদ আগে দেখতে পায় এবং আগের দিন ছিয়াম ও ঈদ পালন করে।

পক্ষান্তরে মক্কার পূর্বদিকের দেশ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, চীন প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা চাঁদ পরে দেখতে পায় এবং সঊদী আরবের এক বা দু'দিন পরে ছিয়াম ও ঈদ পালন করে। যেমন গত ২০০৯ সালের রামাযানের ছিয়াম সঊদী আরবের পশ্চিম দিকের লিবিয়া, চাদ, আলবেনিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি দেশে শুরু হয়েছে ২১শে আগষ্ট তারিখে। সঊদী আরবে হয়েছে ২২শে আগষ্ট এবং পূর্বদিকের দেশ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশে হয়েছে ২৩শে

৯. দ্রঃ মির'আত হা/১৯৯১-এর ব্যাখ্যা; ৬/৪৩৪-৩৬ পৃঃ।
১০. বুখারী হা/১৯১২, মুসলিম হা/১০৮৯, মিশকাত হা/১৯৭২।
১১. আবুদাঊদ হা/২৩২৪; তিরমিযী হা/৭০১; ইবনু মাজাহ হা/১৬৬০।
১২. মুসলিম হা/১০৮৮, মিশকাত হা/১৯৮১।

আগষ্ট তারিখে। একইভাবে ঈদও হয়েছে যথাক্রমে ১৯, ২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর।

আরেকটি বিষয় হ'ল এই যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক হিসাব মতে নবচন্দ্রের উদয়কালের উচ্চতার হিসাবে উদয়স্থল থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বের লোকদের জন্য উক্ত চাঁদ গণ্য হবে।[১৩] এটি সরাসরি আকাশপথের দূরত্বের হিসাব, সড়ক পথের নয়।

উক্ত হিসাব অনুযায়ী মক্কার নিকটবর্তী ও পূর্বদিকের ৫৬০ মাইল দূরত্বের বাইরের অধিবাসীদের জন্য মক্কার চাঁদ প্রযোজ্য নয়। সম্ভবতঃ সেকারণে মদীনা থেকে প্রায় ৭০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়ায় একদিন পূর্বে দেখা চাঁদ মদীনায় গণ্য করা হয়নি। মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যে সময়ের পার্থক্য ১৪ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড। অনুরূপভাবে মক্কা থেকে পূর্বদিকে ইসলামাবাদের দূরত্ব ২ ঘণ্টা ১১ মিঃ ৪৪ সেকেণ্ড। নয়াদিল্লীর দূরত্ব ২ ঘণ্টা ২৭ মিঃ ৪ সেকেণ্ড। কলিকাতার দূরত্ব ৩ ঘণ্টা ১২ মিঃ ৩৬ সেকেণ্ড এবং ঢাকার দূরত্ব ৩ ঘণ্টা ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড। ফলে মক্কায় চাঁদ দেখার নির্ধারিত সময় পরে ঢাকায় চাঁদ দেখা সম্ভব। কিন্তু ঢাকায় তখন রাত থাকায় পরের দিন সন্ধ্যায় সেটা দেখা যায়। সে কারণ কখনো একদিন বা কখনো দু'দিন পরে বাংলাদেশে ছিয়াম বা ঈদ করা হয়, স্রেফ চাঁদ দেখার আগপিছ হওয়ার কারণে। এভাবে মক্কায় যখন মাগরিব হয়, ঢাকায় মুছল্লীগণ তখন এশার ছালাত আদায় করে রাতের খানাপিনা শেষ করেন। অনুরূপভাবে ঢাকায় যখন মাগরিব হয় আমেরিকা বা কানাডায় তখন ফজর হয় অথবা সকাল হয়ে যায়। বাংলাদেশে যখন লায়লাতুল ক্বদর, ঐসব দেশে তখন যোহর হয়। অতএব সারা বিশ্বে একই সময়ে চাঁদ দেখা ও একই দিনে ছিয়াম, লায়লাতুল ক্বদর ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রামাযান, হজ্জ, ঈদায়েন প্রভৃতি ইবাদতের হিসাব আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সৌর হিসাবে করেননি। যাতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানের জন্য সকল ঋতুতে এগুলি পালনের সুযোগ হয়। অন্যথায় সৌর মাসের সাথে সম্পৃক্ত হ'লে কোন দেশে কেবল গ্রীষ্মকালেই রামাযান আসত, আবার কোন দেশে কেবল শীতকালেই আসত। এতে নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকদের উপর অবিচার হ'ত। চান্দ্র মাস সৌর মাসের চেয়ে ছোট এবং প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসে। ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার প্রতি সুবিচার করার জন্য এবং সকল মওসুমে এগুলি পালনের জন্য উপরোক্ত ইবাদতগুলি আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ছালাতের সময়কালকে আল্লাহ সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন ছুবহে ছাদিক হলে ফজর হয়, দুপুরে সূর্য ঢললে যোহর হয় ও সন্ধ্যায় সূর্য ডুবলে মাগরিব হয়। অতএব চাঁদের হিসাবে সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র উক্ত কল্যাণ বিধান থেকে মাহরূম হওয়ার শামিল।

তাছাড়া একই দিনে সর্বত্র ছিয়াম ও ঈদ করলে তাতে চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্যকে (اختلاف المطالع) অস্বীকার করা হবে, যা বাস্তবতার বিরোধী এবং তাতে ছিয়াম ও ঈদের সময়কালে এক বা দু'দিন আগপিছ হবেই। এটা করলে নিম্নোক্ত হাদীছের সরাসরি বিরোধিতা করা হবে। যেমন-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন রামাযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে ছিয়াম না রাখে। তবে যদি কেউ অভ্যস্ত থাকে, সে-ই কেবল ঐদিন ছিয়াম রাখতে পারে'।[১৪] অর্থাৎ যদি কারু ঐদিন মানতের ছিয়াম থাকে কিংবা সোমবার ও বৃহস্পতিবারের নিয়মিত নফল ছিয়ামের দিন থাকে, তিনিই কেবল ঐদিন ছিয়াম রাখতে পারেন। অন্য কোন কারণে নয়। যেমন রাফেযী শী'আরা ও বাতেনী ভ্রান্ত ফের্কার লোকেরা রামাযানকে স্বাগত জানিয়ে চাঁদ দেখার এক বা দু'দিন আগে ছিয়াম রেখে থাকে *(মির'আত ৬/৪৩৯)*। তাছাড়া এর অর্থ এটা নয় যে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখতে না পাওয়ায় এহতিয়াত্ব বা সাবধানতা অবলম্বন করে এক বা দু'দিন আগেই রামাযান শুরু করবে। কেননা এ ব্যাপারে পরিষ্কার বলা আছে যে, সন্দেহের দিনে ছিয়াম রাখবে না। বরং শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নিবে। এক্ষণে নিজ নিজ দেশে বা অঞ্চলে চাঁদ দেখা না গেলেও পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে নিজ এলাকায় রামাযানের ছিয়াম শুরু করা রামাযানকে এক বা দু'দিন এগিয়ে আনার শামিল। যা উক্ত হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে।

একই মর্মে নিম্নের হাদীছটিতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ-

১৩. মির'আত ৬/৪২৯ হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা।

১৪. বুখারী হা/১৯১৪, মুসলিম হা/১০৮২, মিশকাত হা/১৯৭৩।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা রামাযান মাসকে এগিয়ে এনো না যতক্ষণ না তোমরা তার পূর্বে চাঁদ দেখ। অথবা তোমরা শা'বান মাসের (ত্রিশ দিনের) গণনা পূর্ণ কর। অতঃপর ছিয়াম রাখ যতক্ষণ না (ঈদের) চাঁদ দেখ অথবা তার পূর্বে (রামাযানের ত্রিশ দিনের) গণনা পূর্ণ কর'।[১৫]

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এর ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশ 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো'-এর বিরোধিতা করা হবে। তাছাড়া বিগত চৌদ্দশ' বছরে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র কখনো একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ হয়েছে বলে জানা যায় না।

উপরে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রামাযানের ছিয়াম ও ঈদ চাঁদ দেখার সাথে শর্তযুক্ত এবং তা স্ব স্ব দেশ বা অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত। পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে কোন একজনের দেখার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

উল্লেখ্য যে, কিছু মানুষ যুক্তি দিয়ে মক্কার সাথে একই দিনে পৃথিবীর সর্বত্র ছিয়াম ও ঈদ প্রমাণ করতে চান। অথচ কুরআন ও হাদীছ তার বিপরীত কথা বলে। সেজন্য তারা কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করেন। অথচ কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী হতে হবে। অন্য কোন বুঝ অনুযায়ী নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলে যেটা দ্বীন ছিল না, এ যুগে সেটা দ্বীন নয়। তাঁদের আমলে মক্কার সাথে মিলিয়ে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ ছিল না, এযুগেও সেটা থাকবে না। যুক্তি দিয়ে করতে চাইলে সেটা হবে পথভ্রষ্টতা। কেননা কুরআন-হাদীছ হ'ল আল্লাহ্র অহী। তা মানুষের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়। জ্ঞান তো তাকে বলা হয়, যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত অনুভূতি থেকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেকারণ ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন জ্ঞানও নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক থেকে আসে। যাতে সত্য-মিথ্যা, ভুল-শুদ্ধ দু'টিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু 'অহি' আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। যাতে ভুল বা মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। প্রকৃত মুমিন সর্বদা তার সামনে মাথা নত করে ও তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে। মুমিন হাদীছের পক্ষে যুক্তি দিবে, বিপক্ষে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সে সময় তোমাদের উপর অপরিহার্য হ'ল আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। তোমরা সেটা আঁকড়ে থাকবে ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর (ধর্মের নামে) নবোদ্ভূত বিষয় সমূহ হতে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নবোদ্ভূত বিষয় হ'ল বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত হ'ল ভ্রষ্টতা *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম' *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

১৫. নাসাঈ হা/২১২৬; আবুদাঊদ হা/২০১৫।

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনেরা!

মাসিক **আত-তাহরীক** সূচনালগ্ন থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনে হক প্রচারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত প্রকাশনার ১৬ বছর পেরিয়ে আপনাদের প্রিয় আত-তাহরীক আগামী অক্টোবরে ১৭তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। দেশের দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও আমরা দীর্ঘ দিন এর মূল্য বৃদ্ধি করিনি। এর মধ্যে কাগজ ও কালির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে। ছাপা, বাঁধাই ও ফিল্ম খরচও বেড়েছে অনেকগুণ। সেকারণ পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে পত্রিকা সরবরাহ দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া বহু বিজ্ঞ পাঠক ও লেখক **'আত-তাহরীক'** সংরক্ষণের সুবিধার্থে হোয়াইট পেপারে (সাদা কাগজে) ছাপানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তাই আগামী অক্টোবর/১৩ (১৭তম বর্ষ ১ম সংখ্যা) থেকে আপনাদের প্রিয় **'আত-তাহরীক'** সাদা কাগজে ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিধায় আত-তাহরীকের মূল্য ১৬/- টাকার পরিবর্তে ২০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী অক্টোবর'১৩ থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হবে ইনশাআল্লাহ। আত-তাহরীকে খিদমতের তুলনায় এ নতুন মূল্য বৃদ্ধি পাঠকদের মনোকষ্টের কারণ হবে না বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। পাঠক, গ্রাহক ও এজেন্টদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। *-সম্পাদক।*

যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

যাকাতুল ফিতর

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য আনন্দ ও খুশির দিন হিসাবে ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা নামক দু'টি দিন নির্ধারণ করেছেন। ঈদুল ফিৎরের খুশির দিনে ধনীদের সাথে গরীবরাও যেন সমানভাবে আনন্দ ও খুশিতে শরীক হ'তে পারে সেজন্য মুসলমানদের উপর যাকাতুল ফিৎর ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে, যে যাকাত (যাকাতুল ফিতর) আদায় করবে' *(আ'লা ৮৭/১৪)*। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন ছিয়াম পালনকারীর অসারতা ও যৌনাচারের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের খাদ্য স্বরূপ। যে ব্যক্তি তা ছালাতের পূর্বে (ঈদের ছালাত) আদায় করবে তা যাকাত হিসাবে গ্রহণীয় হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পরে আদায় করবে তা (সাধারণ) ছাদাক্বার মধ্যে গণ্য হবে।[১৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর হিসাবে মুসলমানদের ছোট-বড়, পুরুষ-নারী এবং স্বাধীন-দাস প্রত্যেকের উপর এক ছা খেজুর অথবা এক ছা যব ফরয করেছেন এবং তিনি ছালাতের উদ্দেশ্যে লোকেদের বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৭]

যাকাতুল ফিৎর ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত কি? যাকাতুল ফিৎর ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। কেননা যাকাতুল ফিৎর ব্যক্তির উপর ফরয; মালের উপর ফরয নয়। মালের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। মালের কম-বেশীর কারণে এর পরিমাণ কম-বেশী হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর হিসাবে মুসলমানদের ছোট-বড়, পুরুষ-নারী এবং স্বাধীন-ক্রীতদাস প্রত্যেকের উপর এক ছা খেজুর অথবা এক ছা জব ফরয করেছেন।[১৮]

অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছোট ও ক্রীতদাসের উপর যাকাতুল ফিৎর ফরয বলে উল্লেখ করেছেন। যাকাতুল ফিৎর ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত হ'লে, ছোট ও ক্রীতদাসের উপর যাকাত ফরয হ'ত না। কেননা সবেমাত্র জন্ম গ্রহণ করা সন্তানও ছোটদের অন্তর্ভুক্ত, যার নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। অনুরূপভাবে দাস সাধারণত নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাসের উপর যাকাতুল ফিৎর ব্যতীত তার সম্পদের যাকাত ফরয করেননি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ فِيْ الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর ব্যতীত ক্রীতদাসের উপর কোন ছাদাক্বা (যাকাত) নেই'।[১৯]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধনী-গরীব সকলের উপর যাকাতুল ফিৎর ফরয বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

أَدُّوْا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ فَأَمَّا الْغَنِيُّ فَيُزَكِّيْهِ اللهُ وَأَمَّا الْفَقِيْرُ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى-

'মানুষের মধ্যে প্রত্যেক ছোট-বড়, পুরুষ-নারী, ধনী-গরীবের নিকট থেকে এক ছা' গম (যাকাতুল ফিৎর) আদায় কর। আর ধনী, যাকে আল্লাহ এর বিনিময়ে পবিত্র করবেন। আর ফকীর, যাকে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার প্রদানকৃত যাকাতুল ফিৎরের অধিক ফিরিয়ে দিবেন'।[২০]

যা দ্বারা যাকাতুল ফিৎর আদায় বৈধ

মুসলমানদের উপর যেমন যাকাতুল ফিৎর ফরয করা হয়েছে। তেমনি তা কি দ্বারা আদায় করবে তাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَدُّوْا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فِي الْفِطْرِ

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১৬. *আবুদাউদ হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৭; আলবানী, সনদ হাসান।*
১৭. *বুখারী হা/১৫০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাকাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫।*
১৮. *বুখারী হা/১৫০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাকাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫।*
১৯. *মুসলিম হা/৯৮২; মিশকাত হা/১৭৯৫।*
২০. *দারাকুতনী হা/২১২৭।*

'তোমরা ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায় কর এক ছা' খাদ্যদ্রব্য দ্বারা'।[২১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيد الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه يَقُوْلُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'আমরা এক ছা' ত্বা'আম বা খাদ্য অথবা এক ছা' যব অথবা এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' পনির অথবা এক ছা' কিশমিশ থেকে যাকাতুল ফিৎর বের করতাম'।[২২]

অত্র হাদীছে যাকাতুল ফিৎর প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে, যা দ্বারা পৃথিবীর ঐ সকল খাদ্যশস্যকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। হাদীছে সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তা যে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ধান মানুষের সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না। সুতরাং বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত।

টাকা দিয়ে যাকাতুল ফিৎর আদায় করা বৈধ কি?

টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায়ের রীতি ইসলামের সোনালী যুগে ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বাজারে চালু থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন, আদায় করতে বলেছেন এবং বিভিন্ন শস্যের কথা হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'আমরা এক ছা' ত্বা'আম বা খাদ্য, অথবা এক ছা যব, অথবা এক ছা খেজুর, অথবা এক ছা পনির, অথবা এক ছা কিশমিশ থেকে যাকাতুল ফিৎর বের করতাম।[২৩] ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর হিসাবে মুসলমানদের ছোট-বড়, পুরুষ-নারী এবং স্বাধীন-দাস প্রত্যেকের উপর এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' যব ফরয করেছেন এবং তিনি ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪]

অতএব খাদ্যশস্য দ্বারা 'যাকাতুল ফিৎর' আদায় করাই ইসলামী শরী'আতের বিধান। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করা তার পরিপন্থী। ছায়েম নিজে যা খান, তা থেকেই ফিৎরা দানের মধ্যে অধিক মহব্বত নিহিত থাকে। যে ব্যক্তি ২০ টাকা কেজি দরের চাউল খান সে উক্ত মানের চাউল এক ছা' ফিৎরা দিবেন। আর যে ব্যক্তি ৫০ টাকা কেজি দরের চাউল খান সে উক্ত মানের চাউল এক ছা' ফিৎরা দিবেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে টাকা-পয়সার দ্বারা ফিৎরা আদায়ের ফলে একজন রিক্সা চালক যে ২০ টাকা কেজি দরের চাউল খায়, আর একজন দেশের মন্ত্রী যে ৭০-১০০ টাকা কেজি দরের চাউল খান, উভয়ের যাকাতুল ফিৎরের মান সমান হয়ে যায়। অর্থাৎ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকা দ্বারা রাজা প্রজা সকলেই ফিৎরা আদায় করে থাকে। যা ইসলাম ও মানুষের বিবেক বিরোধী।

যাকাতুল ফিৎরের পরিমাণ

যাকাতুল ফিৎর হিসাবে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য দিতে হবে তার স্পষ্ট বর্ণনা হাদীছে এসেছে,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর হিসাবে মুসলমানদের ছোট-বড়, পুরুষ-নারী এবং স্বাধীন-দাস প্রত্যেকের উপর এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' যব ফরয করেছেন।[২৫]

অতএব প্রত্যেক মুসলিমকে যাকাতুল ফিৎর হিসাবে এক ছা' খাদ্যশস্য প্রদান করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে অর্ধ ছা' ফিৎরা প্রদানের যে প্রচলন রয়েছে তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সর্বপ্রথম মু'আবিয়া (রাঃ) কোন এক প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র গমের ক্ষেত্রে অর্ধ ছা' ফিৎরা আদায়ের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। আর এটা ছিল মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইজতিহাদ যা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হাদীছটি নিম্নরূপ-

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوْكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّيْ أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُوْ سَعِيْد فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ-

---

২১. *ছহীহুল জামে' হা/২৪২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৭৯।*
২২. *বুখারী হা/১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৬।*
২৩. *বুখারী হা/১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৬।*
২৪. *বুখারী হা/১৫০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাকাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫।*
২৫. *বুখারী হা/১৫০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাকাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫।*

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রত্যেক ছোট-বড়, স্বাধীন-দাস এক ছা' করে খাদ্যবস্তু অথবা এক ছা' পনির অথবা এক ছা' যব অথবা এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' কিশমিশ 'যাকাতুল ফিৎর' হিসাবে আদায় করতাম। আমরা এরূপভাবেই (যাকাতুল ফিৎর) বের করতাম। এমন সময় মু'আবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাঃ) হজ্জ বা ওমরাহ উপলক্ষে মদীনায় এলেন। (তাঁর সঙ্গে সিরিয়ার গমও এল)। তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি মনে করি সিরিয়ার দুই মুদ (অর্ধ ছা') গম (মূল্যের দিক দিয়ে) মদীনার এক ছা' খেজুরের সমতুল্য। অতঃপর লোকজন তা গ্রহণ করল। তখন আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বললেন, 'আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকব ততদিন তা (অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা) কখনোই আদায় করব না। বরং (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায়) আমি যা দিতাম তাই-ই দিয়ে যাব'।[২৬]

একদা আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) যাকাতুল ফিৎর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لاَ أُخْرِجُ إِلاَّ مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعَ أَقِطٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ : لَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ؟ فَقَالَ : لاَ تِلْكَ قِيْمَةُ مُعَاوِيَةَ لاَ أَقْبَلُهَا وَلاَ أَعْمَلُ بِهَا-

অর্থাৎ আমি রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় যেমন এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' যব অথবা এক ছা' পনির হ'তে যাকাতুল ফিৎর বের করতাম, কখনোই এর ব্যতিক্রম বের করব না। তখন গোত্রের কোন এক ব্যক্তি বললেন, যদি অর্ধ ছা' গম দ্বারা হয়? তিনি বললেন, না; এটা মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য। আমি তা মানব না এবং তার উপর আমলও করব না।[২৭]

বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الاِتِّبَاعِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْآثَارِ وَتَرْكِ الْعُدُوْلِ إِلَى الاِجْتِهَادِ مَعَ وُجُوْدِ النَّصِّ وَفِيْ صَنِيْعِ مُعَاوِيَةَ وَمُوَافَقَةِ النَّاسِ لَهُ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ الاِجْتِهَادِ وَهُوَ مَحْمُوْدٌ لَكِنَّهُ مَعَ وُجُوْدِ النَّصِّ فَاسِدُ الإِعْتِبَارِ-

অর্থাৎ উল্লিখিত হাদীছে নাছ বা দলীলের উপস্থিতিতে ইজতিহাদ বর্জন করার মাধ্যমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীছ ধারণের দৃঢ়তা ও পূর্ণ ইত্তিবা প্রমাণিত হয়। আর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইজতিহাদ এবং মানুষের তা গ্রহণ করার মাধ্যমে ইজতিহাদ জায়েয হওয়া প্রমাণ করে যা প্রশংসনীয়। কিন্তু যেখানে দলীল উপস্থিত সেখানে ইজতিহাদ অগ্রহণীয়।[২৮]

মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন, وَلَيْسَ لِلْقَائِلِيْنِ بِنِصْفِ صَاعٍ حُجَّةٌ إِلَّا حَدِيْثَ مُعَاوِيَةَ 'যারা অর্ধ ছা' গমের কথা বলেন, তাদের মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই হাদীছ ব্যতীত কোন দলীল নেই।[২৯]

অতএব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, অর্ধ ছা' গম দ্বারা ফিৎরা আদায় করা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিজস্ব রায় মাত্র, রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি নয়। যাকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম প্রত্যাখ্যান করে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি ও আমল এক ছা' খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায়ের উপর অটল ছিলেন। কেননা দলীল মওজূদ থাকতে 'ইজতিহাদ' বাতিল বলে গণ্য হয়। তাছাড়া হাদীছে যেসব খাদ্যদ্রব্যের নাম এসেছে তার সবগুলির মূল্য এক ছিল না। বরং মূল্যে পার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও সকল খাদ্যদ্রব্য থেকে এক ছা' করে যাকাতুল ফিৎর আদায় করতে বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের প্রতি দৃকপাত না করে তার পরিমাণ বা ওযনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে স্বয়ং রাষ্ট্রীয় আমীরের হুকুমকে ছাহাবায়ে কেরাম অগ্রাহ্য করেছেন শুধুমাত্র হাদীছের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। অনুরূপভাবে আমাদেরও উচিত হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাথা পিছু এক ছা' ফিৎরা আদায় করা।

যাকাতুল ফিৎর আদায়ের সময়

রামাযান শেষে শাওয়ালের চাঁদ উদয়ের পর থেকে ঈদের মাঠে গমনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যাকাতুল ফিৎর আদায় করতে হবে। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন,

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ-

তিনি (রাসূল (ছাঃ) ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।[৩০]

উল্লিখিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) زَكَاةُ الْفِطْرِ নামকরণ করেছেন; زَكَاةُ رَمَضَان নামকরণ করেননি। আর ফিৎর আরম্ভ হয় রামাযান শেষে শাওয়ালের চাঁদ উদয়ের পর থেকে।[৩১] অতএব শাওয়ালের চাঁদ উদয়ের পর থেকে ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় যাকাতুল ফিৎর আদায়ের প্রকৃত সময়। তবে প্রয়োজনে এক অথবা দু'দিন পূর্বে থেকে যকাতুল

২৬. *বুখারী হা/১৫০৮; মুসলিম হা/৯৮৫।*
২৭. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৪১৯; মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৪৯৫; আল-আ'যামী, সনদ হাসান।*
২৮. *ফাতহুল বারী ৩/৩৭৪ পৃঃ, ১৫০৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।*
২৯. *শারহু মুসলিম, ইমাম নববী (রহঃ) ৩/৪৪৭ পৃঃ, ৩৮৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা।*
৩০. *বুখারী হা/১৫০৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাকাতুল ফিতর' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫।*
৩১. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/১৬৬ পৃঃ।*

ফিৎর আদায় করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ঈদুল ফিৎরের এক অথবা দু'দিন পূর্বে ফিৎরা আদায় করেছেন। হাদীছে এসেছে,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا، وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) জমাকারীদের নিকট ছাদাক্বাতুল ফিৎর প্রদান করতেন। আর তারা ঈদুল ফিৎরের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে তা আদায় করত।[৩২]

ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে আব্দুল ওয়ারেছের সূত্রে আইয়ূব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল,

مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ، قُلْتُ مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟ قَالَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) ছাদাক্বাতুল ফিৎর কখন প্রদান করতেন? তিনি বললেন, আদায়কারী বসলে। তিনি আবার বললেন, আদায়কারী কখন বসতেন? তিনি বললেন, ঈদের ছালাতের একদিন বা দু'দিন পূর্বে।[৩৩]

অতএব শাওয়ালের চাঁদ উদয়ের পর থেকে ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যাকাতুল ফিৎর জমাকারীর নিকট জমা করতে হবে। প্রয়োজনে এক দিন অথবা দু'দিন পূর্বে জমা করা জায়েয। উক্ত জমাকৃত যাকাতুল ফিৎর ঈদের ছালাতের পরে হকদারদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, كَانُوْا يُعْطُوْنَ لِلْجَمْعِ لاَ لِلْفُقَرَاءِ 'তাঁরা জমা করার জন্য দিতেন, ফকীরদের জন্য নয়'।[৩৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ 'রাসূলুল্লাহ আমাকে রামাযানের যাকাত রক্ষার বা হেফাযতের দায়িত্ব প্রদান করেন'।[৩৫] যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি জমাকৃত ছাদাক্বাতুল ফিৎর পাহারা দিচ্ছিলেন। যা বণ্টন হয়েছিল ঈদের ছালাতের পরে।[৩৬]

অতএব ঈদের ছালাতের পূর্বে যাকাতুল ফিৎর বণ্টনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত সময়ে যাকাতুল ফিৎর জমা করে ঈদের ছালাতের পূর্বে বণ্টন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর কষ্ট সর্বদা সহজতা অন্বেষণ করে। তাই ঈদের ছালাতের পূর্বে জমা করে ঈদের ছালাতের পরে বণ্টন করলে মানুষের জন্য সহজ হয়। সুতরাং সামাজিকভাবে যাকাতুল ফিৎর জমা করার ব্যবস্থা থাকলে ঈদের পূর্বে জমা করে ঈদের ছালাতের পরে বণ্টন করতে হবে। আর জমা করার ব্যবস্থা না থাকলে ব্যক্তিগতভাবে ঈদের ছালাতের পূর্বে ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করবে।

যাকাতুল ফিৎর বণ্টনের খাত সমূহ

যাকাতুল ফিৎর বণ্টনের খাত নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল, যাকাতুল ফিৎর আল্লাহ নির্দেশিত যাকাত থেকে আলাদা নয়। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে যাকাত বণ্টনের ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

'নিশ্চয়ই ছাদাক্বা (যাকাত) হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ হ'তে' নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়' *(তাওবা ৯/৬০)*। তবে ফকীর ও মিসকীন যাকাতুল ফিৎরের অধিক হকদার। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিতরকে طُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ তথা মিসকীনদের খাদ্যস্বরূপ ফরয করার কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর এই বাণী যাকাতুল ফিতরকে শুধুমাত্র ফকীর-মিসকীনের জন্য খাদ্য বা নির্দিষ্ট করে দেয় না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, যাকাতুল ফিৎরের মধ্যে ফকীর-মিসকীনের খাদ্য নিহীত রয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার ও মানার তাওফীক দান করুন- আমীন!

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

৩২. *বুখারী হা/১৫১১, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাকাতুল ফিতর' অনুচ্ছেদ।*
৩৩. *ছহীহ ইবনু খাযায়মা হা/২৩৯৭; আলবানী, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪৬।*
৩৪. *ফাতহুল বারী (বৈরুত : দারুল মা'রেফা), ৩/৩৭৬ পৃঃ ।*
৩৫. *বুখারী হা/২৩১১; ফাতহুল বারী, ৩/৩৭৬ পৃঃ ।*
৩৬. *ইরওয়াউল গালীল, ৩/৩৩২-৩৩ পৃঃ।*

মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায়

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

৮ম উপায় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ

রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণেই সকল কল্যাণ নিহিত। মানব জীবনে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি পেতে চাইলে অবশ্যই নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ '(হে নবী) তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। আয়াতটির ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, 'এই আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফায়ছালাকারী যে আল্লাহ্র মুহাব্বতের দাবী করে অথচ সেই দাবী মুহাম্মাদী তরীকায় হয় না, সে ব্যক্তি তার দাবীতে মিথ্যাবাদী। যতক্ষণ না সে তার যাবতীয় কথাবার্তা ও কাজকর্মে মুহাম্মাদী শরী'আত ও দ্বীনে নববীর অনুসরণ করে'।[৩৭] এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩৮] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ 'কেউ যদি এমন কাজ করে, যে বিষয়ে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩৯]

উপরোল্লিখিত আয়াত এবং হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করার মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত এবং শরী'আতে অতিরঞ্জিত কিছু করাই বিদ'আত। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) যা দিয়ে গেছেন তার অনুসরণ করতে হবে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে কোন কথা বলেননি। মহান আল্লাহ বলেন, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى 'শপথ নক্ষত্রের, যখন সেটা হয় অস্তমিত, তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট নয়, বিভ্রান্তও নয় এবং তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না। এটা তো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়' *(নাজম ১-৪)*। যিনি অহি-র মাধ্যম ছাড়া কথা বলেন না, তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। কোন পীর বা ওলী-আওলিয়ার নয়। মহান আল্লাহ বলেন, اتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِه أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَا تَذَكَّرُوْنَ 'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর, আর তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোন বন্ধু বা অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(আ'রাফ ৩)*।

কুরআন-সুন্নাহ্র বাণী সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও কেউ যদি অন্য পথের অনুসরণ করে তাহ'লে সে বিপথগামী হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا 'আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল' *(নিসা ১১৫)*। অন্য পথের সন্ধান নয়, বরং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ করার মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি মিলবে। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*।

প্রকৃত মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা এবং দুনিয়ার সকল কিছু থেকে ও নিজের নাফস থেকেও তাঁকে ভালবাসা। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْه مِنْ وَالِده وَوَلَده وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সব মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই'।[৪০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْه مِنْ مَاله وَأَهْله وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'তোমাদের

* লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৩৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২২ হিঃ), ২/৩৫।*
৩৮. *মুসলিম হা/২৯৮৫।*
৩৯. *মুসলিম হা/১৭১৮ ।*
৪০. *বুখারী হা/১৫; মিশকাত হা/৭।*

কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সব মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই'।[৪১]

রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার অর্থই হচ্ছে তাঁর রেখে যাওয়া অমিয় বাণী সমূহের অনুসরণ করা। ছহীহ হাদীছ পাওয়ার সাথে সাথে তা, অবনতমস্তকে মেনে নেওয়া, তাঁর উত্তম আদর্শ সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা না করা।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا 'সর্বোত্তম কালাম হ'ল আল্লাহ্র কিতাব আর সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ নির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ'।[৪২]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَىْ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أَبَىْ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبَىْ. 'আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে সে ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে, সেই অস্বীকারকারী'।[৪৩]

রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ অবলম্বন করলে সঠিক পথ হ'তে বহু দূরে সরে পড়বে। হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيْدًا 'হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পশ্চাতে পড়ে আছ। যদি তোমরা ডান দিকের কিংবা বাম দিকের পথ অনুসরণ কর, তাহ'লে তোমরা সুদূর ভ্রান্তিতে নিপতিত হবে'।[৪৪]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, إذا وجدتم سنة لرسول الله صلي الله عليه وسلم فاتبعوها ولاتلتفتوا إلى أحد، 'যখন তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কোন সুন্নাত পেয়ে যাবে, তখন তারই অনুসরণ কর। অন্য কারো দিকে তোমরা লক্ষ্য রেখ না' (অন্য পথের অনুসরণ কর না)।[৪৫]

কুরআন-সুন্নাহ্র ইত্তেবা করলেই মানব জীবনে সুখ-শান্তি বয়ে আসবে, অপর পক্ষে বিরোধিতা করলেই চির অশান্তি নেমে আসবে। মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى– 'তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে (আদম ও হাওয়া) একই সঙ্গে জান্নাত হ'তে নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হ'তে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না। যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। তিনি বলবেন, এভাবেই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হবে' *(ত্বহা ১২৩-১২৬)*।

কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসরণ না করে অন্যপথ ধরলে পরকাল হারাতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ، وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ 'পরে যখন আমার পক্ষ হ'তে তোমাদের নিকট সৎ পথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। আর যারা অবিশ্বাস করবে ও আমার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা সদা অবস্থান করবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ– 'এবং যে কেউ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে এরূপ জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন, যার নীচ দিয়ে স্রোতস্বিণী সমূহ প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা সদা অবস্থান করবে এবং এটাই মহা সাফল্য। আর যে কেউ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ অতিক্রম করে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, যেখানে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

---

৪১. নাসাঈ হা/৫০১৩; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৮২।
৪২. বুখারী হা/৭২৭৭; মিশকাত হা/৯৫৬।
৪৩. বুখারী হা/৭২৮০; মুসলিম হা/২৯৯০; মিশকাত হা/৪৮৩০।
৪৪. বুখারী হা/৭২৮২; মিশকাত হা/২৭৪।
৪৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ, ৪/১৪৪২, প্রকাশক: আযওয়াউস সালাফ, রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হিঃ।

কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসরণ না করে অন্যের পথ অনুসরণ করলে পরকালে আফসোস করতে হবে। সেদিন সমাজ নেতা, পীররা জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِيْ النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ، وَقَالُوْا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا، 'যেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম। তারা আরো বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহা অভিশাপ' *(আহযাব ৩৩/৬৬-৬৮)*।

কিয়ামতের দিন হায়, হায় করে কোনই লাভ হবে না। সুতরাং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর পরকালীন স্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুসরণ করতঃ পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ লাঞ্ছনার গ্লানি ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً، يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً، لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلاً– 'যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ (কুরআন) পৌঁছবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্যে মহাপ্রতারক' *(ফুরক্বান ২৭-২৯)*।

শিরক-বিদ'আত ছেড়ে দিয়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাসূলেরই অনুসরণ করতে হবে, তাহ'লেই মানব জীবনে কল্যাণ বয়ে আসবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 'বলুন! এটাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*। প্রকাশ থাকে যে, সকল কল্যাণ এবং হিদায়াত রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আর সকল পথভ্রষ্টতা এবং দুর্ভাগ্য রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে। সারা বিশ্বের দিকে তাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ফিৎনা-ফাসাদ এবং নিকৃষ্ট বিষয়াদি প্রচার হচ্ছে রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত পথে চলার কারণে এবং সে বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে। অতএব বান্দার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ।[৪৬]

রাসূল (ছাঃ)-এরই অনুসরণ করতে হবে, অন্য কারো তাক্বলীদ করা যাবে না। তাইতো ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, 'ইত্তেবা হ'ল রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ হ'তে যা কিছু এসেছে তা গ্রহণ করা'। অতঃপর তিনি বলেন, 'তোমরা আমার তাক্বলীদ কর না এবং তাক্বলীদ করো না মালেক, ছাওরী ও আওযা'ঈর। বরং সেখান থেকে গ্রহণ কর যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ।[৪৭]

ওলামায়ে কেরাম তাক্বলীদ এবং ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন, তাক্বলীদ হ'ল বিনা দলীল-প্রমাণে কারো কথা গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে ইত্তেবা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর যা অবতীর্ণ করেছেন (কুরআন-সুন্নাহ) তার অনুসরণ করা। আলেমগণের ছহীহ দলীল ভিত্তিক কোন কথাকে মেনে নেওয়ার নাম হচ্ছে ইত্তেবা, তাক্বলীদ নয়। এজন্যই শারঈ বিষয় সমূহে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা মানব জাতির উপর অপরিহার্য কর্তব্য।[৪৮]

ছহীহ দলীল মুতাবেক কোন আলেমের অনুসরণ আসলে দলীলেরই অনুসরণ করা। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণ না করে কোন ইমামের নিজস্ব রায়ের অনুসরণ করলে সেটাই হবে তাক্বলীদে মাযমূম (নিন্দনীয় তাক্বলীদ) এবং কুরআন-সুন্নাহ্র বিরোধিতা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি' *(যুখরুফ ২৩)*। তিনি আরো বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ 'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর; তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পেয়েছি; যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিল না এবং তারা সুপথগামী ছিল না তবুও'? *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*।[৪৯]

৯ম উপায় : সালাফে ছালেহীনের পথে চলা

ছাহাবায়ে কেরাম ইসলামী বিধান সমূহকে যথাযথভাবে বুঝেছেন এবং তা নিজেদের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। এজন্য তাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও সন্তোষ অবধারিত হয়েছিল। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُوْنَ

৪৬. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া (মিসর : দারুল ওয়াফা, তা.বি.) ১৯/৫২।*
৪৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ৩/৪৬৯।*
৪৮. *ড. আব্দুল মুহসিন তুর্কী, উছূলু মাযহাবিল ইমাম আহমাদ (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৬ হিঃ), পৃঃ ৭৬৫-৭৬৬।*
৪৯. *ইবনু আবিল ইয হানাফী, আল-ইত্তেবা, তাহক্বীক : মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানাফী, পৃঃ ২৩।*

الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ– ‘আর যেসব মুহাজির ও আনছার (ঈমান আনয়নে) প্রথম অগ্রগামী এবং যেসব লোক একান্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর আল্লাহ তাদের জন্যে এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আর এটা মহাসাফল্য’ *(তওবা ৯/১০০)*।

সালাফে ছালেহীনকে ভালবাসা এবং তাদের পথ ধরে চলার মধ্যে সফলতা নিহিত রয়েছে। কেননা যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়ে সকল কষ্ট-ক্লেশ ধৈর্যের সাথে মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন, যাদের প্রতি আল্লাহ স্বয়ং খুশি হয়েছেন, তাদের প্রতি শত্রুতা করলে ও গালি-গালাজ করলে ধ্বংস ছাড়া আর কি হ’তে পারে? তাই মহান আল্লাহ যাদের ভালবাসেন আমরা তাদের ভালবাসব। যাদের তিনি ভালবাসেন না, আমরাও তাদের ভালবাসব না। মহান আল্লাহ বলেন, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوْا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ– ‘এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্যে, যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হ’তে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্যে তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হ’লেও। যারা কার্পণ্য হ’তে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু’ *(হাশর ৮-১০)*।

ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ‘আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ হ’ল আমার যুগের লোক (অর্থাৎ ছাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক’ (অর্থাৎ তাবেঈগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবে তাবেঈন)।[৫০] সুতরাং যখন কেউ কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখবে তখন সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ‘তোমাদের মধ্যে থেকে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব (মতপার্থক্যের সময়) আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে মযবূতভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আর সমস্ত বিদ‘আত থেকে বিরত থাকবে। কেননা প্রত্যেকটি বিদ‘আতই নবসৃষ্টি। আর প্রত্যেকটি বিদ‘আতই গুমরাহী’![৫১]

মোদ্দাকথা, কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার পর সালাফে ছালেহীনের পথ ধরতে হবে। অর্থাৎ ছাহাবীগণের, তাবেঈগণের, তাবে তাবেঈগণের ও ইমামগণের, যাঁরা মানব জাতিকে কুরআন-সুন্নাহ্র পথ দেখিয়ে গেছেন। বর্তমানেও যারা মানব জাতিকে কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার জন্য আহ্বান করেন তাদের সাথে জামা‘আতবদ্ধ হয়ে দাওয়াতী কাজ করার মাধ্যমে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে শান্তি বয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও ইমামগণের কথার সাথে যদি কুরআন-সুন্নাহর বিরোধ দেখা দেয়, তবে বিষয়টি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে সোপর্দ করে দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ ‘অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে সেটাকে ফিরিয়ে দাও’ *(নিসা ৪/৫৯)*। সুতরাং আমরা যদি কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরি এবং ছহীহ দলীলের অনুসরণ করি তাহ’লেই মানব সমাজে শান্তি বয়ে আসবে।

---

৫০. বুখারী হা/৩৬৫০; মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৬০০১।
৫১. আবু দাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; তিরমিযী হা/২৫৭৬; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।

১০ম উপায় : রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়া

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে, তাহ'লেই মানব সমাজ ইহকালীন কল্যাণ লাভ করবে এবং পরকালীন জীবনে জান্নাতের সুখময় স্থানে বসবাস করবে ইনশাআল্লাহ। কেননা রাসূলকে আল্লাহ সর্বোত্তম আদর্শের ধারক বলে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর রয়েছে' *(কলম ৪)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*। উত্তম আদর্শ হ'ল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং শিরক-বিদ'আতমুক্ত আমল করা, রাসূলের দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ সম্পাদন করা, ছিয়াম সাধন করা, সদা সর্বদা সত্য কথা বলা, আমানতের খিয়ানত না করা, একে অপরের গীবত না করা, ভাল কাজে সহযোগিতা করা, ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম মেনে চলা, সকল অশ্লীল বেহায়াপনা কাজ থেকে বিরত থাকা, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা, বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

মাসরূক্ব (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) স্বভাবগতভাবে অশালীন ছিলেন না এবং তিনি ইচ্ছে করে কাউকে অশালীন কথা বলতেন না। তিনি বলতেন, إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا 'তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব-চরিত্র উত্তম, সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম'।[৫২] উত্তম আদর্শ হচ্ছে রাসূল যা দিয়েছেন সেটাকে আঁকড়ে ধরা এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হ'তে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, دَعُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যে পর্যন্ত না আমি তোমাদেরকে কিছু বলি। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবীদেরকে বেশি বেশি প্রশ্ন করা ও নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার জন্যই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে নিষেধ করি, তখন তা থেকে তোমরা বেঁচে থাক। আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি, তাহ'লে সাধ্য অনুসারে মেনে চল'।[৫৩]

১১তম উপায় : জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা

কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং যে সমস্ত জামা'আত কুরআন-সুন্নাহর দিকে মানব জাতিকে আহবান করে তাদের জামা'আতে সংঘবদ্ধ হয়ে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ 'তিনি তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা এই দ্বীনকে (তাওহীদকে) প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ কর না' *(শূরা ১৩)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ 'যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা বিভক্ত হ'ল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও' *(বাইয়িনাহ ৪)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদ বাহক ও ভয় প্রদর্শকরূপে নবীগণকে প্রেরণ করলেন এবং তিনি তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যেন (ঐ কিতাব) তাদের মতভেদের বিষয়গুলো সম্বন্ধে মীমাংসা করে দেয়। অথচ যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট সমাগত হওয়ার পর পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষবশতঃ তারা সে বিষয়ে বিরোধিতা করত' *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*।

তিনি আরো বলেন, 'তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির (ইসলাম) অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটা সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, ছালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল' *(রূম ৩০-৩২)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি অবগত। তোমাদের এই জাতি একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে; প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা

৫২. বুখারী হা/৬০৩৫; মিশকাত হা/৫০৭৫।

৫৩. বুখারী, হা/৭২৮৮।

নিয়েই আনন্দিত' *(মুমিনূন ৫১-৫৩)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*।

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হ'ল যে, (কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর) ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার কারণে একে অপরের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে সঠিক দ্বীনের উপর অটল থাকা যায়। আর এ কারণেই গোপনে প্রকাশ্যে সকল আমলই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে, যার মধ্যে শিরকের লেশমাত্রও থাকে না। পক্ষান্তরে (কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর) ঐক্যবদ্ধ জামা'আত থেকে পৃথক হওয়ার কারণে একে অপরের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং বান্দা অনেক কল্যাণমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকার ফল হ'ল, আল্লাহ্র রহমত অর্জন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর কৃপা অর্জন এবং ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনে সৌভাগ্যবান হওয়া। অপরপক্ষে জামা'আত থেকে পৃথিক হওয়ার পরিণাম হ'ল, আল্লাহ্র গযবে নিপতিত হওয়া, তাঁর লা'নত অর্জন, মুখমণ্ডল মলিন হওয়া। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের থেকে দায়মুক্ত।[৫৪] রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি কাজের উপর সন্তুষ্ট হন। এগুলো হ'ল, তোমাদের ইবাদত সমূহ তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করো, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না এবং তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না'।[৫৫] রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'জামা'আতবদ্ধভাবে থাকা তোমাদের উপর অপরিহার্য এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সাবধান। নিশ্চয়ই এক জনের সঙ্গী হয় শয়তান এবং সে দু'জনের থেকে দূরে থাকে। অতএব যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতকে অপরিহার্য করে নেয়'।[৫৬] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব'।[৫৭]

[চলবে]

৫৪. *শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউ ফাতাওয়া, ১/১৭।*
৫৫. *মুসলিম হা/১৭১৫।*
৫৬. *তিরমিযী হা/২১৫৬, সনদ ছহীহ।*
৫৭. *মুসনাদে ইমাম আহমাদ হা/১৮৪৭৩; ছহীহা হা/৬৬৭।*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ
ডা. শামীম আহসান
আমীর সাধুর মার্কেট
উডল্যান্ডের পূর্ব পার্শ্বে
ইপিজেড মোড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ
২২০, বংশাল (২য় তলা)
১৩৮, মাজেদ সরদার লেন
ঢাকা-১১০০। ফোন : ৯৫৬৮২৮৯।
মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
০১৭৭০-৮০০৯০০

আল-কুরআনের আলোকে জাহান্নামের বিবরণ

*বযলুর রহমান**

(শেষ কিস্তি)

জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উপায় :

জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতা, লেলিহান আগুনের তীব্রতা ও প্রখরতা অত্যন্ত কঠিন। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা একটি খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। যদি তাও না থাকে, তাহ'লে ভাল কথার মাধ্যমে হলেও (জাহান্নাম থেকে বাঁচ)।[৫৮] সুতরাং জাহান্নাম থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে এবং আমাদের নিকটাত্মীয়দের বাঁচানোর জন্যও চেষ্টা করতে হবে। জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ ও পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হ'ল :

মূলতঃ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের উপায় দু'টি। যেমন-(১) ঈমান আনা ও সৎকর্ম সম্পাদন করা (২) জাহান্নাম হ'তে আল্লাহ্র কাছে সর্বদা আশ্রয় প্রার্থনা করা।

(১) ঈমান আনা ও সৎকর্ম সম্পাদন করা :

জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার মূল কারণ হ'ল কুফুরী। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকাই জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রধান উপায়। সেক্ষেত্রে ঈমানের ছয়টি রুকনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী, اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনলাম। অতএব আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন' *(আলে-ইমরান ২/১৬)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেছেন,

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ- رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ- رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ- رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

'হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। সুতরাং তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তুমি তাকে লাঞ্ছিত করবে। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন'। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা কর, বিদূরিত কর আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আমাদেরকে মৃত্যু দাও নেককারদের সাথে। হে আমাদের রব! আর তুমি আমাদেরকে তাই প্রদান কর যার ওয়াদা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে। আর ক্বিয়ামতের দিনে তুমি আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবে না। নিশ্চয়ই তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না' *(আলে ইমরান ২/১৯১-১৯৪)*। এছাড়া অসংখ্য সৎকর্ম রয়েছে। যা সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। যেমন-

(ক) বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ :

ঈমানে মুফাছ্ছাল ও ঈমানে মুজমাল সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সকল বিষয়ের উপর দৃঢ় ঈমান ও বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ করতে হবে। যা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্যতম উপায়।

(খ) পরিশুদ্ধ নিয়ত :

নিয়ত পরিশুদ্ধ না হ'লে জীবনের উপার্জিত সকল আমল বা ইবাদতই বরবাদ হয়ে যাবে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বিশ্ব মানবতার প্রত্যেক কাজ তার অন্তরে পরিকল্পিত চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই মানুষের সকল কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[৫৯] সুতরাং একনিষ্ঠচিত্তে ও নিবিষ্ট মনে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণই হবে বিশুদ্ধ নিয়তের মৌলিক দাবী।

(গ) শিরক না করা :

শিরক একটি জঘন্য অপরাধ। যা খালেছ তওবা ব্যতীত আল্লাহ ক্ষমা করেন না। এর মাধ্যমে জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হ'তে হয়। সুতরাং শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করবে তার উপর জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম হবে তার চূড়ান্ত ঠিকানা। আর সেদিন যালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(মায়েদা ৫/৭২)*।

(ঘ) বিদ'আত পরিহার করা :

বিদ'আত আমল বিধ্বংসী এমন একটি অস্ত্র যার মাধ্যমে জাহান্নামের পথ সুগম হয়। মানুষ দ্রুত জান্নাতের রাস্তা থেকে দূরে সরে যায়। ক্বিয়ামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং বিদ'আত পরিহার করতে হবে এবং সুন্নাতের সনিষ্ঠ অনুসারী হ'তে

* ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৮. ছহীহ বুখারী হা/১৪১৩, হা/১৪১৭; ইবনু হিব্বান হা/৭৩৭৪।

৫৯. ছহীহ বুখারী হা/১, ৬৬৮৯; মুসলিম হা/৫০৩৬।

হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ 'অতঃপর সকল নতুন আবিষ্কৃত বস্তুই নিকৃষ্ট এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামী'।[৬০] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, অতঃপর (তাদের আনুগত্য না করে) তোমাদের আমলসমূহকে বিনষ্ট কর না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। সুতরাং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর বিদ'আতকে সর্বদা পরিহার করতে হবে।

(ঙ) ফরয ইবাদতগুলি যথাযথভাবে আদায় করা :

মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দার উপর যে সমস্ত ইবাদত ফরয করা হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে আদায় করা জাহান্নাম থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়। ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ প্রভৃতি। যেমন- ছালাত আদায় করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ 'অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের ছালাত বিনয়-নম্রতা সহকারে আদায় করে' *(মু'মিনূন ২৩/১-২)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেছেন, وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ '(তারাও সফলকাম) যারা তাদের ছালাতসমূহের হেফাযত করে' *(মুমিনূন ২৩/৯)*। ছিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ. 'ছিয়াম আল্লাহ্র আযাব হ'তে পরিত্রাণের ঢালস্বরূপ, তোমাদের কারো যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়'।[৬১]

ইবাদত হবে সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে করবে যেন (মনে করবে) তুমি তাকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তাহ'লে (অন্তত এতটুকু বিশ্বাস রাখবে যে) নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন'।[৬২]

(চ) অধিক পরিমাণ নফল ইবাদত করা :

আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের জন্য ফরয ইবাদত সমূহ প্রতিপালন করা আবশ্যক। পাশাপাশি সুন্নাত ও নফল ইবাদত সমূহ ও একজন মুসলিমকে আল্লাহ্র অধিক নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত করে। তাছাড়া ক্বিয়ামতের দিন যখন আমলনামা হালকা হবে তখন নফল ইবাদত দিয়ে তা পূর্ণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتى يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتى يَمْشِى بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

'আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিলের চেষ্টায় থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে, চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। তখন সে যদি আমার কাছে কিছু চায় তখন অবশ্যই আমি তাকে দান করে থাকি। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিয়ে থাকি। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার বেঁচে থাকাকে অপসন্দ করি'।[৬৩]

বান্দা মৃত্যুকে অপসন্দ করে অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ- ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً- فَادْخُلِي فِي عِبَادِي- وَادْخُلِي جَنَّتِي- 'হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি চলে এসো তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির দিকে সন্তুষ্ট চিত্তে। অতঃপর আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর এবং প্রবেশ কর জান্নাতে' *(ফজর ৮৯/২৭-৩০)*।

(ছ) অধিক পরিমাণ দান করা :

দান ও ছাদাক্বার মাধ্যমে আত্মা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে তার নিকটবর্তী হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যকারীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয় এবং জান্নাতের পথ সুগম হয়। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে

---

৬০. নাসাঈ হা/১৫৭৮; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৮৫; ছহীহুল জামে' হা/১৩৫৩।
৬১. ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৯; নাসাঈ হা/২২৩০-২২৩১; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৭৯।
৬২. বুখারী হা/৫০ ও ৪৭৭৭; মুসলিম হা/১০২, ১০৬ ও ১০৮; আবুদাঊদ হা/৪৬৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৬৩-৬৪; তিরমিযী হা/২৬১০; নাসাঈ হা/৪৯৯০-৪৯৯১; মিশকাত হা/২।
৬৩. ছহীহ বুখারী হা/৬৫০২, 'বিনয়ী হওয়া' অনুচ্ছেদ-৩৮।

দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট এবং যদি গোপনে দান কর এবং দরিদ্রদেরকে প্রদান কর তবে তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর। আর এর দ্বারা তিনি তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দেন। বস্তুতঃ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ যথাযথভাবে খবর রাখেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْراً عَظِيْماً 'তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না। তবে যে ব্যক্তি ছাদাক্বা করে, সৎকর্ম করে, মানুষের মাঝে পরস্পরে সত্য মীমাংসা করে এবং যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য এরূপ করে সে ব্যতীত। আমি তাকে এর জন্য মহা পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।

দানের গুরুত্ব বর্ণনায় নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

'যেদিন আল্লাহ্র বিশেষ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করেছে (৩) এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে (৪) এমন দু'জন ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসে একত্রিত হয় এবং পৃথক হয় (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী ও অভিজাত নারী আহ্বান করে, তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (৬) এমন ব্যক্তি যে গোপনে ছাদাক্বা করে কিন্তু তার বাম হাত জানতে পারে না যে তার ডান হাত কি ব্যয় করে (৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুধারা প্রবাহিত করে।[৬৪] অন্যত্র ছাদাক্বা প্রদানকারীকে জান্নাতের অধিবাসী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৬৫]

(২) জাহান্নাম হ'তে আল্লাহ্র কাছে সর্বদা আশ্রয় প্রার্থনা করা :

জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতকে কতিপয় দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন। যেসব দো'আ নিয়মিত পাঠের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দো'আগুলো হ'ল :

(١) اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ وَأَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ-

(১) 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও'।[৬৬] উল্লেখ্য, উক্ত দো'আ তিনবার পাঠ করার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে জাহান্নাম তার জন্য সেখান থেকে মুক্তির জন্য সুফারিশ করবে।[৬৭]

(٢) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

(২) 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও'।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবসময় এই দো'আ পাঠ করতেন।[৬৮]

(٣) اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ-

(৩) 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে, কবরের আযাব হ'তে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হ'তে এবং দাজ্জালের ফিতনা হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের পর এই দো'আ পাঠ করতেন।[৬৯]

(٤) اَللّٰهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ-

(৪) 'হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে, তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার আযাব বা শাস্তি হ'তে, আমি তোমার মাধ্যমে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার প্রশংসা ও গুণগান করার ক্ষমতা রাখি না। সুতরাং তোমার প্রশংসা তেমনই যেমন তুমি তোমার প্রশংসা করেছ'।[৭০]

---

৬৪. *ছহীহ বুখারী হা/৬৬০, অনুচ্ছেদ-৩৬, অধ্যায়-১০; ছহীহ মুসলিম হা/২৪২৭; তিরমিযী হা/২৩৯১।*

৬৫. *ছহীহ মুসলিম হা/৭৩৮৬, অধ্যায়-৫৪, অনুচ্ছেদ-১৭; মিশকাত হা/৪৯৬০, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ' অধ্যায়-১৫, অনুচ্ছেদ-২।*

৬৬. *তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭৮।*

৬৭. *ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪০; তিরমিযী হা/২৫৭২; নাসাঈ হা/৫৫২১; মিশকাত হা/২৪৭৮; ছহীহুল জামে' হা/৬২৭৫। হাদীছ ছহীহ।*

৬৮. *বুখারী হা/৪৫২২ ও ৬৩৮৯; বাক্বারাহ ২/২০১; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৮৭, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।*

৬৯. *ছহীহ মুসলিম হা/১৩৫৪, 'ছালাতে যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়' অনুচ্ছেদ-২৬; আবুদাঊদ হা/৯৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৯০৯; মিশকাত হা/৯৪০, 'তাশাহ্হুদে পঠিতব্য দো'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।*

৭০. *ছহীহ মুসলিম হা/১১১৮, 'ছালাত' অধ্যায়-৫, 'রুকূ ও সিজদায় যা বলতে হয়' অনুচ্ছেদ-৪২; আবুদাঊদ হা/১৪২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪১; নাসাঈ হা/১১০০; মিশকাত হা/৮৯৩, 'ছালাত' অধ্যায়-১৩, 'সিজদাহ এবং তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১।*

(٥) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا-

(৫) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন। মূলতঃ তার শাস্তিতো শুধুমাত্র ধ্বংস' *(ফুরক্বান ২৫/৬৫)*।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَفَانِى وَآوَانِى وَأَطْعَمَنِى وَسَقَانِى وَالَّذِى مَنَّ عَلَىَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِى أَعْطَانِى فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيكَهُ وَإِلَهَ كُلِّ شَىْءٍ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ-

(৬) 'যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাকে সকল বিপদ-মুছীবত থেকে রক্ষা করেছেন, বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, পানাহারের ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর সেই সত্তার প্রশংসা যিনি আমার প্রতি যখন অনুগ্রহ করেছেন, তখন যথেষ্ট পরিমাণে করেছেন। আর যখন আমাকে কোন কিছু দান করেন, তখনও যথেষ্ট পরিমাণে দান করেন। তাই সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। হে আল্লাহ! তুমিই সব কিছুর প্রভু, সকল কিছুর রাজত্ব তোমারই এবং তুমিই সবকিছুর ইলাহ। সুতরাং আমি তোমার নিকটে জাহান্নামের শাস্তি হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৭১]

৭১. *আবুদাঊদ হা/৫০৬০; মিশকাত হা/২৪১০; মুসনাদে আহমাদ হা/৫৯৮৩; ইবনু হিব্বান হা/৫৫৩৮; মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৫৭৫৮। হাদীছ ছহীহ।*

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। মানুষের উচিত তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাঁর নিকটেই মনের আকুলি-বিকুলি প্রকাশ করা। যারা আল্লাহ্‌র নিকটে নিজেকে সপে দিয়ে দুনিয়াবী জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালনা করবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অনন্য ও চিরন্তন নে'মত সমৃদ্ধ জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। পক্ষান্তরে যারা তাঁর আনুগত্য ও রাসূলের ভালবাসার নামে বিভিন্ন মাযহাব, মতবাদ বা ইযমের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে এবং যঈফ ও জাল হাদীছ ভিত্তিক আমল করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তৈরী করে রেখেছেন। হে আল্লাহ! তুমি রহীম ও রহমান, তুমি গফুর ও গাফফার, তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নেই। সুতরাং আমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দিয়ে আমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী কর- আমীন!!

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মাসিক আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ

এতদ্বারা মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্মানিত গ্রাহকদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, নিয়মিত প্রকাশনার ১৬ বছর পেরিয়ে আপনাদের প্রিয় আত-তাহরীক আগামী অক্টোবর'১৩ মাসে ১৭তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।* এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আমরা পাঠকদের সামর্থ্যের বিষয়টি মাথায় রেখেই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করেছি। কিন্তু পত্রিকার সার্বিক খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদেরকে মূল্য বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। কারণ কাগজ, কালি, ছাপা, বাঁধাই ও ফিল্ম খরচ বেড়েছে অনেকগুণ। ডাক মাশুলও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে **'আত-তাহরীক'** সংরক্ষণের সুবিধার্থে আগামী অক্টোবর'১৩ থেকে সাদা কাগজে ছাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে পত্রিকার সার্বিক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাহক চাঁদা বাড়াতে হচ্ছে।

নতুন বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	৩০০/= (ষাণ্মাসিক ১৬০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৪৫০/=	৮০০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৮০০/=	১১৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	২১০০/=	১৪৫০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২৪৫০/=	১৮০০/=

টাকা পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর

মাসিক **আত-তাহরীক**, ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন : ৮৮-০৭২১-৮৬১৩৬৫, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)।

হক-এর পথে যত বাধা

আক্বীদার কারণে শত্রুতে পরিণত হওয়া আপন ভাইও শেষ পর্যন্ত হকের দিশা পেলেন...

আমার নাম কাযী এ.এম ইউসুফ জাহান। পিতা ডাঃ কাজী ওলিউর রহমান। সাতক্ষীরা যেলার কালিগঞ্জ থানার মৌতলা গ্রামে আমার পৈত্রিক বাড়ি। ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম তথাকথিত ধার্মিক বা ধর্মপরায়ণ। 'তথাকথিত' এই কারণে যে আমি ইসলাম হিসাবে যে ধর্ম পালন করতাম সে ধর্মের অন্যতম গুরু আমার মাতামহ ও প্রমাতামহ অত্র এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় কামিল পীর ছাহেব (বিশেষ করে প্রমাতামহের প্রসিদ্ধি ছিল ব্যাপক)। স্বাভাবিকভাবেই আমার এবং আমার সমাজের মানুষের বিশ্বাস ছিল পূর্ববর্তী যে সকল পীরগণ ইন্তি কাল করেছেন তাঁরা কবরে জীবিত। কারণ আল্লাহ্র অলীগণ মরেন না। সুতরাং তারা কবরে মানুষের ডাক শুনতে পান ও বিপদ-আপদে সাহায্যের ক্ষমতা রাখেন। সে কারণে আমাদের অধিকাংশ ইবাদত কবুলের ওয়াসীলা ছিল পীর ও মাযার কেন্দ্রিক। সেখানে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় ওরসের। জ্বালানো হয় হরেক রকমের প্রদীপ। মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য মাযারে গিয়েই দো'আ করা হয়। মাযারে রক্ষিত তাবারক যা দেওয়া হয় সেটি যে কোন রোগ, বালা-মুছীবত অথবা যেকোন মনের আশা পূর্ণ হওয়ার নিয়তে ভক্ষণ করলে তা পূরণ হয় প্রভৃতি। অথচ রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ইহুদী ও নাছারা (খৃষ্টান)-দের প্রতি লা'নত করুন, যারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করে নিয়েছে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৭১২)*। যে নবী করীম (ছাঃ) নিজের উপর অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ না করে প্রাণখুলে তাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতেন অথচ সেই কোমল অন্তরের দয়ালু নবী সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আমার কওমের বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিশাপ দিলেন!

এবার আসি তা'বীযের রমরমা ব্যবসা সম্পর্কে। আমার মনে পড়ছে আমি নিজেও নানাজানের তা'বীয ব্যবসার সহায়তা স্বরূপ বহু তা'বীয লিখে দিয়েছি। বহু মানুষকে নানাজানের কাছে আসতে দেখেছি যারা আসত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির তা'বীয নিতে। এছাড়া রোগ-বালাই, আপদ-বিপদ, বালা-মুছীবত থেকে মুক্তির তা'বীয, বদনা চালা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের আগাম প্রশ্ন জেনে নেওয়া, আরো কত কি! মনে পড়ে আমার গলায়, হাতে, কোমরে নানাজানের দেয়া কত মাদুলি-তা'বীয শোভা পেত! গত ৬ই রামাযান ২০১২ ঈসায়ী নানাজানের মৃত্যুর পর আমার তিন মামা জোরদারভাবে তা'বীযের ব্যবসা শুরু করেছেন। তাঁদের এ সিলসিলা হয়তবা কিয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তিন মামার মধ্যে এক মামা অনেক বড় মাপের আলেম ও মসজিদের খত্বীব হওয়া সত্ত্বেও তিনি পৈতৃক সূত্রে পাওয়া বিনা পুঁজির ব্যবসাটিকে ধরে রেখেছেন। অথচ এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য (পার্থিব মূল্য) গ্রহণ করে, অবশ্যই তারা স্ব-স্ব উদরে আগুন ছাড়া অন্য কিছু ঢুকায় না। কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেন না। তাদের জন্য প্রস্তুত আছে যন্ত্রণাদায়ক মহাশাস্তি' *(বাক্বারাহ ২/১৭৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তা'বীয ঝুলালো সে শিরক করল' *(মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৮৮৪, সনদ ছহীহ)*। অথচ শিরকের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আমরা কে না অবগত? এছাড়া ইবাদতের নামে তারা চালাচ্ছে যত সব মনগড়া মতবাদ। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বিদ'আতকে আশ্রয়দানকারীর প্রতি আল্লাহ, রাসূল ও সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ' *(বুখারী, হা/৭৩০৬; মুসলিম, হা/৫২৪১)*। এজন্যই আমি আমাকে 'তথাকথিত ধার্মিক' বলে পরিচয় দিয়েছি।

যেভাবে পেলাম মুক্তির পথ : বহুকাল পূর্বে নিজ যেলা সাতক্ষীরায় এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আমীরে জামাআত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সর্বপ্রথম প্রকাশিত ছোট আকারের 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি। বলতে দ্বিধা নেই সেদিন খুব মানসিক অস্বস্তির সাথে গ্রহণ করেছিলাম বইটি। কারণ পূর্বেকার ধারণা অনুযায়ী আহলেহাদীছকে মনে করতাম ইসলাম বহির্ভূত একটি ভ্রান্ত ফিরকা। আর আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে আমার পীরালী বংশের লোকজন প্রকাশ্যভাবে যে তীব্র বিষোদগার ও নেতিবাচক মন্তব্য করতেন তা আজ কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। যাই হোক আমি ছিলাম বইয়ের পোকা। বই যেহেতু একটা পেয়েছি পড়তে তো আর দোষ নেই। শুরু করলাম পড়তে। কিন্তু হায় যতদূর পড়লাম গোমরাহ (?) ড. গালিব যে আমাদের বিরুদ্ধেই সব লিখেছেন। গোঁড়ামির শীর্ষচূড়ায় বসে থেকে সেদিন অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম যে, তিনি আসলে আমাদের বিরুদ্ধে লেখেননি, বরং লিখেছেন ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে, ইবাদতের নামে বিদ'আতের বিরুদ্ধে, ইসলামের নামে প্রচলিত যতসব জাহেলী কর্মের বিরুদ্ধে, কলুষময় মিথ্যা ও বানোয়াট মতবাদের বিরুদ্ধে।

বিভ্রান্ত ড. গালিব (?) : আমীরে জামা'আত-এর 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের সশব্দে আমীন বলা, বুকে হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদাইন, মোনাজাত প্রসঙ্গ, মৃত্যুর পর প্রচলিত বিদ'আত প্রভৃতি আলোচনাগুলো আমাকে সাংঘাতিকভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। কারণ আমার সমাজে এর সম্পূর্ণ বিপরীতটাই প্রচলিত ছিল। তবে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম এজন্য যে তিনি যা কিছু লিখেছিলেন তার প্রমাণে গ্রহণযোগ্য কিতাবের উৎসগুলো ফুটনোটে উল্লেখ করেছেন। যদিও মনে করেছিলাম চালাকি করার জন্যই বুঝি তিনি এসব

উল্লেখ করেছেন। আসলে মূল হাদীছে এসবের কিছুই পাওয়া যাবে না। তারপরও ফুটনোটগুলো মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার মনজুড়ে তখন চিন্তা ছিল একটাই যে ড. গালিব আমাদের মাযহাবের শত্রু। অতএব তিনি ইসলামের শত্রু, বিভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্র কাছে কায়মনোবাক্যে দো'আ করি আল্লাহ তুমি আমাকে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞান দান কর। তোমার প্রবর্তিত সঠিক ইসলাম আমাকে বুঝার ও মানার তাওফীক দান কর এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ও মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে (ড. গালিব) তাদের সমুচিত জবাব দিতে আমাকে সাহায্য কর।

নিরাপদ দূরত্বে ছালাতুর রাসূল : যেহেতু 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর প্রায় সব অংশই আমার এত বড় মাযহাবের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে, সুতরাং এটা পড়লে আমার পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আমার ওপর বড় পীর ছাহেব হুজুরদের অভিশাপ নেমে আসবে। এসব কত শত চিন্তা মাথায় ঘুরতে লাগল। বইটি একবার পুড়িয়ে ফেলা কিংবা নষ্ট করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেও সেটি করিনি। কারণ এ বইয়ের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে বিস্তর পড়াশুনা করে।

কা'বার ভিডিও ফুটেজ : বেশ কিছুকাল পর কা'বাগৃহে ছালাত আদায়ের একটি ভিডিও ফুটেজ দেখার সুযোগ হয়। এরপর সঊদী চ্যানেল থেকে কা'বার সরাসরি সম্প্রচারিত ছালাত দেখে আঁতকে উঠি। ওহ! সেখানকার ইমাম ও মুক্তাদীরা ঠিক সেভাবে ছালাত পড়ছে, যেভাবে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। তারাও আহলেহাদীছদের মত বুকে হাত বাঁধছে, রাফউল ইয়াদাইন করছে, ছালাতে জোরে আমীন বলছে!! মনের মধ্যে হাযারও প্রশ্নের ভিড়ে এবার সত্যিই দিশেহারা বোধ করতে লাগলাম। এরই মধ্যে এইচ.এস.সির রেজাল্ট হ'ল। উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হলাম ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগারে নিয়মিত যাতায়াত শুরু হ'ল। সেখানে বুখারী অধ্যয়ন করতে গিয়ে তো অবাক। 'কিতাবুছ ছালাত' অধ্যায়টি যেন হুবহু ড. গালিব ছাহেবের 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'। বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হ'লে গ্রামে গিয়ে আমার সমাজের একজন বড় ইমামের সাথে কা'বার ছালাত ও ড. গালিবের 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন ওরা সব অন্য মাযহাবের লোক, আমরাই ঠিক আছি, বড় মাযহাব হ'ল হানাফী মাযহাব ইত্যাদি। কিন্তু আমার মন সেদিন ভিন্ন চিন্তায় অগ্রসর হ'তে চলল। ভাবলাম আল্লাহ্র রাসূল যে দেশে এসেছেন, যে ভাষায় কথা বলেছেন, সে ভাষায়ই কুরআন নাযিল হয়েছে, যে দু'টি সম্মানিত মসজিদকে কেন্দ্র করে ছিল রাসূলের যাবতীয় কর্মকাণ্ড; সেই দেশের মানুষ, সেই ভাষাভাষী মানুষ, সেই মসজিদ দু'টির ইমাম ও মুছল্লীদের চেয়ে কুরআন হাদীছের অধিক কাছাকাছি অন্য কারো তো হবার কথা নয়। অতএব তারা যে পদ্ধতি (মাযহাব) অনুসরণ করছে সেই পদ্ধতিই (মাযহাব) অনুসরণ করা উচিত। সেটিই ছিল আমার তাৎক্ষণাৎ চিন্তা।

পরিবর্তন শুরু : শীঘ্রই আমার মধ্যে পরিবর্তন শুরু হ'ল। আমি বুঝতে পারলাম কুরআন ও ছহীহ হাদীছই মূলত আল্লাহর অহী। এই অহীই সত্যের একমাত্র মানদণ্ড; কোন পীর বা ইমাম নয়। আলহামদুলিল্লাহ এ সত্য বুঝতে পারার পর তা গ্রহণ করতে আমি আর দেরী করিনি। আমার অন্তরটা দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ যেন আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম। সাথে সাথে সদ্য খুঁজে পাওয়া সত্যের এই আলোকদ্যুতিকে সমাজের বুকে ছড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। শুরু করলাম প্রকাশ্যেই ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায়। মানুষকে স্বাধীনভাবে দাওয়াত দিতে লাগলাম। ছোটবেলা থেকে স্বাধীনচেতা পরিবেশে বেড়ে উঠেছি, তাই কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ ও ভয়-ভীতি এ কাজে আমাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি। হঠাৎ করেই চারপাশে আমার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করল। আমি কামিল পীর পরিবারের ভদ্র মেধাবী সন্তান। ক্লাসে প্রথম হ'তাম। তাই আমাকে নিয়ে সবার বাড়তি মাথা ব্যথা শুরু হ'ল। আমাকে বলা হ'ল তোমার নানাজানরা বড় বড় অলী-আওলিয়া। আমরা তাদের অনুসরণ করি। তাছাড়া সমাজের লক্ষ-কোটি মানুষ কি ভুল করছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের বক্তব্যের জবাবে সূরা আ'রাফের এই আয়াতটি বলেছিলাম 'তোমরা অনুসরণ কর তা-ই যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অলী-আওলিয়ার অনুসরণ কর না। তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ কর' *(আ'রাফ ৩)*।

কিন্তু অচিরেই আমি মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হই। সমাজের মানুষের বিভিন্নমুখী যুক্তি আমাকে প্রতারিত করল। এমনকি আমার মত আক্বীদা পরিবর্তনকারী একজনকে এজন্য মসজিদের মধ্যে প্রচুর মারপিটও করা হ'ল। ফলে আমি আবার পূর্বের জাহেলিয়াতে ফিরে যাই। কিন্তু মনে শান্তি পাই না। পড়াশুনা অব্যাহত রাখি। একবার এক ইসলামী জলসায় মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী ছাহেবের সাথে পরিচয় হ'ল। শুনলাম তিনি ড. গালিবের খুব স্নেহধন্য মানুষ। দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে কথা হ'ল। তাঁকে বললাম, আমার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমীর ছাহেবের সাথে একটু কথা বলতে।

আমীরে জামাআতের সাথে রুদ্ধশ্বাস বৈঠক : সেদিন ঢাকায় ছিলাম। হঠাৎ শায়খ আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী ফোন করলেন। জানালেন আমীর জামা'আত একটি প্রোগ্রামে ঢাকা এসেছেন, আমি যেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন মোহাম্মাদপুরে আমীরে জামা'আত তাঁর এক শুভাকাঙ্খীর বাসায় অবস্থান করছিলেন। আমি ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফিরতে অনেক দেরী হ'ল। অবশেষে আমীরে জামা'আতের অবস্থানস্থলে পৌঁছলাম সন্ধ্যার কিছু পূর্বে। ভিতরে ঢুকে

সালাম বিনিময় হ'ল। আমাকে দেখেই আমীরে জামা'আত বললেন, তুমিই কি ইউসুফ? তারপর পাশে বসালেন এবং স্বস্নেহে আতর মাখিয়ে দিলেন। আমার আসতে এত দেরী হ'ল কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কিছুই বললেন না। সার্বিক খোঁজ-খবর নেয়ার পর তিনি আমাকে উদ্দেশ্যে করে ৩টি কথা বললেন– (১) বল, তুমি দুনিয়া চাও না আখিরাত? (২) জেনে রেখ! ভীরু ও কাপুরুষের জন্য জান্নাত নয়, (৩) আমাদের অনুসরণ করতে হবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তথা অহী-র বিধান। যত মুছীবতই আসুক হকের উপর অটল থাকতে হবে। এছাড়াও পড়াশোনার ব্যাপারেও কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। দিলেন ধৈর্যের উপদেশ। সাক্ষাতের পর আমি অনুভব করলাম, এমন একজন মহানুভব সুন্নাতের পাবন্দ মানুষ আমি আর কখনও দেখিনি। আমি তাঁর ছাত্রেরও ছাত্রের বয়সী এবং বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা-অভিজ্ঞতা সবদিক থেকে অতীব নগণ্য; তবুও তিনি যেভাবে আমাকে মূল্যায়ন করলেন তা অবিশ্বাস্য। তাঁর পিতৃসুলভ অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে আমার অন্তর মুগ্ধতায় ভরে গেল। তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা প্রবীণ অধ্যাপক, তা আমাকে বুঝতেই দেননি। সত্যিই ছহীহ শুদ্ধ আসমানী জ্ঞান ও আল্লাহ্র খাছ মদদ ব্যতীত এমন মহৎ চরিত্রের মানুষ হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

পরিপূর্ণ ছহীহ আক্বীদায় প্রত্যাবর্তন : আমীরে জামা'আতের সাথে স্বল্প সময়ের অবস্থান কিন্তু তাঁর ব্যাপকার্থক বক্তব্যগুলো আমার ভেতর খুব রেখাপাত করল। মনের গহীনে অনির্বচনীয় আন্দোলন শুরু হ'ল। তাঁর তথ্যনির্ভর, যৌক্তিক ও বাস্তবধর্মী নির্দেশিকার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমার ঈমান বহুগুণে বাড়িয়ে দিলেন, তা অনুভব করতে পারলাম। আরো ব্যাপকভাবে গবেষণা ও অধ্যয়ন শুরু করলাম। যতই কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অধ্যয়ন করি ততই আহলেহাদীছ আক্বীদার সাথে এর মেলবন্ধন খুঁজে পাই। অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, এবার যতই ঘাত-প্রতিঘাত, যুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন আর অপমান আসুক না কেন, এই সত্য শাশ্বত পথ থেকে আমি আর এক চুলও সরে যাব না।

গ্রামবাসী ও পরিবারের বিরোধিতা : পুনরায় মুখোমুখি হ'তে হ'ল নিজ পরিবারের চরম বিরোধিতার। আপন বড় ভাই (বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত) হয়ে গেলেন আমার অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ। তার যত আক্রোশ ড. গালিবের বিরুদ্ধে। তার ধারণা ড. গালিব মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ফেলছেন, মসজিদ পর্যন্ত 'আহলেহাদীছ' নামকরণ করে সমাজকে বিভক্ত করে ফেলছেন, আহলেহাদীছ একটি ভ্রান্ত ফিরকা প্রভৃতি। গ্রামের মানুষও বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্যসহ চরম অপমানসূচক উক্তি বর্ষণ করা শুরু করল। অপরের মন্ত ব্যগুলো সহ্য করতে পারলেও নিজের আপনজনদের বিশেষত বড় ভাইয়ের বক্তব্যগুলো হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটাতে লাগল। তবে আল্লাহ আমার ধৈর্যের মাত্রাও বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। ফলে কখনও বদদো'আ করিনি, বরং সর্বান্তকরণে তাদের জন্য দো'আ করতাম আর বলতাম, হে আল্লাহ! আমার পরিবার ও কওমের মানুষগুলো ভ্রান্ত পথকে সঠিক মনে করে জাহান্নামী হ'তে চলেছে, তুমি তাদের হেদায়াত কর।

বড় ভাইয়ের সুপথে ফেরা : মনের গহীনে দীর্ঘদিন ব্যথা বহন করে চলেছি। কারণ বড় ভাইয়ের সাথে একমাত্র বিরোধ দ্বীন নিয়ে অন্য কিছু নিয়ে নয়। সবসময় তার জন্য মনেপ্রাণে দো'আ করতাম। অবশেষে আল্লাহ্র অশেষ রহমতে সেই কাংখিত দিনটি এল। ২০১২ সালের কোন একদিন হঠাৎ বড় ভাইয়ের ফোন, 'ইউসুফ! ছালাতে বুকে হাতটা কিভাবে বাঁধতে হবে? আমরা যেভাবে মীলাদে কিয়াম করার সময় হাত বাঁধি সেভাবে?' বিস্ময়ে আনন্দে আমার মনটা ভরপুর হয়ে উঠল। সেদিনের সেই অনুভূতি কাউকে বলে বুঝাতে পারবো না। তার কথা বলার ধরন ও প্রশ্ন শুনে নিশ্চিত বুঝেছিলাম, এই সুর ও প্রশ্ন তাঁকে সুপথে ফেরার নিশ্চিত সংকেত বহন করছে। আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ওভাবে হাত বাঁধতে হবে আর মীলাদ চিরতরে ছাড়তে হবে। এরপর বড় ভাইকে বুখারী-মুসলিম সহ সকল হাদীছের গ্রন্থ পড়ার আহ্বান জানালাম। তিনি গুরুত্বপূর্ণ তাফসীরসহ সকল হাদীছের গ্রন্থ কিনে ফেললেন। এরপর ঐ বছরই সিদ্ধান্ত নিলেন হজ্জব্রত পালন করবেন। কিন্তু পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণ আমীরে জামা'আত ড. গালিবের নির্দেশনা অনুসারে অর্থাৎ ছহীহ হাদীছ অনুসারে। কারণ তিনি ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছেন আমীরে জামা'আত এবং ছহীহ হাদীছের অনুসরণ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আল্লাহ তাঁর সে আশা পূরণ করলেন। হজ্জ করলেন এবং সেখান থেকেও মূল্যবান কিতাবপত্র ক্রয় করেছেন। আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা যে, তিনি আজ ছহীহ পথের একজন নিবেদিতপ্রাণ দাঈ, যিনি ছিলেন ইতিপূর্বে অন্যতম প্রধান বিরোধী। আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন।

মানুষের মাঝে সাড়া : সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যে আমি ও আমার পরিবার (যারা আল্লাহ্র অশেষ রহমতে একে একে সকলেই ছহীহ পথ গ্রহণ করেছে) এবং সঙ্গী-সাথীরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি যৎসামান্য জ্ঞান নিয়ে আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করতে। যদিও জানি আমাদের এ প্রয়াস মহাসমুদ্রের মধ্যকার এক ফোঁটা জলবিন্দুর চেয়েও কম পরিমাণ। তবুও তো এক ফোঁটা! আর আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও মহান আল্লাহ যাঁর জন্যই এই প্রচেষ্টা, তাঁর তো কোন সীমাবদ্ধতা নেই। অতএব তিনি আমাদের ক্ষুদ্রবিন্দুসম প্রয়াসকে আপন রহমত ঢেলে সিন্ধুতে পরিণত করে দিতে পারেন। এ বিশ্বাস আমাদের অন্তর জুড়ে বহমান। আজ খুব খুশী লাগে যখন দেখি দেশের সর্বত্র পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। আর সে পরিবর্তনের ঢেউয়ে নিরন্তর শক্তিমান বায়ুপ্রবাহের যোগান দিয়ে চলেছেন আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও তাঁর

নেতৃত্বাধীন আহলেহাদীছ আন্দোলন। তাদের অব্যাহত সংগ্রামের বরকতে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও যাবতীয় গোঁড়ামির অর্গল ছিন্ন করে আজ সত্য সঠিক অবিকৃত ও বিশুদ্ধ ইসলামের স্পর্শ আমরা পেয়েছি। এটাই তো সেই ইসলাম যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করেছেন। এটাই তো সেই ইসলাম যে, ইসলাম আমাদের নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের রক্তের উপর বিজয়লাভ করেছে। কুরআনের আয়াতটিকে আজ খুব আবেগ দিয়ে অনুভব করি, 'মিথ্যা পরাজিত হয়েছে মিথ্যা নিশ্চয়ই মিথ্যা পরাজিত হওয়ার যোগ্য *(বনী ইসরাঈল ৮১)*'। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

শেষ কথা : পরিশেষে একটি প্রবাদ বাক্যকে সামনে রেখে বলতে চাই 'গোঁয়ালের কাছের ঘাস গরু খায় না' আজ বিকৃত ইসলাম থেকে ফিরে এসে বুঝতে পারছি কি অমূল্য রত্নের সন্ধান আমি পেয়েছি। আজ মনে হয় এটাই বুঝি দুনিয়ার জান্নাত। অথচ অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, যারা পৈতৃক সূত্রে আহলেহাদীছ তারা আজ এর মর্যাদা হয়তো অনেকেই অনুধাবন করতে পারছেন না। কারণ আমাদের মত এত ত্যাগ স্বীকার তাদের করতে হয়নি। আর 'ফ্রি' কোন জিনিসের কদর একটু কম দিয়ে থাকে মানুষ। যদিও গবেষণায় দেখা যায় যে, সকল জিনিস আল্লাহ 'ফ্রি' দিয়েছেন, সেগুলো অমূল্য সম্পদ। যা ক্রয় করার সাধ্য মানুষের নেই অথচ তা অপরিহার্য। যেমন অক্সিজেন, পানি, আলো, বাতাস প্রভৃতি। আমি অনেক আহলেহাদীছ ভাইকে জানি, যারা ছালাতে বুকে হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদাইন করা এবং জোরে আমীন বলাই যেন ছহীহ হাদীছের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ বলে আত্মতুষ্টি লাভ করেন। তারা বেমা'লুম ভুলে যান ছালাতের ক্ষেত্রে যেমন ছহীহ হাদীছ অনুসরণ করছেন ঠিক তেমনি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছের অনুপ্রবেশ ঘটানো যরূরী। তা না পারলে আহলেহাদীছ দাবী না করে 'আহলে ছহীহ ছালাত' (শুধু ছহীহ ছালাতের অনুসারী) দাবী করাই যুক্তিপূর্ণ। কারণ ইসলাম তো আর অন্য কোন ধর্মের মত নিছক কতকগুলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি মহান স্রষ্টা প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। সঙ্গত কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২০৭-২০৮)*। এ আয়াতের দাবী শুধু ছালাতে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ছহীহ হাদীছের অনুসরণের নামই পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ ও শয়তানের সঙ্গ ত্যাগ করা। এবার আমার প্রাক্তন সমাজের উদ্দেশ্যে অল্প কথায় বলতে চাচ্ছি– আজ আমাদেরকে (যারা ছহীহ পথের অনুসরণ করছি) আপনারা বিভ্রান্ত, মিথ্যাবাদীসহ নানা নেতিবাচক মন্তব্য করছেন, আপনাদের প্রতি আমাদের আকুল আহ্বান, আসুন দেখুন আমরা দলীলসহ আল্লাহ্র পথে চলছি। আপনারা যদি আপনাদের দাবী মোতাবেক সত্যের অনুসারীই হয়ে থাকেন, তাহ'লে আল্লাহ্র ভাষায় বলতে চাই- 'আপনারা সত্যবাদী হ'লে প্রমাণ নিয়ে আসুন' *(নামল ৬৪)*। না হ'লে শৃগালের ন্যায় ফাঁকা আওয়াজের কোন মূল্য জঙ্গলের পশুদের কাছে থাকলেও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছে থাকার অবকাশ নেই। প্রাণীর ডাক জঙ্গলে সুন্দর সভ্য জগতে নয়। আজ যারা আমাদেরকে মিথ্যাবাদী বিভ্রান্ত বলছেন এতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, হ'লেও দুনিয়ার বিচারে তা যৎসামান্য। কিন্তু প্রমাণবিহিন এসব ফাঁকাবুলির কাফফারা স্বরূপ কাল বিচার দিবসে কি কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হ'তে হবে তা একবার চিন্তা করুন। মহান আল্লাহ বলেন, 'জাহান্নামের দ্বাররক্ষীগণ যখন বলবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী যায়নি? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদের মিথ্যাবাদী বলেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ এসব কিছুই নাযিল করেননি, তোমরাই মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছ'। তারা আরো বলবে, 'হায় সেদিন যদি শুনতাম ও বুঝতাম তাহ'লে আজ জাহান্নামের অধিবাসী হ'তাম না' *(মূলক ৮/১০)*।

তবে আশার কথা হ'ল বিচারের দিবস এখনও আসেনি, আল্লাহ আমাদের সামনে সংশোধন হওয়ার সুযোগ রেখেছেন এখনও। অতএব আপনাদের আজকের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ আগামী দিনের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে সেটা ভেবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের জীবনকে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা নিন–সেটিই হবে সর্বোচ্চ বুদ্ধিমানের পরিচয়। মানুষ ইচ্ছা করলে চেষ্টা দিয়ে, সাধনা দিয়ে ভুলকে ফুলরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। আসুন না সে পথে সকলে মিলে ধাবিত হই! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন–আমীন!

কাজী এ.এম ইউসুফ জাহান
ইংরেজী বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
পুস্তক প্রকাশক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী

এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত ও পরিবেশিত সকল বই, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক পত্রিকা, সিডি, ভিসিডি, ছালাতের স্থায়ী ক্যালেন্ডার প্রভৃতি পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

যোগাযোগ
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (মাদরাসা মার্কেট)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১৬৯৬২
মোবাইল : ০১৭১৪-৩৯২৩৪৪।

হাদীছের গল্প

(১) গীবতের ভয়াবহতা

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, আরবরা সফরে গেলে একে অপরের খিদমত করত। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে একজন লোক ছিল যে তাদের খিদমত করত। তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর জাগ্রত হলে লক্ষ করলেন যে, সে তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেনি (বরং ঘুমিয়ে আছে)। ফলে একজন তার অপর সাথীকে বললেন, এতো তোমাদের নবী (ছাঃ)-এর ন্যায় ঘুমায়। অন্য বর্ণনায় আছে তোমাদের বাড়িতে ঘুমানোর ন্যায় ঘুমায় (অর্থাৎ অধিক ঘুমায় এমন ব্যক্তি)।

অতঃপর তারা তাকে জাগিয়ে বললেন, তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গমন করে তাঁকে বল যে, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) আপনাকে সালাম প্রদান করেছেন এবং আপনার নিকট তরকারী চেয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, যাও, তাদেরকে আমার সালাম প্রদান করে বলবে যে, তারা তরকারী খেয়ে নিয়েছে। (একথা শুনে) তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গমন করে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার নিকট তরকারী চাইতে ওকে পাঠালাম। অথচ আপনি তাকে বলেছেন যে তারা তরকারী খেয়েছে। আমরা কি তরকারী খেয়েছি? তিনি (ছাঃ) বললেন, তোমাদের ভাইয়ের গোস্ত দিয়ে। যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের দাঁতের মধ্যে তার গোস্ত দেখতে পাচ্ছি। তারা বললেন, আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি (ছাঃ) বললেন, না বরং সেই তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৮)*।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, 'আপনার জন্য ছাফিয়ার এই এই হওয়া যথেষ্ট'। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছাফিয়া বেঁটে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তাহ'লে তার স্বাদ পরিবর্তন করে দেবে'।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট একটি লোকের পরিহাসমূলক ভঙ্গি করলাম। তিনি বললেন, 'কোন ব্যক্তির পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করি আর তার বিনিময়ে এত এত পরিমাণ ধনপ্রাপ্ত হই, এটা আমি আদৌ পসন্দ করি ন' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৭৭, সনদ ছহীহ)*।

কায়স বলেন, আমর ইবনুল আছ (রাঃ) তার কতিপয় সঙ্গী-সাথীসহ ভ্রমণ করছিলেন। তিনি একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যা ফুলে উঠেছিল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! কোন ব্যক্তি যদি পেট পুরেও এটা খায়, তবুও তা কোন মুসলমানের গোশত খাওয়ার চেয়ে উত্তম' *(আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩৬, সনদ ছহীহ)*।

(২) অন্যের সাথে মন্দ আচরণের প্রতিবিধান

রাবী'আহ আল-আসলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমত করতাম। ফলে তিনি আমাকে ও আবুবকর (রাঃ)-কে এক খণ্ড জমি দান করলেন। অতঃপর দুনিয়ার চাকচিক্য আসল। ফলে একটি খেজুরের কাঁদিকে কেন্দ্র করে আমরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়লাম। আবুবকর (রাঃ) বললেন, এটা আমার জমির সীমানার মধ্যে। আমি বললাম, না এটা আমার জমিতে। (এ বিষয়ে) আমার ও আবুবকর (রাঃ)-এর মধ্যে কথা কাটাকাটি হ'ল। আবুবকর (রাঃ) আমাকে এমন একটা কথা বললেন যেটা আমি অপসন্দ করলাম। এজন্য তিনি অনুতপ্ত হয়ে আমাকে বললেন, হে রাবী'আহ! তুমি অনুরূপ কথা বলে প্রতিশোধ নিয়ে নাও, যাতে ওর কিছাছ হয়ে যায়। আমি বললাম, না আমি তা করব না। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) বললেন, তুমি অবশ্যই বলবে নতুবা তোমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব (অর্থাৎ নালিশ করব)। আমি বললাম, এটা করতে পারব না। রাবী বলেন, তিনি জমি প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানালে আবুবকর (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গমন করলেন।

আমিও তার পদাংক অনুসরণ করে চললাম। এরই মধ্যে আসলাম গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, আল্লাহ আবুবকর (রাঃ)-এর উপর রহম করুন! কোন বিষয়ে তিনি তোমার বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নালিস করছেন। অথচ তিনি যা ইচ্ছা তাই তোমাকে বলেছেন? আমি বললাম, তোমরা কি জান তিনি কে? ইনিই হচ্ছেন আবুবকর ছিদ্দীক, (দু'জনের ২য় জন)। তিনি মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সুতরাং তোমরা তার ব্যাপারে সতর্ক থাক। তিনি তাকালে দেখবেন যে, তোমরা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করছ। যার ফলে তিনি ক্রোধে ফেটে পড়বেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যাবেন। অতঃপর তাঁর ক্রোধের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্রোধান্বিত হবেন। আর তাদের দু'জনের ক্রোধের কারণে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হবেন। তখন রাবী'আহ ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা বলল, তাহ'লে তুমি আমাদের কি করার নির্দেশ দিচ্ছ? তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও।

আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন এবং আমি একাকী তার পশ্চাদ্ধাবন। নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছে তিনি তাঁর নিকট সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি আমার দিকে মাথা উঁচু করে বললেন, 'হে রাবী'আহ! তোমার ও আবুবকর (রাঃ)-এর মধ্যে কি ঘটেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ঘটনা ছিল এরূপ এরূপ। অতঃপর তিনি আমাকে এমন কথা বললেন, যা আমি অপসন্দ করি। ফলে তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যেমন বলেছি তুমি আমাকে তেমন বল, যাতে সেটার প্রতিদান (কিছাছ) হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ তুমি তাঁর জবাব দিবে না। বরং বলবে, হে আবুবকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন, হে আবুবকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন। রাবী বলেন, (রাসূল (ছাঃ)-এর এ নির্দেশ শুনে) আবুবকর (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় ফিরে গেলেন *(ছহীহাহ হা/৩২৫৮)*।

কবিতা

মরণ যাত্রা

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

এত সুন্দর এই দুনিয়া
ছেড়ে যেতে হবে,
টাকা-পয়সা গাড়ি-বাড়ি
সবই পড়ে রবে।
আত্মীয়-স্বজন যারা আছে
ভালবাসে তারে,
তারা সেদিন পাশে এসে
দেখবে নতুন করে।
গোসল দিবে গরম জলে
কাফন দেবে গায়ে,
চার বেহারা নিয়ে যাবে
কাঠের পালকি করে।
সারি সারি যাত্রী সবাই
যাবে আগে পরে,
অন্ধকারে রেখে আসবে
ছোট্ট মাটির ঘরে।
ভাই-ব্রাদার আপন যারা
রেখে আসবে তাকে,
সৎ আমল থাকে যদি
থাকবে তাহার সাথে।
অন্ধকারে একা ফেলে
আসবে সবাই বাড়ি,
মুনকার-নাকীর জবাব নেবে
দেবে না তো ছাড়ি।
আল্লাহ তুমি বন্ধু হয়ে
রেখ আপন করে,
নূরের বাতি জ্বেলে দিয়ে
রেখ সুখের ঘরে।
আশা রেখে আমল কর
মহান আল্লাহ্‌র ভয়ে,
বরফ শীতল পানি দিয়ে
গুনাহ দিবে ধুয়ে।

টাকা

আবু মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দনগর, নওগাঁ।

টাকা! টাকা! টাকা
টাকা ছাড়া এই দুনিয়ায়
সবই যেন ফাঁকা।
টাকা ছাড়া হয় নাতো
কভু কারো মূল্যায়ন
টাকা হ'লেই পর মানুষও
হয়ে যায় অতি আপন।
টাকা! টাকা! টাকা!
টাকা ছাড়া সব কর্ম
হয় যে আঁকাবাঁকা।
শিক্ষা ক্ষেত্রে চাকুরী ক্ষেত্রে
চলছে টাকার খেলা
টাকা ছাড়া সকল কাজে
শুধুই অবহেলা।
টাকা! টাকা! টাকা!
টাকাবিহীন জীবনটা
দুঃখ-কষ্টে আঁকা।
মওজুদদারী মুনাফাখোরী
টাকার স্বপ্নই দেখছে
তাইতো আজ দেশবাসীর
কষ্টে দিন কাটছে।
টাকা! টাকা! টাকা!
টাকা ছাড়া ঘরের মানুষও
করে যে মুখ বাঁকা।
টাকার জন্যই সন্ত্রাসীরা
মানুষ হত্যা করছে
চাঁদাবাজরা ব্যবসায়ীদের
গুলি করে মারছে।
টাকা হ'ল পরম ধন
টাকাই বিভেদ বিভাজন,
টাকা হ'ল অশান্তি
টাকা আনে বিভ্রান্তি।
টাকার জন্য পাগল মানুষ
হচ্ছে টাকার দাস
টাকার জন্যই ফেলছে সবাই
শুধুই দীর্ঘশ্বাস।

দরিদ্রতা

মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
রাণীগঞ্জ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

দরিদ্রতা বিলোপ তরে
মিটিং-মিছিল হচ্ছে অনেক,
আসল মালিক না চিনিয়া
ঘুরছে সবে এদিক সেদিক।
সেমিনার-সিম্পোজিয়াম
ব্যানার-ফেস্টুন দেখছি কত,
কাজের কাজ হচ্ছে না কিছুই
দরিদ্রতা বাড়ছে অবিরত।
কথায়-কাজে নেই কোন মিল
মুনাফিকের আড্ডাখানা,
মুখে মধু অন্তরে বিষ
এমন নেতায় দেশটা ভরা।
আসল কারণ না জানিলে
পড়বে তুমি গোলকধাঁধায়,
ঘুরবে বিদেশীদের পিছে
পাবে না যার কুল-কিনারা।
অলসতা ছেড়ে দিয়ে
কাজে লাগার এইতো সময়,
ছালাত শেষেই কাজের কথা
পাবে তুমি সূরা জুম'আয়।
নারী-পুরুষ কাজ করবে
ইসলামে কোন বাধা নেই,
কর্মক্ষেত্র পৃথক হবে
পর্দা-প্রথা মানবে সবাই।
কি খাবে কি খাবে না তাই
ভাবছ বসে সকাল বিকাল,
পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ
বিনা খাদ্যে মরছে কোথায়?
রিযিকদাতা আল্লাহ তা'আলা
এই কথাটি আগে মান,
কর সবে তাঁর ইবাদত
তাঁর কাছেই দো'আ কর।
ঈমান-আমল দৃঢ় করে
শিরক-বিদ'আত ছাড়বে যবে,
দরিদ্রতা হবে যে দূর
শান্তি-সুখে থাকবে সবে।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)-এর সঠিক উত্তর

১. ৩৭টি।
২. সূরা কাওছারে।
৩. সূরা কাফিরূণে।
৪. সূরা বারাআত বা তওবায়।
৫. ৫টি।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১. জীবন।
২. পানির নিজস্ব কোন রং নেই।
৩. নীচের দিকে গড়িয়ে যাওয়া।
৪. কঠিন, তরল ও বায়বীয়।
৫. অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন নবীর ছেলেকে কুফরীর কারণে আল্লাহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন?
২. কোন নবী আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন?
৩. বছরের কোন মাসে দান করলে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়?
৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পত্র ছিঁড়ে ফেলার কারণে কোন বাদশাহর রাজত্ব আল্লাহ ধ্বংস করে দেন?
৫. কোন বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ইবরাহীম
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

চলতি মাসের সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)

১. বৃহত্তম বীজ কি?
২. ক্ষুদ্রতম বীজ হ'তে বৃহত্তম বৃক্ষ কি?
৩. রাতের আগমনে কোন গাছের পাতা মৃতবৎ হয়ে যায়?
৪. স্পর্শ মাত্র কোন গাছের পাতা সংকুচিত হয়ে যায়?
৫. কোন গাছের পাতার কিনারা হ'তে গাছের জন্ম হয়?

সংগ্রহে : আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

পাঁচদোনা, নরসিংদী ২১ জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় পাঁচদোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুস সাত্তার, যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক হাফেয অহীদুযযামান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুল্লাহ বিন ইসহাক ও সোনামণি যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন।

নাছিরাবাদ, খিলগাঁও, ঢাকা ২১ জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় নাছিরাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব জসীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি শাখা পরিচালক হাফেয মাকছূদুর রহমান।

মেন্দিপুর, গাবতলী, বগুড়া ২২ জুলাই সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মেন্দিপুর সালাফিয়া মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' বগুড়া যেলার পরিচালক অব্দুস সালাম।

কোরপাই, কুমিল্লা ২২ জুলাই সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় কোরপাই কাকিয়ার চর সিনিয়র মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জামীলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শরাফাত আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ আতীকুল ইসলাম।

ধারাইকান্দা, ছয়ঘরিয়া, গাইবান্ধা ২৩ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৮-টায় দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া ফছীহুদ্দীন হাফেযিয়া মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হাফেয ওবাইদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলার পরিচালক অব্দুল মুমিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি গাইবান্ধা যেলার পরিচালক ওবাইদুল্লাহ।

ইকুরিয়া, ধামরাই, ঢাকা ২৪ জুলাই বুধবার : অদ্য সকাল ৭-টায় ইকুরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরব্বী আতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক

ইমামুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শাখা সোনামণির সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক নাছরুল্লাহ।

জলাইডাঙ্গা, মিঠাপুকুর, রংপুর ২৪ জুলাই বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মিঠাপুকুর থানাধীন জলাইডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও যেলা সোনামণি-এর উপদেষ্টা আব্দুল ওয়ারেছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলার পরিচালক আব্দুল মুমিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি রংপুর যেলার পরিচালক আলমগীর হোসাইন।

কদমতলা, সাতক্ষীরা ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি সাতক্ষীরা সদর উপযেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাতক্ষীরা সদর উপযেলার সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান, 'সোনামণি' সাতক্ষীরা যেলার সহ-পরিচালক মুছত্বফা মাহমূদ, সাবেক সহ-পরিচালক ইসরাঈল হোসেন, সদর উপযেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ফাহাদ ও অত্র মসজিদের সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান।

শালমারা, ভেলাবাড়ী, লালমণিরহাট ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার: অদ্য সকাল ৯-টায় ভেলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও যেলা সোনামণি'র উপদেষ্টা আব্দুল কাইয়ূমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সিরাজগঞ্জ যেলার পরিচালক অব্দুল মুমিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি লালমণিরহাট সাংগঠনিক যেলার পরিচালক মনছূর আলী।

গড়েরডাঙ্গা, তালা, সাতক্ষীরা ২৫ জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় গড়েরডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' তালা উপযেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র যেলা সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ অলীউর রহমান, 'আন্দোলন'-এর এলাকা দায়িত্বশীল আব্দুল্লাহ আল-মামূন, শাখা পরিচালক আব্দুর রহীম প্রমুখ।

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট ২৭ জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় কমরগ্রাম উত্তরপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার সভাপতি আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আমীনুল ইসলাম, সহ-পরিচালক ফিরোয হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা পরিচালক মোনায়েম হোসাইন।

সোনামণি অভিভাবক সমাবেশ ২০১৩

মঠবাড়ী, তালা, সাতক্ষীরা ২৫ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মঠবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক **'সোনামণি অভিভাবক সমাবেশ'** অনুষ্ঠিত হয়। যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ অলীউর রহমান, আব্দুর রহীম, অত্র শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ যুলফিকার আলী, সহ-পরিচালক আলী হোসেন, আব্দুর রাকীব, আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। সমাবেশে প্রায় দেড় শতাধিক সোনামণি ও অর্ধ শতাধিক অভিভাবক ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

আমরা সোনামণি

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আমরা সোনামণি
সদা রাসূলের আদর্শ মানি।
মোরা ছড়িয়ে দেব সারা বিশ্বে
কুরআন-হাদীছের বাণী।
আছে যত অন্যায় আর কুসংস্কার
দূর করিব সকল মিথ্যা অনাচার।
মোরা ঘুচাব সব আঁধার কালো
জ্বালাব বিশ্বে অহি-র আলো।
শিরক-বিদ'আতের যত দ্বার
মোরা ভেঙ্গে সব করব চুরমার।
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা
দ্বীন প্রচার করব মোরা
ছড়াব না কভু অন্যের বাণী।

স্বদশে

কুরআন তেলাওয়াতে সেরাকণ্ঠ বাংলাদেশী নাজমুছ ছাকিব

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে বাংলাদেশী কিশোর নাজমুছ ছাকিব। ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে ১২ বছর বয়সী ছাকিব। এতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হয়েছে যথাক্রমে ইয়েমেন, মিসর ও আফগানিস্তানের তিন কিশোর। গত ২৭ জুলাই সুন্দর কণ্ঠ বিভাগে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৯ জুলাই ঘোষণা করা হয় ১৭তম দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন অ্যাওয়ার্ড। এ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের ৯০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। চূড়ান্ত পর্বে প্রতিযোগিতা করে ১৩ জন। মধুর সুরে তেলাওয়াত করে ছাকিব বিচারকদের মন জয় করে। পুরস্কার হিসাবে ছাকিব পেয়েছে পাঁচ হাযার দিরহাম (এক লক্ষ ছয় হাযার টাকা)।

তিস্তার পানি বণ্টন এবং স্থল সীমান্ত চুক্তি

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিষ্ফল প্রত্যাবর্তন

আশা-ভরসার সব দরজাই বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। তিন দিনের ভারত সফরে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি ফিরে আসলেন খালি হাতে। উদ্দেশ্য ছিল তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি এবং স্থল সীমান্ত বিষয়ে একটি সুরাহা করা, যাতে আগামী নির্বাচনের আগে একটা চমক দেখানো যায়। কিন্তু এ চুক্তি দু'টি সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা 'বিজেপি'র এক নেতা বললেন, 'বাংলাদেশের নির্বাচন তো ভারতের উদ্বেগের বিষয় হতে পারে না'। জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতকে এতো কিছু দেওয়ার পরও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবারও বরাবরের ন্যায় বলেছেন, বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কিছু তারা করবেন না। তিনি একথা আগেও বহুবার বলেছিলেন। এবারও যখন এ কথা বলছেন, ঠিক তখনই ভারতীয় বিদ্যুৎ দফতর তিস্তা নদীর ওপর কয়েকটি পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বাঁধ নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সিকিমে একাধিক বাঁধ সরকারী উদ্যোগে করা হচ্ছে এবং এর পাশাপাশি ১২শ' মেগাওয়াটের তিস্তা-৩ এবং ৫শ' মেগাওয়াটের তিস্তা-৬ পানি বিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বেসরকারী কোম্পানী। এছাড়া অল্প সময়ের মধ্যেই এই তিস্তার ওপর আরও ৮টি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা ভারত সরকারের রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

স্থল সীমানা চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল, অপদখলীয় জমিসহ সীমান্ত সমস্যা ভারতের সঙ্গে রয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে স্থল সীমানা সম্পর্কিত এক চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে বেরুবাড়ি দিয়ে দেয় বাংলাদেশ এবং সে সময় বাংলাদেশের পার্লামেন্ট তা চটজলদি অনুমোদন করে। কিন্তু ভারতের দিক থেকে এর পর থেকে নানা টালবাহানা চলতে থাকে। অমীংমাসিত এসব সমস্যাগুলির সমাধান না করেই আগ বাড়িয়ে ভারতকে করিডোর, সমুদ্রবন্দর ব্যবহার, অভ্যন্তরীণ নৌপথে অবাধ চলাচল, আশুগঞ্জ-আখাউড়া ব্যবহার করতে দেয়া, রেল-সড়কপথসহ সকল সুযোগ-সুবিধাই দিয়েছে বর্তমান সরকার। সুন্দরবন ধ্বংস হবে জেনেও রামপালে কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পে বাংলাদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে রাজি হয়ে গেছে। সবকিছু উজাড় করে দেয়ার পরও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফিরতে হ'ল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে, শূন্য ফলাফল নিয়ে।

বিদেশ

আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সেনাদের আত্মহত্যা বাড়ছে

আফগানিস্তানে যুদ্ধরত ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত বছর দেশটিতে তালিবানের সঙ্গে যুদ্ধে যে ক'জন ব্রিটিশ সেনা প্রাণ হারিয়েছে তার চেয়ে আত্মহত্যা করেছে বেশি। বিবিসি পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, গত বছর আফগানিস্তানে মোট ২৯ জন সাবেক সেনা কর্মকর্তা আত্মহত্যা করেছে। এছাড়া চাকরিরত অবস্থায় আত্মহত্যা করেছে আরো ২১ জন। এমনই এক আত্মহত্যাকারী যুদ্ধাহত সাবেক সৈন্য সার্জেন্ট ড্যান কলিন্স। ২০০৯ সালের গ্রীষ্মে আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে এক অপারেশন চলাকালে রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে তার চোখের সামনে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল বন্ধু লেফটেনেন্ট কর্পোরাল ড্যান এলসন। এরপর থেকেই আফগানিস্তানে চরম হতাশা ও ভীতিতে দিন গুনতে থাকে কলিন্স। এরপর ১০ মাস যাবৎ তিনি চিকিৎসা নেন। কিন্তু তা কোন কাজে আসেনি। বরং ২০১১-এর শেষ দিন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে ২৯ বছর বয়সী কলিন্স। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বর্তমানে ২.৯% সৈন্য এই রোগে ভুগছে বলে মনে করা হয়।

১০৮ বছর বয়সে ১১তম সন্তানের বাবা

১০৮ বছর বয়সে বাবা হলেন ইরানের এক বৃদ্ধ। তাঁর এটি ১১তম সন্তান। ১১তম সন্তান জন্ম যেদিন দিলেন সেই বৃদ্ধ, সেদিন তার প্রথম সন্তানের বয়স দাঁড়ায় ৮০ বছর। ১০৮ বছরের বাবার এটি কন্যা সন্তান। এই বৃদ্ধের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের সন্তানের মোট সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর প্রথম স্ত্রীর ঘরে রয়েছে নয় সন্তান এবং দ্বিতীয় স্ত্রী তাঁকে দুই সন্তান উপহার দিয়েছেন। কঠোর পরিশ্রমকারী উত্তর ইরানের বাশিন্দা এই বৃদ্ধ বলেছেন, দীর্ঘদিন তিনি কোনো ওষুধ ব্যবহার করেননি। তিনি পুষ্টিকর খাবার খান, হাসি-খুশি থাকেন এবং দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলেন বলেই তার স্বাস্থ্য এখনও এত ভাল রয়েছে ও এত দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়েছেন বলে জানান তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৫ জনে ৪ জন বেকার হচ্ছে

বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরিদ্রতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে দেশটির জনসংখ্যার বড় একটা অংশ। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকান এসোসিয়েট প্রেসের একটি জরিপে দেখা গেছে, দেশটির প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের প্রতি পাঁচজনের চারজন দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কোনো চাকরিই থাকছে না। দেশটিতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান তৈরী হয়েছে তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। অনেক সময় দরিদ্রতা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণও হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনেকে আবার হতাশ হয়ে নেশার প্রতি ঝুঁকছে। অনেক পরিবারে আবার সন্তান পালন করাও কষ্টকর হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ সমস্যা শ্বেতাঙ্গদের বলে জরিপটির মাধ্যমে জানা যাচ্ছে।

মুসলিম জাহান

'ইসলামিক পার্সোনালিটি অফ দ্যা এয়ার' এওয়ার্ড পেলেন ডা. যাকির নায়েক

দুবাই আন্তর্জাতিক কুরআন এওয়ার্ড (ডিআইএইচকিউএ) ২০১৩ সালে 'ইসলামিক পার্সোনালিটি অফ দ্যা এয়ার' এওয়ার্ডের জন্য সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বাগ্মী ও পিস টিভি'র প্রতিষ্ঠাতা ডা. যাকির নায়েককে নির্বাচন করেছে। গত ২৯ জুলাই দুবাইয়ের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ রশীদ আল-মাকতূমের হাত থেকে এর সম্মাননা ক্রেস্ট এবং ২,১২,৩৬০,৪৬ টাকা গ্রহণ করেন। ৪৮ বছর বয়স্ক ডা. যাকির এ এওয়ার্ড লাভের ক্ষেত্রে ১৭তম ব্যক্তি হিসাবে এবং মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভীর পর ২য় ইণ্ডিয়ান হিসাবে এ সম্মাননা লাভ করলেন। পুরস্কার গ্রহণের পর ডা. যাকির বলেন, 'এটা আমার জীবনে সর্ববৃহৎ সম্মাননা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, পুরস্কারের সমুদয় অর্থ দিয়ে 'পিস টিভি'র জন্য একটি ওয়াকফ ফাণ্ড গঠন করব। যাতে পিস টিভি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চলতে পারে'।

বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ডাক্তার একজন ফিলিস্তীনী নারী

ফিলিস্তীনী মুসলিম মহিলা ডাক্তার ইকবাল মুহাম্মাদ আসাদ ২০ বছর বয়সে মেডিক্যাল কোর্স শেষ করে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ডাক্তার হিসাবে দ্বিতীয়বারের মত গীনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নিজের নাম লিখিয়েছেন। এর আগে ১৩ বছর বয়সে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স সম্পন্ন করে তিনি রেকর্ড গড়েন। এই মুসলিম নারী সফলতার সাথে কাতারের ওয়েল করনেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে প্রমাণ করেছেন যে, ফিলিস্তীনের মেয়েরা শুধু ক্রন্দন আর নির্যাতনের মধ্যেই নেই। বরং অতি বিরূপ পরিবেশেও তারা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে।

হজ্জ মৌসুমের আগে মক্কা-মদীনায় মেট্রো রেল

সঊদী সরকার জানিয়েছে, চলতি বছরের হজ্জ মৌসুম শুরু হওয়ার আগে মক্কা ও মদীনায় মেট্রো রেল চালু করা হবে। পবিত্র হজ্জ মৌসুমে হাজীদের প্রচণ্ড ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও তাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মক্কা ও মদীনায় মেট্রো রেল চালু করা হচ্ছে। হাজীরা এ বছর থেকে মক্কা ও মদীনা যাতায়াতের ক্ষেত্রে এ আধুনিক সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। মক্কা ও মদীনার মেট্রো রেল লাইন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে ১,৬৫০ কোটি ডলার বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সঊদী আরবের হজ্জ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২৭ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ্জ পালনের নিমিত্তে মক্কা ও মদীনা গমন করবেন। এই রেল সার্ভিস চালু হ'লে পবিত্র নগরী মক্কা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী পর্যন্ত ভ্রমণে সময় লাগবে মাত্র ৩০ মিনিট। আগে যেখানে বাসে এপথ অতিক্রম করতে সময় লাগত ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা। এছাড়া কর্মকর্তাদের হিসাব মতে এই ট্রেন চালুর ফলে নগরী দু'টির ব্যস্ততম সড়কগুলো থেকে প্রায় ৫৩ হাযার বাস চলাচল কমে যাবে। ঘণ্টায় ২৩০ মাইল গতিসম্পন্ন দ্রুততম এ ট্রেনে ১২টি বগি সংযুক্ত থাকবে এবং প্রতিটি বগিতে ২৫০ জন হজ্জযাত্রী ভ্রমণ করতে পারবেন। ট্রেনটি প্রতি ঘণ্টায় ৭২ হাযার হজ্জযাত্রীকে পরিবহণ করতে পারবে।

১ কেজি ওযন কমালেই মিলবে ১ গ্রাম সোনা

জনসাধারণের মুটিয়ে যাওয়া রোধে পবিত্র রামাযান মাসে 'সোনার দামে আপনার ওযন' শিরোনামে পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুবাই সরকার। সরকারের এ পরিকল্পনা অনুযায়ী শরীরের বাড়তি মেদ কমালে স্বর্ণ দেয়া হবে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম তিনজন পাবে চার লাখ বত্রিশ হাযার টাকা সমপরিমাণ সোনার কয়েন। দুবাইয়ের অধিকাংশ ছায়েম সারাদিন উপোষ থাকার পর সন্ধ্যায় ইফতারীর সময় অতিরিক্ত পানাহার করে। এতে সংযমের এই মাসটিতে তাদের ওযন না কমে আরো বেড়ে যায়। বছরের অন্যান্য মাসে তারা দৈনিক যত ক্যালরী গ্রহণ করে রামাযানে চিনি ও চর্বিযুক্ত খাবার খেয়ে তারা চেয়ে বেশি ক্যালরী গ্রহণ করে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র দুবাই ছাড়াও প্রতিবেশী দেশগুলোও নাগরিকদের অস্বাভাবিক ওযন নিয়ন্ত্রণে কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করছে।

কার্পেটে ঘুমানো প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদের বিদায়

ইরানের সপ্তম প্রেসিডেন্ট রূহানী

ইরানের সপ্তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে হাসান রূহানী গত ৩ আগস্ট সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনীর মাধ্যমে সাবেক প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এর মাধ্যমে পরপর দুই মেয়াদে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদের অধ্যায় শেষ হ'ল। পেশায় শিক্ষক আহমাদিনেজাদ রাজনীতিতে আসেন ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পরপরই। ২০০৩ সালে দু'বছর তেহরানের মেয়র থাকার পর জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন ইরানের প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই তিনি তার অফিসে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। প্রেসিডেন্ট ভবনের দরজা-জানালা খুলে দেয়া হয় সাধারণের জন্য। প্রেসিডেন্ট অফিসে সপ্তায় পাঁচ দিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সাধারণ ইরানীদের চিঠি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্ট হয়েও আহমাদিনেজাদের জীবনযাপন ছিল একেবারেই সাধারণ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই প্রেসিডেন্ট

ভবনের দামী কার্পেটগুলো তেহরানের মসজিদে দান করে দেন। এর পরিবর্তে সাধারণ মানের কার্পেট বিছানো হয় প্রেসিডেন্ট ভবনে। প্রেসিডেন্ট ভবনের ভিআইপি অতিথিশালাও বন্ধ করে দেয়া হয়। একটি সাধারণ ঘরেই ভিআইপিদের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা রাখা হয়। রাতে ঘুমানোর সময় প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতেন আরও সাধারণ। মেঝেতে বিছানো কমদামী কার্পেটেই ঘুমাতেন তিনি। সকালে অফিসে আসার সময় একটি সাধারণ ব্যাগে করে স্ত্রীর তৈরী করে দেয়া খাবার নিয়ে আসতেন আহমাদিনেজাদ। প্রেসিডেন্টের জন্য আলাদা বিমান পরিসেবার ব্যবস্থা থাকলেও তা তিনি পরিণত করেন সাধারণ কার্গো বিমানে।

প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিদায় নেয়ার আগেও ইতিহাস তৈরী করে গেছেন আহমাদিনেজাদ। গত আট বছরে অর্জিত সম্পদের হিসাব দিয়ে যান তিনি। যে হিসাবে দেখা যায়, ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার পর তার সম্পদে যে পরিবর্তন এসেছে, তা হ'ল- তিনি তার পুরাতন বাড়িটি পুনর্নির্মাণ করেছেন। তবে বাড়িটি পুনর্নির্মাণের জন্য তিনি ব্যাংক ও প্রেসিডেন্ট দপ্তরের ফাণ্ড থেকে ঋণ নেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন ধরনের প্রভাব খাটাননি তিনি। পুনর্নির্মিত দুই তলা ভবনে চারটি ফ্ল্যাট রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ভবন ছাড়ার পর ঐ ভবনেই তিনি ও তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বসবাস শুরু করেছেন।

ইসলাম গ্রহণ করেছেন অভিনেত্রী মমতা কুলকার্নি

নব্বই দশকে বলিউড কাঁপানো জনপ্রিয় অভিনেত্রী মমতা কুলকার্নি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। প্রায় দু'বছর আগে তার স্বামীও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। গত ১৪ বছর গুরুদেব গগন গিরিনাথের শিষ্যত্ব নিয়ে হিন্দু ধর্মের কঠোর ব্রত-তপস্যার মধ্যে কাটানোর পর এবার ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে মমতা বলেন, 'আমি এখন পরিপূর্ণভাবে নিজের ব্যবসা ও ধর্ম নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি। আমি জানার চেষ্টা করছি মানুষের মূল গন্তব্য কোথায়? আমরা আসলে কি? আমাদের কি করা উচিত। আর সেই জায়গা থেকেই আমি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'। তিনি বলেন, 'কেউ পার্থিব কারণে পৃথিবীতে আসে। কেউ আসে স্রষ্টার আরাধনা করতে। আমি এসেছি দ্বিতীয় কারণে'। পুনরায় চলচ্চিত্রে ফেরা প্রসঙ্গে মমতা বলেন, 'ঘি ফিরে গিয়ে দুধ হতে পারে, আমার প্রিয় নায়ক শাহরুখ, আমীর ও সালমান বদলেও যেতে পারে কিন্তু মমতাকে আর মিডিয়ার পর্দার সামনে পাওয়া যাবে না। এটি একেবারেই অসম্ভব। আমার জগতে এখন আর শাহরুখ, সালমান, আমীর খানরা নায়ক নন। এ জগতে এখন শুধু স্রষ্টার স্থান'।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

হৃদপিণ্ড ছাড়াই দুই বছর!

হৃদপিণ্ড ছাড়াই দুই বছর বেঁচে থেকে রেকর্ড গড়লেন ব্রিটিশ নাগরিক মাথু গ্রীন (৪২)। শরীর থেকে হৃদপিণ্ড অপসারণ করা হলেও কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালনের (এক্সটার্নাল ব্লাড পাম্প) সাহায্যে দু'বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। গত মাসের শুরুর দিকে পেশায় চিকিৎসক গ্রীনের শরীরে দানপ্রাপ্ত হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপিত হয়।

জানা গেছে, ২০১১ সালের জুলাই মাসে গ্রীনের হৃদপিণ্ডের প্রধান চেম্বারগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঝুঁকি নিয়েই সেটি অপসারণ করে ফেলা হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, হৃদপিণ্ডহীন গ্রীনকে কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রায় দুই বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

গ্রীন বলেন, আমি মনে করি আমি বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ। কারণ হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আমি তৃতীয়বারের মতো জীবন পেলাম। গ্রীন খুব শীঘ্রই বাড়তি ফিরে যেতে পারবেন বলে চিকিৎসকরা আশা করছেন।

এবার উড়ন্ত বাইসাইকেল

বৃটেনের দুই উড্ডয়ন উৎসাহী এবং ডিজাইনার এবার বিশ্বে প্রথমবারের মতো উড়তে সক্ষম বাইসাইকেল তৈরির দাবী করেছেন। এটি ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪০০০ ফিট উঁচু দিয়ে চলাচল করতে সক্ষম হবে বলে তারা দাবি করেছেন। 'এক্সপ্লোর পরাভেলো' নামের বিশেষ এ বাইসাইকেলটি হচ্ছে ডানা এবং প্রচলিত বাইসাইকেলের সমন্বয়। এর আসল ডিজাইনটি বাইসাইকেলের হলেও সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে শক্তিশালী পাখা সম্বলিত হালকা ওযনের ট্রেইলার। ওড়ার জন্য বাই সাইকেলটিকে এর ট্রেইলারের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। এরপর ভাঁজ করে রাখা ডানা খুলে বায়ো জ্বালানি চালিত পাখা চালু হলেই উড়ে চলে।

৫০০ বছর আগের অক্ষত কিশোরী!

দেখে জীবন্ত মনে হলেও ৫০০ বছর আগে মারা যাওয়া পেরুর বিস্ময়কর ইনকা সম্প্রদায়ের ১৫ বছর বয়সী কিশোরী 'ল্য দোঞ্চেলা' সাধারণ কোনো জীবিত কিশোরী নয়। এতকাল আগের কিশোরীকে এ রকম জীবন্ত মনে হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার বটে, কিন্তু কীভাবে সম্ভব? ইতিহাস বলছে, শিশু-কিশোরদের সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে বলি দেয়ার রেওয়াজ ছিল ইনকাদের। তারপর মারা যাওয়া শিশুদের স্রষ্টারই সম্মানে মমি করে রাখা হতো। 'ল্য দোঞ্চেলা' নামের এই কিশোরীর মমিটিকে ১৯৯৯ সালে বিস্ময়কর মাচুপিচু নগরীর লুলাইকো আগ্নেয়গিরির ২২,১১০ ফুট উঁচুতে আবিষ্কার করেন একজন আর্জেন্টাইন অভিযাত্রী।

ল্য দোঞ্চেলার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এখনও অক্ষত রয়ে গেছে এবং মনে হচ্ছে সে কেবল কয়েক সপ্তাহ আগে মারা গেছে। তার অক্ষত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে কোনো ওষুধ বা নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে চুল পরীক্ষা করেই তার মৃত্যুর সময় নির্ণয় করেন গবেষকরা। গবেষকরা বলেন, সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী ইনকারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মবিশ্বাসের আড়ালে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর সন্তানদের প্রতি এ ধরনের নির্মম আচরণ করত।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্ব স্ব যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক সুধী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। নিম্নে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের ধারাবাহিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হ'ল।-

জলঢাকা, নীলফামারী ১৬ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার জলঢাকা থানাধীন শৌলমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল বারী ও রংপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ প্রমুখ।

নাটোর ১৬ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নলডাঙ্গা কলেজ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নলডাঙ্গা কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক হাবীবুর রহমান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক প্রমুখ।

পঞ্চগড় ১৭ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যবুসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল বারী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম প্রমুখ।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন জালিবাগান হাফেযিয়া মাদরাসায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন।

পিরোজপুর ১৯ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব শাহ আলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

ঢাকা ২০ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আন্দোলন'-এর বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যবুসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

উযীরপুর, বরিশাল ২০ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উযীরপুর থানাধীন দক্ষিণ মাদারসী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ মাদারসী শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইবরাহীম কাওছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী।

উলানিয়া, বরিশাল ২১ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯ জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায়, কিভাবে চায়'? এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং অন্যের নিকট এ দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আশীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মেছবাহুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস, 'যুবসংঘ' মারকায এলাকার সভাপতি হাফেয আসীফ (রেযা), ভূগরইল শাখা সভাপতি রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

বটতলী, জয়পুরহাট ২৫ জুলাই বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে বটতলী বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তোফায়েল আহমাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আমীনুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মোনায়েম হোসাইন প্রমুখ।

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

তানোর, রাজশাহী ২১ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তানোর থানাধীন সরনজাই ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাকীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৪নং সরনজাই ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মুয্যাম্মেল হক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা ও ধুরইল এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কাসেম।

মোহনপুর, রাজশাহী ২৪ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর গোপালপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন গোপালপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুকছেদ, ধুরইল এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম, গোপালপুর দাখিল মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন প্রমুখ।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৫ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আশীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, নামোপাড়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২৮ জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর বংশালস্থ 'যুবসংঘ'-এর ঢাকা যেলা কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ অহীদুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হুমায়ূন কাবীর ও ঢাবি 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মেহেদী আরীফ।

মনিরামপুর, যশোর ২৯ জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মনিরামপুর থানাধীন রাজগঞ্জ হরিহর নগর জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, সাবেক যশোর যেলা সভাপতি যিল্লুর রহমান প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে ২০১৩ সালের আলিম পরীক্ষায় মোট ১৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৫ জন 'এ+', ৭ জন 'এ' এবং বাকি ৫ জন 'এ-' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার ৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন 'এ+' এবং বাকি ৬ জন 'এ' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বর্ষশেষের নিবেদন

১৬তম বর্ষ শেষে ১৭তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আত-তাহরীকের সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-এজেন্ট এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে আত-তাহরীকের অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে সেজন্য মহান আল্লাহর নিকটে বিনীত প্রার্থনা করছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন।- আমীন *[সম্পাদক]*

দৃষ্টি আকর্ষণ

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' বই বিক্রয় বিভাগের নতুন মোবাইল নম্বর-

০১৭৭০-৮০০৯০০

এই নম্বরে বিকাশ ও ডাচবাংলা থেকে অর্থ প্রেরণের সুবিধা রয়েছে।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : অবৈধ খাতে অর্থ ব্যয় করে যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহ'লে সে 'গারেমীন' হিসাবে যাকাতের হকদার হবে কি?

-আব্দুল্লাহ, মিয়াঁপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : অবৈধ পথে ব্যয়কারী ব্যক্তি যদি সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হয়ে এরূপ কাজ থেকে খালেছ অন্তরে তওবা করে, তবে তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের টাকা দেওয়া যেতে পারে। নইলে তাকে হারাম পথে ব্যয়ে উৎসাহিত করা হবে, যা সিদ্ধ নয় *(মায়েদাহ ২)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে একজন লোক ফল বাগান কিনে, পরে বাগানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এতে তার ঋণ হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) তাকে দান করার জন্য বলেন, মানুষ তাকে দান করে। তাতেও তার কর্য পরিশোধ হয় না। নবী করীম (ছাঃ) ঋণদাতাদের বলেন, তোমরা যা পেয়েছ তা গ্রহণ কর, এটাই তোমাদের জন্য শেষ *(মুসলিম হা/১৫৫৬)*।

প্রশ্ন (২/৪৪২): ইফতারের পূর্বে সবাই মিলে হাত তুলে দো'আ করার বিধান আছে কি? এ সময় দো'আ করলে কি বেশী নেকী হয়?

-নাহীদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইফতারের পূর্বে সবাই মিলে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ নেই; বরং এটা শরী'আতে একটি নতুন সৃষ্টি, যা পরিতাজ্য। ইফতারের সময় দো'আ কবুল হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩, সনদ যঈফ)*। এ সময় দো'আ করলে অধিক নেকী হয় বলে কোন প্রমাণ নেই। বরং ছিয়াম পালনকারীর দো'আ সর্বদাই কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের দো'আ ফেরত দেয়া হয় না (১) পিতা-মাতার দো'আ (২) ছিয়াম পালনকারীর দো'আ (৩) মুসাফিরের দো'আ *(বায়হাক্বী, ছহীহাহ হা/১৭৯৭)*।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : জনৈক আলেম বলেন, সূরা আহযাবের ৬ ও সূরা কাওছারের ৩ আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) আমাদের রূহানী পিতা। বিষয়টি জানতে চাই।

-মীযান, রংপুর।

উত্তর : সূরা আহযাবের ৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনগণের মাতা'। এখানে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণকে মা বলার কারণে রাসূল (ছাঃ) যে তাদের পিতা এটা বুঝায় না। বরং এখানে মুমিনগণের নিকটে রাসূল (ছাঃ) কিরূপ প্রিয় হওয়া উচিত সে ব্যাপারে বলা হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে প্রিয়তর হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে' *(বুখারী হা/১৫)*। এমনকি তার নিজের জীবনের চাইতে *(বুখারী হা/৬৬৩২)*। এখানে নবীর স্ত্রীগণকে উম্মতের মা বলে সম্মানিত করা হয়েছে এবং মায়ের মত মর্যাদা দিয়ে তাঁদেরকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আর সূরা কাওছারের ৩ আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে কুফফারে কুরায়েশ কর্তৃক 'নির্বংশ' বলে আখ্যায়িত করার প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, কেবল পুত্রসন্তানই পিতার বংশ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম নয়। বরং কন্যা সন্তানের মাধ্যমেও আল্লাহ সে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। যেমন ফাতেমার সন্তান হাসান ও হোসায়েনের মাধ্যমে আল্লাহ সেটা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রয়েছে এবং থাকবে চিরকাল ক্বিয়ামত পর্যন্ত লাখো-কোটি অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদী, যারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করবে, তাঁকে ভালবাসবে এবং তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীন ইসলামের অনুসরণ করবে। সুতরাং এ আয়াত থেকে ভুল বুঝার কোন অবকাশ নেই। বরং প্রত্যেক নবীই স্ব স্ব উম্মতের নেতা। সে হিসাবে আমাদের নবী আখেরী যামানার উম্মতের ধর্মীয় নেতা। কারো রূহানী পিতা নন। বরং এ কথাটিই অবান্তর।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪): সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ অবস্থায় কোন কিছু খাওয়া ও পান করা কি নিষিদ্ধ?

-হেলালুদ্দীন, লতীফগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর : এ সময় খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ নয়। বরং নিষিদ্ধ মনে করাটা কুসংস্কার মাত্র। এ সময় সব ছেড়ে ছালাতে রত হ'তে হবে, যাকে ছালাতুল কুসূফ ও খুসূফ বলা হয়। অতঃপর বেশী বেশী দো'আ করতে হবে, তাকবীর দিতে হবে এবং ছাদাক্বা করতে হবে *(বুখারী হা/১০৪৪)*। এছাড়া এ সময় কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাইতে হবে *(বুখারী হা/১০৫৭; মিশকাত হা/১৪৮২-৮৪)*। মূলতঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভয় দেখিয়ে থাকেন *(বুখারী হা/১০৪৮)*। যাতে বান্দা তাঁর প্রতি অধিকতর রুজূ হয়।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫): আমাদের সমাজে সন্তানের খাৎনা উপলক্ষে বড় অনুষ্ঠান করে মানুষকে খাওয়ানো হয় এবং সন্তানকে নতুন কাপড় কিনে দিয়ে ধারণা করা হয় যে, সে আজ থেকে প্রকৃত মুসলমান হ'ল। শরী'আতে এসব কাজের কোন ভিত্তি আছে কি?

-গাওছুল আনাম, রিয়ায।

উত্তর : শরী'আতে এরূপ অনুষ্ঠানের কোন ভিত্তি নেই। বরং এগুলি কুসংস্কার মাত্র। খাৎনা ইসলামের একটি নিদর্শনমূলক সুন্নাত, যাকে হাদীছে ফিৎরাত সমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে *(বুখারী হা/৫৮৮৯)*। আর প্রত্যেক শিশুই ফিৎরাতের উপর তথা

ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯০; রূম ৩০)*। সুতরাং মুসলিম পিতামাতার সন্তান খাৎনার মাধ্যমে নতুনভাবে মুসলমান হওয়ার ধারণা করাটা অবান্তর। তবে উপমহাদেশে এটাকে 'মুসলমানী' বলা হয় প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে মুসলিম সন্তানদের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য। মুসলমান হওয়া বুঝানোর জন্য নয়। তবুও ওটা না বলে 'খাৎনা' বলাই উত্তম। সুন্নাতের উপর আমল করা ও এর মাধ্যমে নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে পিতা-মাতা তাদের পুত্র সন্তানদের জন্য এটা করবেন।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরতের ১৭ মাস পরে কিবলা পরিবর্তন হয়। তাঁর পূর্বে রাসূল (ছাঃ) কোন দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতেন?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, টাঙ্গাইল।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় কা'বা গৃহের দিকে ফিরেই ছালাত আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পর আল্লাহ্র নির্দেশে ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করেন। পরে আল্লাহ্র হুকুমে পুনরায় কা'বার দিকে ফিরে ছালাত আদায় শুরু করেন *(বুখারী হা/৩৯৯, মুসলিম হা/৫২৭; বাক্বারাহ ১৪৪)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়। তাদের দু'টি সন্তান রয়েছে। এখন সন্তান দু'টি কার নিকটে থাকবে।

-আব্দুল্লাহ, ইপিজেড, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : সন্তানের মালিক মূলতঃ পিতা। আল্লাহ বলেন, তোমাদের স্ত্রীরা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণ-পোষণের জন্য তোমরা ব্যয় কর। অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দাও এবং সন্তানের কল্যাণ বিষয়ে তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর। কিন্তু যদি তোমরা নিজ নিজ দাবীতে অটল থাকো, তাহ'লে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্যদান করবে *(তালাক ৬)*। অনেক সময় সন্তানের মায়ের কাছে থাকাটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন সে মায়ের কাছেই থাকবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, জনৈকা মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটা আমার ছেলে, আমার পেট তার গর্ভ, আমার স্তন তার পানপাত্র, আমার কোল তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। সে আমার থেকে একে ছিনিয়ে নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি অন্যত্র যতদিন বিবাহ না করছ, ততদিন তুমি এর বেশী হকদার *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩৭৮)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : কালেমা দিনে কত বার পড়তে হবে। দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মিনারুল ইসলাম
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : উত্তম যিকির হিসাবে কালেমায়ে ত্বাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিনে যতবার খুশী পড়া যাবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৬)*। এছাড়া কালেমায়ে তাওহীদ দিনে একশত বার পড়ার কথা হাদীছে এসেছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০২)*। আর কালেমা তামজীদ আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৪)*। অতএব তা যতবার খুশী পড়া যায়।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯): পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে ছেলে-মেয়ে বিবাহ করায় পিতা-মাতা উক্ত সন্তানকে পরিত্যাগ করেছে। এ ছেলে-মেয়ে কি পিতা-মাতার সম্পদের ওয়ারিছ হবে?

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে ছেলে-মেয়ে কবীরা গোনাহগার হয়। কিন্তু তাদের সম্পদ হ'তে বঞ্চিত হয় না। সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করা বা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা নিষিদ্ধ। বরং পিতা-মাতা একাজ করলে সন্তানের হক নষ্ট করা হবে, যা পরকালে নিজের নেকী থেকে তাকে পরিশোধ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭)*। তবে সন্তান 'মুরতাদ' হ'লে কিংবা অন্যায়ভাবে পিতা বা মাতাকে হত্যা করলে সে তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ মিশকাত হা/৩০৪৩, ৩৫০০)*। এক্ষেত্রে অবাধ্য ছেলে-মেয়েকে পিতা-মাতার কাছে এসে ক্ষমা চাইতে হবে এবং সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে হবে। কেননা পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৯৯)* এবং মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*। এখানে উভয়পক্ষকে নমনীয় হ'তে হবে। কেননা 'রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২২)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : পেশাব পরিপূর্ণভাবে শেষ হ'তে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী দেরী হ'লে করণীয় কি? ডাক্তারের বক্তব্য অনুযায়ী কোন অসুখ নেই। কিন্তু এ কারণে প্রায়ই ছালাত ছুটে যায়।

-মুনির, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

উত্তর : এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল ছালাতের জন্য আগেই প্রস্তুতি নেওয়া। পেশাব পূর্ণভাবে হওয়ার সময় দিতে হবে। কারণ পেশাব থেকে পবিত্রতা হাছিল না করার কারণে কবরে বিশেষভাবে শাস্তি হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : চুল পড়ে যাওয়ার কারণে নতুন চুল গজানোর জন্য যে চিকিৎসা গ্রহণ করা হয় তা কি শরী'আত সম্মত?

- সাঈদুর রহমান
শৌলমারী, মেহেরপুর।

উত্তর : এটি একটি রোগ। যার জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ নাযিল করেননি, যার জন্য আরোগ্য নাযিল করেননি *(বুখারী হা/৫৬৭৮, মিশকাত হা/৪৫১৪)*। এছাড়া এ চিকিৎসার মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনা হয় না বা অস্বাভাবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয় না। বরং শারীরিক ত্রুটির চিকিৎসা করা হয় মাত্র। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক রোগের ঔষধ

রয়েছে। যখন সেটা পৌঁছে যায়, তখন সে রোগমুক্ত হয় আল্লাহ্র হুকুমে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫)*। তিনি বলেন, তোমরা চিকিৎসা করাও। তবে হারাম বস্তু দিয়ে করো না' *(আবুদাঊদ, ছহীহাহ হা/১৬৯৩; মিশকাত হা/৪৫৩৮)*।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : দশবছর বয়সে সন্তানের বিছানা পৃথক করার হুকুম কি ছালাত আদায় না করার শাস্তি স্বরূপ, না সাধারণ হুকুম?

- মুহাম্মাদ আসলাম
ইকবালপুর, জামালপুর।

উত্তর : এটি সাধারণ হুকুম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের সন্তানরা যখন সাত বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে ছালাতের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর হ'লে তাদের প্রহার কর। আর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমাদের সন্তান সাত বছরে উপনীত হ'লে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। আর দশ বছরে উপনীত হ'লে তাদেরকে ছালাতের জন্য প্রহার কর' *(হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৪১৮)*। অর্থাৎ সাত বছর বয়সে সন্তানকে পিতা-মাতা থেকে পৃথক বিছানায় স্থানান্তর করতে হবে। এছাড়া ভাই ও বোনদের পরস্পরের মাঝেও পৃথক বিছানা থাকা উচিত। কারণ এতে ফিৎনার আশংকা থেকে নিরাপদ হওয়া যায় *(ফৎহুলবারী ৭/২০৪)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : মুওয়াযযিনের নির্ধারিত কোন নেকী আছে কি? নির্দিষ্ট কয়েক বছর আযান দিলে বিশেষ নেকী রয়েছে কি?

-আফসার আলী,
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : আছে। মুওয়াযযিনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুওয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি জিন ও ইনসান সহ যত প্রাণী শুনবে, ক্বিয়ামতের দিন সকলে তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬)*। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মুওয়ায্যিনের গর্দান সবচেয়ে উঁচু হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বারো বছর যাবৎ আযান দিল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। তার প্রতি আযানের জন্য ৬০ নেকী ও এক্বামতের জন্য ৩০ নেকী লেখা হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/৭২৮, মিশকাত হা/৬৭৮)*। তবে ৭ বছর আযান দিলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২০৬, মিশকাত হা/৬৬৪)*।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : তাজবীদ শিক্ষা ব্যতীত কুরআন পাঠ করা জায়েয কি?

-আফসার আলী
কোদালকাটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : জায়েয। তবে কুরআন সঠিকভাবে তেলাওয়াতের জন্য তাজবীদ শিক্ষা করা একান্ত যরূরী। কেননা আল্লাহ বলেন, তুমি কুরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪)*। 'তারতীল' অর্থ সুশৃংখলভাবে যথানিয়মে পাঠ করা *(কুরতুবী)*। অতএব সঠিক উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াতের চেষ্টা করা অবশ্যই প্রয়োজন। নইলে ইচ্ছাকৃত ভুল উচ্চারণে গোনাহগার হ'তে হবে।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : সকাল-সন্ধ্যা পঠিতব্য মাসনূন দো'আসমূহ কি ছালাতের স্থানেই বসে পাঠ করতে হবে, না যেকোন সময় পাঠ করা যাবে?

-মুহাম্মাদ মুনীর,
ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : ছালাত শেষে পঠিতব্য দো'আ সমূহ ছালাতের স্থানে বসে পাঠ করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সবচেয়ে বেশী দো'আ কবুল হয় শেষ রাতে এবং প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৬৮)*। তবে সাধারণ দো'আসমূহ যেকোন সময় পাঠ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন *(মুসলিম হা/৩৭৩; মিশকাত হা/৪৫৬))*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : তামাক আবাদ করা জায়েয হবে কি? যারা হারাম জিনিস বেচা-কেনা করে তাদের ইবাদত কবুল হবে কি?

-হাবীবুর রহমান সিরাজী
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : তামাক আবাদ করা হারাম। তামাক একদিকে যেমন নেশাকর বস্তু অন্যদিকে তেমনি শরীরের জন্য চরম ক্ষতিকর। এতে নিকোটিন বিষ থাকে। সেকারণ ধূমপানকে বিষপান বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না ও অন্যের ক্ষতি করো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। এরূপ সকল প্রকার নাপাক বস্তুকে আল্লাহ হারাম করেছেন *(আ'রাফ ১৫৭)*। তামাক গাছ একটি মাদকতা সৃষ্টিকারী বৃক্ষ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করল ও তাতে অভ্যস্ত হ'ল। অথচ তওবা না করে মারা গেল, সে আখেরাতে (হাউয কাউছারের পানি) পান করতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৬৪৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি কাতর কণ্ঠে আল্লাহকে ডাকে। অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র সবই হারাম। তার দো'আ কিভাবে কবূল হ'তে পারে? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উপার্জন করা ও হালাল অন্বেষণ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব তামাক, গাজা, আফিমসহ সকল প্রকার হারাম বস্তু উৎপাদন, বিপণন ও তা ভক্ষণ করা থেকে তওবা করতে হবে। নইলে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : জনৈক মহিলার স্বামী ৯ বছর যাবৎ নিখোঁজ। এক্ষণে তাদের বিবাহ থাকবে কি? উক্ত মহিলার জন্য করণীয় কি?

-মাহফূযুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর অপেক্ষা করার পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, নিখোঁজ স্বামী জন্য স্ত্রী চার বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে *(বায়হাক্বী হা/১৫৩৪৫, মুহাল্লা ৯/৩১৬ পৃঃ)*। অত্র হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যেমন- হাম্মাদ ইবনু সালামা, ইবনু আব্বাস, ইবনু আবী শায়বা, সাঈদ ইবনু মানছূর প্রমুখ *(মুহাল্লা পৃঃ ঐ)*। ওমর, ওছমান, আলী এবং অনেক তাবেঈ বিদ্বানও অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেছেন *(মুহাল্লা ৯/৩২৪ পৃঃ)*। তবে স্বামী পরে ফিরে আসলে তার জন্য এখতিয়ার রয়েছে। সে তার প্রদত্ত মোহর ফেরৎ নিতে পারে কিংবা স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। একদা ওমর (রাঃ) এক স্বামীকে মোহর ফেরত দেন এবং আরেক স্বামীকে তার স্ত্রী ফেরত দেন *(মুহাল্লা ৯/৩১৭)*। তবে ফিরে আসতে হ'লে স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী থেকে 'খোলা'-এর মাধ্যমে পৃথক হওয়ার পর ইদ্দত পালন করতে হবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১২৩২৫, বায়হাক্বী হা/১৫৩৪৭, ১৫৩৪৮)*।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : সামর্থ্যহীন পিতা-মাতা সন্তানের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে হজ্জব্রত পালন করতে পারবেন কি?

- আসীরুদ্দীন
মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : পিতা-মাতা ইচ্ছা করলে সন্তানের অর্থ নিয়ে নিজে হজ্জ করতে পারবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৭০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩০, মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তুমি ও তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার জন্য' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৯১; ইরওয়া হা/৮৩৮)*। অতএব সন্তানের উপার্জন পৃথক থাকলেও সেখান থেকে নেওয়ার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে এবং সে অর্থ নিয়ে তারা নির্দ্বিধায় হজ্জ করতে পারেন।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : একটি হাদীছে বলা হয়েছে, ইজতিহাদ সঠিক হ'লে দ্বিগুণ নেকী এবং বেঠিক হলে একটি নেকী'। এ হাদীছটি কি ছহীহ? ছহীহ হলে কোন কোন ক্ষেত্রে এ হাদীছটি প্রযোজ্য? যে কেউ কি ইজতিহাদ করতে পারে?

-রেযাউল হক
সোনালী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

উত্তর : হাদীছটি ছহীহ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৩২)*। হাদীছটি ইসলামী আদালতের বিচারপতিদের ক্ষেত্রে বর্ণিত হ'লেও এটি বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা ছহীহ দলীল ভিত্তিক ফৎওয়া দিয়ে থাকেন। তবে ইজতিহাদকারীর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন (ক) যে বিষয়ে ইজতিহাদ করবেন সে বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। (খ) ছহীহ, যঈফ ও মওযূ' হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। (গ) নাসেখ ও মানসূখ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। (ঘ) আরবী ভাষা ও উছূলে ফিক্বহের জ্ঞান থাকা। যেমন আম-খাছ, মুতলাক-মুকাইয়াদ, মুজমাল-মুবাইয়ান ইত্যাদি। (ঙ) কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে মাস'আলা ইস্তিম্বাত করার যোগ্যতা থাকা *(মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল- উছূলু মিন ইলমিল উছূল ১/৮৫)*। অতএব তাক্বওয়া ও যোগ্যতা ব্যতীত যে কেউ শরী'আতের বিষয়ে ইজতিহাদ করতে পারবেন না।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : মুসলিম দেশে বসবাসকারী কোন অমুসলিমকে কোন মুসলমান শরী'আতসম্মত কারণে হত্যা করে ফেললে তার বিধান কি?

-যুবায়ের আহমাদ
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : যে কোন অপরাধ রাষ্ট্রীয় ইসলামী আদালতের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কারো জন্য আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া জায়েয নয়। এরূপ করলে উক্ত ব্যক্তি অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যাকারী ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪৫২)*। তবে কাফেরকে হত্যার বদলে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৪৭৫)*। এক্ষেত্রে রক্তমূল্য দিতে হবে। কাফেরের রক্তমূল্য মুসলিমের রক্তমূল্যের অর্ধেক এবং চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির রক্তমূল্য স্বাধীন নাগরিকের অর্ধেক *(আবুদাঊদ হা/৪৫৮৩, মিশকাত হা/৩৪৯৬)*। রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে একজন মুসলিমের রক্তমূল্য ছিল ১০০ উট এবং আহলে কিতাব, অমুসলিম কিংবা চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির জন্য ছিল তার অর্ধেক *(আবুদাঊদ হা/৪৫৪২, ৪৫৮৩; নাসাঈ হা/৪৭৯৩; মিশকাত হা/৩৪৯২, ৩৪৯০)*। প্রশ্নে বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত না হ'লে তওবা করবে ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : সমাজে প্রচলিত রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) যে আংটি ব্যবহার করতেন সেখানে আল্লাহ, রাসূল এবং মুহাম্মাদ লেখা ছিল। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?

-রাজু ইসলাম
সাতানী বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক *(বুখারী হা/৩১০৬)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : জনৈক আলেম শবেবরাতের অনুষ্ঠানে বলেন, মদীনায় অবস্থিত রাসূল (ছাঃ)-এর কবর সর্বোত্তম স্থান। এমনকি তা মাসজিদুল হারাম এবং আল্লাহ্র আরশের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?

-আশেক আলী, কেশবপুর, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভ্রান্ত ছূফীদের বক্তব্য। যার কোন ভিত্তি নেই। তবে হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর বাসগৃহ এবং তাঁর মিম্বারের মাঝের স্থানটি জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ে এক হাযার গুণ এবং মসজিদুল হারামে এক লক্ষ গুণ বেশী নেকী অর্জিত হয় *(ইবনু মাজাহ হা/১৪০৬)*। অতএব দুনিয়ার বিবেচনায় মসজিদুল হারামই সর্বোত্তম স্থান।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : 'একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে গেল এবং আরেক ব্যক্তি জাহান্নামে গেল' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাজ্জাদ হোসাইন
রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছটি মারফূ' হিসাবে যঈফ, তবে মওকূফ হিসাবে ছহীহ। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, সালমান ফারেসী (রাঃ) হ'তে মওকূফ সূত্রে এর সনদ ছহীহ *(ইমাম আহমাদ, আয-যুহদ ১/১৫; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৩৪৩, ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩০৩৮)*। তবে তিনি বলেন যে, আমার মনে হয়েছে এটি ইসরাঈলী বর্ণনা। আলবানী বলেন, সালমান ফারেসী যখন খ্রিষ্টান ছিলেন, তখন তিনি তাদের কোন সরদার থেকে এটি শুনে থাকতে পারেন *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮২৯)*।

ঘটনা এই যে, বিগত যুগে দু'জন মুসলমান একটি মূর্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সেখানকার খাদেমরা বলল, তোমরা একটা মাছি হ'লেও এখানে দান করে যাও। প্রথমজন দিল এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হ'ল। কিন্তু দ্বিতীয়জন বলল, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে দান করব না। তখন তাকে তারা হত্যা করল এবং লোকটি জান্নাতী হ'ল'। হাদীছটি সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন, প্রথমজন দান করেছে জীবনের ভয়ে। অতএব সে জাহান্নামী হবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, ঐ ব্যক্তির উপর শাস্তি নেই যে ব্যক্তিকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়েছে। অথচ তার হৃদয় ঈমানের প্রতি অবিচল...' *(নাহল ১৬/১০৬)*।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : সন্তান গ্রহণে অক্ষম দম্পতি গরীবদের নিকট থেকে সন্তান ক্রয় করেন। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কি শরী'আতসম্মত?

-আব্দুল আযীয
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : স্বাধীন কোন মানুষকে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম এবং বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী হা/২২২৭, মিশকাত হা/২৯৮৪)*। নিঃসন্তান দম্পতি অন্যের সন্তান তার পিতামাতার সম্মতিতে লালন-পালনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থের বিনিময় বা সন্তানের আসল পিতৃপরিচয় গোপন করা সিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : নমরূদ মশার কামড়ে মারা গিয়েছিল বলে সমাজে যে ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

-মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
লতীফগঞ্জ ফাযিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর।

উত্তর : কুরআন ও হাদীছে নমরূদ কিভাবে মারা গেছে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তবে তাফসীর ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় যে, মশা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ২৫৯-এর তাফসীর দ্রঃ)*। তবে এ সবই ইসরাঈলী বর্ণনা। যার সত্য বা মিথ্যা কোনটাই প্রমাণ করা যায় না *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৫)*।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : আট মাস গর্ভাবস্থায় থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণকারী সন্তানের জানাযা ও কাফন-দাফনের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা কি?

-মুহাম্মাদ সৌরভ, টঙ্গী, ঢাকা।

উত্তর : গর্ভচ্যুত মৃত সন্তানের জানাযা করার প্রয়োজন নেই। কেননা হাদীছে বাচ্চার 'চীৎকার করার' কথা এসেছে *(ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩০৫০, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৩)*। গর্ভচ্যুত সন্তানের জানাযা করতে হবে মর্মের 'আম ছহীহ হাদীছের *(আবুদাউদ হা/৩১৮০; মিশকাত হা/১৬৬৭)* ভিত্তিতে একদল বিদ্বান গর্ভচ্যুত মৃত সন্তানের জানাযা করার জন্য বলেন। জবাবে শাওকানী বলেন, মায়ের গর্ভে চার মাস অতিক্রম করাটাই শিশুর জীবনের প্রমাণ নয়, বরং ভূমিষ্ট হওয়ার পর কান্নাটাই তার জীবনের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও জমহূর বিদ্বানগণ সেকথা বলেন *(নায়ল ৫/৪৭; মির'আত ৫/৪০৩-০৪, ৪২৪-২৫)*। উক্ত বাচ্চাকে গোসল ও জানাযা ছাড়াই সাধারণভাবে কাফন-দাফন করবে *[ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৪৫]*।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : মহিলাদের জন্য পরচুলা ব্যবহার করা জায়েয কি?

-ওমর ফারূক
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : পরচুলা ব্যবহার করা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে পরচুলা লাগিয়ে নিল এবং যে লাগিয়ে দিল উভয়ের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩০)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : জনৈক আলেম বলেন, আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক মানুষের কবরে উপস্থিত হবেন এবং তিনি মীলাদের মজলিসেও হাযির হন। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইমরান, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত হাদীছ দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যের কবরে উপস্থিত হওয়া প্রমাণিত হয় না। বরং সেখানে ফেরেশতাগণ রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কবরবাসীকে জিজ্ঞেস করবেন সেটা বুঝানো হয়েছে। এছাড়া এর ভিত্তিতে রাসূল (ছাঃ)-এর মীলাদের মজলিসে আগমন করার দলীল গ্রহণ করা হাস্যকর বৈ কিছুই নয়। কেননা মৃত্যুর পরে অন্য মানুষের মত রাসূল

(ছাঃ)-ও বারযাখী জগতে আছেন *(মুমিনূন ১০০)*। সেখান থেকে বেরিয়ে অন্যের কবরে বা মীলাদ অনুষ্ঠানে হাযির হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, যারা রাসূল (ছাঃ)-কে 'মানুষ' মনে করেন না বরং 'নূর' বলে থাকেন এবং যারা আহমাদ ও আহাদ একই সত্তা বলে দাবী করেন, এরূপ ভ্রান্ত আক্বীদার লোকেরাই কেবল রাসূল (ছাঃ)-কে কবরে ও মীলাদ অনুষ্ঠানে সর্বত্র একই সাথে হাযির হওয়ার উদ্ভট কল্পনা করে থাকেন। এইসব অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদা স্রেফ কুফরী আক্বীদা মাত্র। এসব থেকে তওবা করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : কোন মুসলমানকে কাফের বলে অভিহিত করা যাবে কি?

-আফযাল আহমাদ
শেফিল্ড, ইংল্যাণ্ড।

উত্তর : কোন মুসলিমকে কাফের বলে অভিহিত করা কবীরা গোনাহ। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যাকে কাফের বলা হবে সে সত্যিকারে কাফের না হ'লে যে কাফের বলল তার দিকেই সেটা ফিরে আসবে *(তিরমিযী হা/২৬৩৭; বুখারী হা/৬১০৩)*। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার (মুসলিম) ভাইকে কাফের বলাটা তাকে হত্যা করার মত অপরাধ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১০)*। বর্তমানে একশ্রেণীর ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে অন্য মুসলিমকে কাফের আখ্যাদানে খুব উৎসাহী দেখা যায়। এটি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র নীতিবিরোধী এবং ভ্রান্ত ফের্কা খারেজীদের চরমপন্থী আক্বীদার অনুরূপ। সুতরাং কাউকে 'তাকফীর' করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অবলম্বন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : জনৈক আলেম বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর খুৎবার পূর্বে মসজিদে আসতে পারল না, ঐ জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত তার কোন ছালাত কবুল হবে না। এ কথার কোন ভিত্তি আছে কি?

-মুঈদুল ইসলাম
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : আমাদের এলাকার অধিকাংশ আলেম ই'তেকাফে বসা অবস্থায় গোসল করা যাবে না বলে ফৎওয়া দেন। এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাই
ভারুয়াখালী, জামালপুর।

উত্তরঃ কথাটি সঠিক নয়। ই'তেকাফ অবস্থায় গোসল করা জায়েয। গোসল মানুষের শারীরিক সুস্থতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর রাসূল (ছাঃ) ই'তেকাফ অবস্থায় প্রয়োজনীয় কাজ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১০০)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : ঋণগ্রস্তের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয কি?

- সুলতান
মির্জাপুর, গাযীপুর।

উত্তর: ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হ'লে এবং তা এক বছর পূর্ণ হ'লে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয *(তিরমিযী হা/৬৩১, মিশকাত হা/১৭৮৭)*। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত আদায়ের পূর্বে তার ঋণ পরিশোধ করবে। হযরত ওছমান (রাঃ) বলেন, এটি (রামাযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে তাহলে সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে সে তার যাকাত আদায় করবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৮৭৩, ইরওয়া ৩/৩৪১ সনদ ছহীহ)*। যদি ঋণ পরিশোধ না করে, তাহ'লে যাকাতযোগ্য সব সম্পদের উপরেই যাকাত আদায় করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের সম্পদ হ'তে ছাদাক্বা (যাকাত) গ্রহণ কর। যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে বললেন, তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে' *(বুখারী হা/১৩৯৫)*। এখানে ঐ ধনী ব্যক্তিরা ঋণগ্রস্ত কি-না, সেটা শর্ত করা হয়নি।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : জনৈক ইমাম ছাহেব প্রত্যেক জুম'আর ছালাতের দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর পর দো'আ কুনূত পাঠ করেন। এরূপ আমল কি শরী'আতসম্মত?

-আব্দুল হাকীম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : কুনূতে নাযেলাহ যে কোন ওয়াক্তেই পাঠ করা যায় *(মুসলিম হা/৬৭৮, নাসাঈ হা/১০৭৬)*। তবে জুম'আর ছালাতকে এজন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) দীর্ঘ এক মাস যাবৎ বিশেষ কারণে এ দো'আ পাঠ করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/১২৮৯-৯০)*। কিন্তু কেবল জুম'আর ছালাতকে এর জন্য নির্ধারণ করেছিলেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ইমাম নাখঈ, তাউস, মাকহূল প্রমুখ বিদ্বানগণ এটাকে বিদ'আত বলেছেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৪৫৫-৫৭)*। ইমাম মালেক (রহঃ) এটাকে 'মুহদাছ' বা 'নব্যসৃষ্ট' বলে মন্তব্য করেছেন *(আল-ইস্তেযকার ২/২৯৩)*। সুতরাং এরূপ আমল থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : হাততালি দেওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-তোফাযযল হোসাইন
কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, নাটোর।

উত্তরঃ এটি অমুসলিমদের অনুকরণে একটি সামাজিক কুপ্রথা মাত্র। মক্কার কাফেররা শিস দেওয়া ও তালি বাজানোর

মাধ্যমে কা'বাগৃহের পাশে তাদের উপাসনা করত *(আনফাল ৩৫)*। অতএব হাততালি বা বাঁশি বাজানো জাহেলী আরবদের রীতি, যা বর্জনীয়। খুশী বা আনন্দঘন মুহূর্তে আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করাই শরী'আতসম্মত *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩; ছহীহাহ হা/২৬৫; বুখারী হা/৬২১৮-১৯, ৪৭৪১)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : ফিদইয়া প্রদানের পর সক্ষমতা ফিরে আসলে উক্ত ছিয়াম আদায় করতে হবে কি?

-রামাযান আলী, দোহার, কাতার।

উত্তর : ফিদইয়া প্রদানের পর সক্ষমতা লাভ করলেও উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা এর জন্য কেবল ফিদইয়া আদায়েরই নির্দেশ দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*, ক্বাযা আদায়ের নয়।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : রামাযান মাসে সাহারী খাওয়ার পূর্বে স্বপ্নদোষ হ'লে সাহারীর পূর্বেই পবিত্র হওয়া আবশ্যক কি?

-মুখলেছুর রহমান
বামনডাঙ্গা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : আবশ্যক নয়। তবে ফজরের ছালাতের জন্য অবশ্যই ফরয গোসল করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) নাপাক অবস্থায় সকাল করেছেন এবং ছিয়াম পালন করেছেন *(মুসলিম হা/১১১০)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : অমুসলিমদেরকে সালাম প্রদানের বিধান কি? যদি সালাম প্রদান না করা যায়, তবে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় কি বলা উচিত?

-আল-আমীন
মধ্যহাতাশ, নওগাঁ।

উত্তর : অমুসলিমদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহূদী ও নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*। তবে যদি তারা সালাম দেয় তবে শুধু 'ওয়াআলাইকুম' বলে উত্তর দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*।

সাধারণভাবে অমুসলিমদের প্রতি শিষ্টাচার মূলক সম্ভাষণ করা যাবে। যেমন 'আদাব' অর্থাৎ 'আমি আপনার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করছি'। কিন্তু আক্বীদা ও আমল বিরোধী কিছু বলা বা করা যাবে না। যেমন কোন হিন্দুকে 'নমস্কার' বলা যাবে না। কেননা এর অর্থ 'আমি আপনার সামনে মাথা ঝুঁকাচ্ছি। আপনি কবুল করুন'। অমনিভাবে 'নমস্তে' বলা যাবে না। কেননা এর অর্থ 'আমি আপনার সামনে ঝুঁকছি'।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে অভাবমুক্ত হওয়ার জন্য বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। যদি ঘটনাটি সঠিক না হয় তবে অসচ্ছলতার কারণে বিবাহ না করলে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-রহীদুল ইসলাম
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪০০ আলোচনা দ্রঃ)*। তবে বিবাহের মাধ্যমে অভাব দূর হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও ... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন' *(নূর ২৪/৩২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ স্বীয় কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, তাদের একজন হ'ল, বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তি যে বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র জীবন-যাপন করতে চায় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৮৯)*। নবী করীম (ছাঃ) জনৈক যুবকের বিবাহহীন থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি বিবাহ করেছি। যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে অস্বীকার করবে সে আমার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করল, তখন সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩০৯৬, সনদ হাসান)*। সুতরাং বিবাহ না করলে ব্যক্তি গোনাহগার না হলেও এতে শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে অগ্রাহ্য করা হয়।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : সারোগেসী (Surrogacy) পদ্ধতিতে বর্তমানে সন্তান গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতি শরী'আতসম্মত কি?

-আমীনুল ইসলাম
কোমরগ্রাম, জয়পুরহাট।

উত্তর : এ পদ্ধতিতে সন্তান গ্রহণ করা হারাম। কারণ এ পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণু টেস্টটিউবে পরাগায়ণ করে তৃতীয় একজন মহিলার গর্ভে স্থাপন করে তার মাধ্যমে সন্তান প্রসব করানো হয়। এভাবে একজন গায়ের মাহরাম মহিলার গর্ভে অপরিচিত নারী-পুরুষের বীর্য প্রবেশ করানো পরিষ্কারভাবে ব্যভিচারের সদৃশ। এটা পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার একটি ঘৃণ্য অনুষঙ্গ মাত্র। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার নিরিখে এ পদ্ধতি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এই হারাম পদ্ধতি অবলম্বন থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : হজ্জব্রত পালনকালে এহরাম অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার শরীরে সুগন্ধি লাগানো যাবে কি?

- সৈয়দ ফয়েয
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : এমতাবস্থায় তার শরীরে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। জনৈক ছাহাবী আরাফার মায়দানে এহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূল (ছাঃ) তার শরীরে সুগন্ধি লাগাতে ও মাথা ঢাকতে নিষেধ করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৭)*।

YEAR TABLE (16th Vol.) বর্ষসূচী-১৬ (Oct. 2012 to Sept. 2013)

(১৬তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১২ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :**

১. ইনোসেন্স অফ মুসলিম্স *(অক্টোবর ২০১২)* ২. গিনিপিগ *(নভেম্বর ২০১২)* ৩. আমেরিকার নির্বাচন *(ডিসেম্বর ২০১২)* ৪. বিশ্বজিৎ ও আমরা *(জানুয়ারী ২০১৩)* ৫. নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের উপায় *(ফেব্রুয়ারী ২০১৩)* ৬. হে মানুষ আল্লাহকে ভয় কর! *(মার্চ ২০১৩)* ৭. (১) মৌলিক পরিবর্তন কাম্য (২) নাস্তিক্যবাদ *(এপ্রিল ২০১৩)* ৮. জীবন দর্শন *(মে ২০১৩)* ৯. ইসলামের বিজয় অপ্রতিরোধ্য *(জুন ২০১৩)* ১০. রাষ্ট্র দর্শন *(জুলাই ২০১৩)* ১১. মুরসির বিদায় *(আগষ্ট ২০১৩)* ১২. কল্যাণের অভিযাত্রী *(সেপ্টেম্বর ২০১৩)*।

*** দরসে কুরআন :**

১. অধিক পাওয়ার আকাংখা (১৬/২) *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. মুত্তাক্বীদের পরিচয় (১৬/৪)-ঐ ৩. আল্লাহ্র আশ্রয় (১৬/৫) -ঐ ৪. আমর বিল মা'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার (১৬/৯) -ঐ ৫. নবচন্দ্র সমূহ (১৬/১২) -ঐ।

*** দরসে হাদীছ :**

১. ফেরকা নাজিয়া-এর পরিচয় *(১৬/১) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২ দ্বীন ও দুনিয়া পৃথক বস্তু (১৬/৬)-ঐ ৩. ইলমের ফযীলত (১৬/৭) -ঐ ৪. হিংসা ও বিদ্বেষ : মানবতার হত্যাকারী (১৬/৮)-ঐ। চারটি বিদায়ী উপদেশ (১৬/৩)-ঐ

*** প্রবন্ধ :**

অক্টোবর '১২ :

১. পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল *(১৬/১-৪) -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম* ২. হজ্জ : ফযীলত ও উপকারিতা *(১৬/১) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩. মানবাধিকার ও ইসলাম (১৬/১-৫,৭) *-শামসুল আলম* ৪. এক নযরে হজ্জ *(আত-তাহরীক ডেস্ক) ৫.* কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

নভেম্বর '১২ :

১. মানব জাতির সাফল্য লাভের উপায় *(১৬/২-৫, ১১-১২) -হাফেয আব্দুল মতীন* ২. মুসলিম নারীর পর্দা ও চেহারা ঢাকার অপরিহার্যতা (১৬/২, ৪, ৫) *-আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম* ৩. রামুর ঘটনা সাম্প্রদায়িক নয় রাজনৈতিক *-মেহেদী হাসান পলাশ* ৪. আশূরায়ে মুহাররম *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

ডিসেম্বর '১২ :

১. ছালাতে একাগ্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও উপায় *-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।*

জানুয়ারী '১৩ :

১. সীমালংঘন *-রফীক আহমাদ।* ২. ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

ফেব্রুয়ারী '১৩ :

১. ইসলামের কতিপয় সামাজিক বিধান *-মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ* ২. আত্মসমালোচনা : গুরুত্ব ও পদ্ধতি *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ৩. বিশ্ব ভালবাসা দিবস *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

মার্চ '১৩ :

১. আত-তাহরীকের সাহিত্যিক মান *-প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম* ২. প্রসঙ্গ : মাসিক আত-তাহরীক *-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রধান* ৩. দ্বীনে হক প্রচারে আত-তাহরীকের ভূমিকা *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ৪. স্মৃতির আয়নায় আত-তাহরীকের সূচনা *-শামসুল আলম* ৫. শিশুদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা *-ইমামুদ্দীন* ৬. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে 'আত-তাহরীক'-এর ভূমিকা *-বযলুর রহমান* ৭. এপ্রিল ফুল্স *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

এপ্রিল '১৩ :

১. যাকাত সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল *(১৬/৭-১১) -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম* ২. ঈমান বিধ্বংসী দশটি কারণ *-খায়রুল ইসলাম বিন ইলিয়াস* ৩. বিদ'আত ও তার ভয়াবহতা *(১৬/৭-৮) -আব্দুর রহীম বিন আবুল কাসেম*।

মে '১৩ :

১. ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তিকারী নাস্তিকদের শারঈ বিধান *-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর* ৩. আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় *-রফীক আহমাদ*।

জুন '১৩ :

১. মানব সৃষ্টি : ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে *-মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী* ৩. শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক ৪.* সরেযমীন সাভার ট্রাজেডি *-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ৫. শায়খ আলবানীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মন্তব্য (১৬/৯-১১) -আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ৬. মৌলবাদের উত্থান -মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।*

জুলাই '১৩ :

১. ইয়াতীম প্রতিপালন (১৬/১০-১১) *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ২. ছিয়ামের আদব *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৩. *আল-কুরআনের আলোকে জাহান্নামের বিবরণ (১৬/১০-১২) -বযলুর রহমান ৪. মাদরাসার পাঠ্যক্রম নিয়ে ষড়যন্ত্র -জাহাঙ্গীর আলম ৫. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল -আত-তাহরীক ডেস্ক।*

আগস্ট '১৩ :

১. যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক।*

সেপ্টেম্বর '১৩ :

অর্থনীতির পাতা :

১. ইসলামী ব্যাংকিং-এর অগ্রগতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা *(১৬/৩-৪) -অনুবাদ : আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।*

সাক্ষাৎকার : *প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ***(১৬/৬)।***

দিশারী :

১. গোপালপুরের নব আহলেহাদীছদের উপর নির্যাতন *(নভেম্বর'১২) -জামীলুর রহমান বিন আব্দুল মতীন* ২. প্রসঙ্গ : সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ *(আগষ্ট'১৩) -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ও *মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম*।

হক-এর পথে যত বাধা : *(জুলাই'১৩-সেপ্টেম্বর'১৩)*।

ভ্রমণস্মৃতি : ১. মালদ্বীপের পথে *(আগষ্ট/১৩) -মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।*

সাময়িক প্রসঙ্গ :

১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক : একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা *(১৬/৫) -আবু নাফিয মুহাম্মাদ আল-বারাদী* ২. নাস্তিকতার ভয়ংকর ছোবলে বাংলাদেশের যুবসমাজ *(১৬/৭)-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ৩. শাহবাগ থেকে শাপলা : একটি পর্যালোচনা *(১৬/৯) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*।

ছাহাবী চরিত :

১. আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) *(মার্চ'১৩) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*।

নবীনদের পাতা :

১. এইডস প্রতিরোধে ইসলাম *(মার্চ'১৩) -মুহাম্মাদ আতীকুল ইসলাম* ২. জান্নাতের নে'মত ও তা লাভের উপায় *(এপ্রিল'১৩)-নাজমুস সা'আদত*।

মহিলাদের পাতা :

১. যিকর : মৃত আত্মায় জীবনের সঞ্চার *(মার্চ'১৩) -শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন।*

ইতিহাসের পাতা থেকে :

১. নীলনদের প্রতি ওমর (রাঃ)-এর পত্র *(অক্টোবর'১২)-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* ২. (ক) ইসলামী শাসনের একটি নমুনা (খ) আবুবকর (রাঃ), ইমাম মাওয়ার্দী এবং আলী বিন হুসায়েন (রহঃ)-এর গোপন আমল *(মার্চ'১৩) -ঐ* ৩. শায়খ আলবানীর বৈচিত্র্যময় জীবনের কিছু স্মৃতি *(মে'১৩) -ঐ।*

হাদীছের গল্প :

১. সর্বাবস্থায় পুণ্যবান স্বামীর অনুগত হওয়াই পুণ্যবতী স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য *(নভেম্বর '১২) -আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস* ২. আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনা *(ডিসেম্বর'১২) -জাদীদা* ৩. অতিথি আপ্যায়নে ইলাহী মদদ *(জানুয়ারী'১৩) -মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার* ৪. তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস *(ফেব্রুয়ারী'১৩) -ঐ* ৫. মদীনার পথে *(মার্চ'১৩) -ঐ* ৬. ওমর (রাঃ)-এর শাহাদত ও ওছমান (রাঃ)-এর খলীফা মনোনয়ন *(এপ্রিল'১৩) -ঐ* ৭. ওমর (রাঃ)-এর একটি ভাষণ *(জুন'১৩) -ঐ* ৮. রাসূল (ছাঃ)-এর ঈলার ঘটনা *(আগষ্ট'১৩) -নাফীসা বিনতু জালাল জাদীদা*। ৯. (১) গীবতের ভয়াবহতা (২) অন্যের সাথে মন্দ আচরণের প্রতিবিধান *(সেপ্টেম্বর'১৩) -আব্দুর রহীম*।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :

১.(ক) একজন কৃষকের আত্মবিশ্বাস *(নভেম্বর'১২) -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (খ) নিঃসঙ্গ *(নভেম্বর'১২) -শামীমা ফেরদৌসী,* ২. ঈমান হরণ *(জানুয়ারী'১৩) -মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান* ৩. ক্বিয়ামতের সামান্য দৃশ্য *(ফেব্রুয়ারী'১৩) -আব্দুল হাদী* ৪. (ক) সময়ের কাজ সময়ে করতে হয় *(এপ্রিল'১৩) -মুহাম্মাদ খাদিমুল ইসলাম* (খ) কুরআন-হাদীছের বিধান পরিবর্তনযোগ্য নয় *(এপ্রিল'১৩) -মৌসুমী* ৫. হিল্লা কাহিনী *(মে'১৩)* ৬. ইনছাফ প্রিয় বাদশাহ *(জুলাই'১৩) -আব্দুল্লাহ আল-মারুফ।*

চিকিৎসা জগত :

১. শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা *(জানুয়ারী'১৩)* ২. মাছের খাদ্যগুণ ও উপকারিতা *(ফেব্রুয়ারী '১৩)* ৩. সুস্থ দেহের জন্য শাক-সবজি *(মার্চ'১৩)* ৪. (ক) গরমে নানা সমস্যায় করণীয় (খ) ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার রোগ ডেকে আনছে *(জুলাই'১৩)* ৫. (ক) ঘুমের ওষুধ মৃত্যু ও ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় (খ) উপকারী পানীয় চা দুধ মিশালে ক্ষতির কারণ হয় *(আগষ্ট'১৩)* ৬. (ক) ঘুমের ওষুধ (খ) উপকারী পানীয় (গ) সুস্বাস্থ্যের জন্য লবণ।

ক্ষেত-খামার :

১. (ক) লতিকচুর চাষ (খ) পেঁপের নতুন জাত উদ্ভাবন *(জানুয়ারী'১৩)* ২. সঊদী খেজুরের চাষ পদ্ধতি *(ফেব্রুয়ারী'১৩)* ৩. ছাদে বাগান : পদ্ধতি ও পরিচর্যা *(মার্চ'১৩)* ৪. (ক) বিষমুক্ত সবজি (খ) আঙ্গুর চাষ।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় **১২**টি **২**. দরসে কুরআন ৫টি **৩**. দরসে হাদীছ ৫টি **৪**. প্রবন্ধ ৪৬টি **৫**. অর্থনীতির পাতা **১**টি **৬**. দিশারী ২টি **৭**. সাময়িক প্রসঙ্গ ৩টি **৮**. ছাহাবী চরিত **১**টি **৯**. ইতিহাসের পাতা থেকে ৩টি **১০**. নবীনদের পাতা ২টি **১১**. মহিলাদের পাতা **১**টি **১২**. ভ্রমণস্মৃতি **১**টি **১৩**. হাদীছের গল্প **১১**টি **১৪**. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৮টি **১৫**. চিকিৎসা জগৎ ৯টি **১৬**. ক্ষেত-খামার ৬টি **১৭**. কবিতা ৪৭টি **১৮**. প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্ন	উত্তর সংখ্যা
	আক্বীদা	
অক্টোবর'১২	মসজিদের ডান পাশে আল্লাহ এবং বাম পাশে মুহাম্মাদ কেন লিখা যাবে না?	(৫/৫)
নভেম্বর'১২	মিশকাতের ৯২৪, ৯২৬ ও ৯২৮ নং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে 'উম্মতের দরূদ ও সালাম রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছে'। ৯২৫নং হাদীছে বর্ধিতভাবে এসেছে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার নিকট আমার রূহ ফেরত দেন যাতে আমি সালামের জবাব দিতে পারি'। সারাবিশ্বে প্রতিনিয়ত দরূদ ও সালাম পাঠ হচ্ছে। এমতাবস্থায় নবী (ছাঃ)-এর জীবিত থাকাই স্বাভাবিক। এ হাদীছদ্বয়ের ব্যাখ্যা কি?	(১/৪১)
নভেম্বর'১২	ভাগ্যে তো সবকিছু আছেই। আর তা অবশ্যই ঘটবে। অতএব চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজন কি? বিষয়টি স্পষ্ট করে বাধিত করবেন।	(৪/৪৪)
ফেব্রুয়ারী'১৩	তাওহীদে আসমা ওয়াস ছিফাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উপকারিতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/১৯১)
মার্চ'১৩	কুরআন ও হাদীছে ইহুদী-খ্রিষ্টান সহ অন্যান্য বিকৃত ধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে কি? এসব ধর্মগুলো কি আসমানী কিতাব ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে?	(২০/২২০)
এপ্রিল'১৩	ছূফীবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। এদের আক্বীদা পোষণকারী ইমামদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১২/২৫২)
জুন'১৩	আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে দেখতে পাবে না। তাহ'লে আদম (আঃ) কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?	(১০/৩৩০)
জুন'১৩	হাদীছে জিবরীলে বলা হয়েছে 'ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ'। এর ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/৩৪৫)
জুলাই'১৩	আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। এ মর্মে কুরআন বা হাদীছের সরাসরি কোন দলীল আছে কি?	(৬/৩৬৬)
	হাশর-বিচার	
অক্টোবর'১২	পৃথিবীতে কি এমন কোন দ্বীপ থাকতে পারে, যেখানে এ পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি? যদি থাকে, তাহ'লে সেখানকার লোকজন অমুসলিম অবস্থায় মারা গেলে। মৃত্যুর পর তাদের ব্যাপারে ফায়ছালা কি হবে?	(৩৭/৩৭)
নভেম্বর'১২	ক্বিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। উক্ত কথার তাৎপর্য কি?	(২৪/৬৪)
জানুয়ারী'১৩	ক্বিয়ামত দিবসে কে কে শাফা'আত করার সুযোগ লাভ করবেন?	(৫/১২৫)
মে'১৩	জনৈক ব্যক্তি বলেন, একদল আলেম ক্বিয়ামতের দিন তাদের নাড়িভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে, যারা জনগণকে যা উপদেশ দিত নিজেরা তা মেনে চলত না। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?	(৩৮/৩১৮)
	জান্নাত-জাহান্নাম	
জানুয়ারী'১৩	আগুনের সৃষ্টি জ্বিন জাতির দেহ জাহান্নামের আগুনে পুড়বে কি?	(৬/১২৬)
মার্চ'১৩	আমার সন্তান ৪২ দিনের মাথায় ইন্তেকাল করেছে। এক্ষণে সে কি জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত থাকবে এবং হাদীছ অনুযায়ী পরকালে তার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে দিতে বাধ্য থাকবেন কি?	(৩৯/২৩৯)
এপ্রিল'১৩	কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী না হ'লে সে কি স্থায়ী না অস্থায়ী জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে?	(২৪/২৬৪)
জুন'১৩	জান্নাতে কৃষি খামার বা পশুপালন ইত্যাদি করা যাবে কি? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৫/৩৫৫)
আগস্ট'১৩	আমরা জানি জান্নাত আটটি ও জাহান্নাম সাতটি। বর্তমানে অনেকে বিষয়টি ভুল বলে আখ্যায়িত করছেন। কোনটি সঠিক?	(২৩/৪২৩)
	তাহারাত	
অক্টোবর'১২	'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ শুরু না করলে ওযূ হবে না (আবুদাঊদ হা/১০১)। আমার প্রশ্ন হ'ল, তবে এটা কি ফরয?	(২৩/২৩)
জানুয়ারী'১৩	ওযূ করার পর হাত-পা মুছতে হবে মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি?	(২৬/১৪৬)
ফেব্রুয়ারী'১৩	ওযূ করার পর কাপড় বা লুঙ্গি হাঁটুর উপর উঠে গেলে ওযূর কোন ক্ষতি হবে কি?	(৭/১৬৭)
মার্চ'১৩	হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর সহবাস করার জন্য গোসল কি আবশ্যক হবে? না ওযূ বা কেবল পরিচ্ছন্ন হওয়ার মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করা যাবে?	(১০/২১০)
এপ্রিল'১৩	দাঁড়িয়ে পেশাব করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৯/২৪৯)
এপ্রিল'১৩	ফজরের সামান্য পূর্বে স্বপ্নদোষ হওয়ার পর কোন কারণে গোসল করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? না গোসলের পর ক্বাযা হিসাবে ছালাত আদায় করবে? গোসলের ফলে স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশংকা থাকলে সে অবস্থায় করণীয় কি?	(২২/২৬২)
এপ্রিল'১৩	নাপাক অবস্থায় কম্পিউটারের পর্দায় কুরআন দেখে পাঠ করা যাবে কি?	(২৮/২৬৮)
মে'১৩	উটের গোশত ভক্ষণ করলে ওযূ নষ্ট হওয়ার কারণ কি?	(৩৫/৩১৫)
জুন'১৩	প্রস্রাব করে পানি নেওয়ার পরে জামায় প্রসাব লেগে গেলে, বাসা থেকে জামা পরিবর্তন করে ছালাত আদায় করি। কিন্তু বাইরে এই সমস্যা হ'লে করণীয় কি? অনেকে এজন্য ছালাত ক্বাযা করে। এটা কি ঠিক?	(৭/৩২৭)
জুন'১৩	পোষাক পরিবর্তনের সময় সতর খুলে যাওয়ায় অথবা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে ওযূ ভেঙ্গে যায় কি?	(১৯/৩৩৯)
জুলাই'১৩	ত্বাওয়াফরত অবস্থায় ওযূ ভেঙ্গে গেলে করণীয় কি? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।	(২৬/৩৮৬)
আগস্ট'১৩	গোসল করার পর ওযূ করার কোন প্রয়োজনীতা আছে কি?	(১৫/৪১৫)
আগস্ট'১৩	ছেলে সন্তানের পেশাব থেকে কতদিন যাবৎ পানি ছিটিয়ে পবিত্র হওয়া যায়?	(২০/৪২০)
আগস্ট'১৩	ওযূ করার পর কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুন খেলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে কি?	(৩২/৪৩২)
	ছালাত	
অক্টোবর'১২	আমরা জানি তারাবীহ্‌র ছালাত ২ রাক'আত পর পর সালাম ফিরাতে হয়। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, ৪ রাক'আত পর পর সালাম ফিরাতে হবে। তিনি বুখারী হা/১১৪৭ দ্বারা দলীল পেশ করছেন। এর সমাধান কি?	(৩/৩)
অক্টোবর'১২	জনৈক আলেম বলেন, 'তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করলে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়'। কথাটি কি সঠিক?	(৯/৯)
অক্টোবর'১২	বিতর ছালাতের পরে 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস' বলা যাবে কি?	(১০/১০)

অক্টোবর'১২	জনৈক আলেম বলছেন, নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তার বক্তব্য কি সঠিক?	(১৪/১৪)
অক্টোবর'১২	ফজরের ছালাতের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলে মিলে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করা কি শরী'আত সম্মত?	(১৮/১৮)
অক্টোবর'১২	সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাঁটু না হাত রাখতে হবে?	(২২/২২)
অক্টোবর'১২	আযান চলাকালীন সময়ে সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়া যাবে কি?	(২৫/২৫)
অক্টোবর'১২	মসজিদে মহিলাদের ছালাতের জন্য পৃথক রুম করা আছে। এখন অনেক সময় গরমের কারণে মুছল্লীরা বারান্দায় ছালাত আদায় করলে মহিলারা তাদের সামনে পড়ে যায়। এ ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(২৬/২৬)
অক্টোবর'১২	রাসূল (ছাঃ) শুক্রবারে মসজিদ নববীতে ফরয ছালাত শেষে বাড়িতে গিয়ে সুন্নাত পড়তেন। বিষয়টি কি সঠিক? যদি সঠিক হয়, তবে মুছল্লীদেরকে কি সেদিকেই উৎসাহিত করতে হবে? রাসূলের এ আমল থেকে কি বিষয়টি ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে?	(৩৪/৩৪)
অক্টোবর'১২	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে যদি আমাদের ছালাতের মিল না থাকে, তাহ'লে সে ছালাত কি আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে? যেমন মাযহাবী ভাইদের ছালাত?	(৩৫/৩৫)
নভেম্বর'১২	মসজিদে মহিলাদের ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা না থাকায় ৫০ গজ দূরে একটি ঘরে সাউণ্ডবক্সের মাধ্যমে তাদের জন্য জুম'আ ও তারাবীহ্র ছালাতের ব্যবস্থা করা হয়। এটা কি শরী'আতসম্মত হবে?	(২/৪২)
নভেম্বর'১২	অসুস্থতার কারণে পা সামনে রেখে ছালাত আদায় করতে হয়। পাশের মুছল্লীরা মনে করে তার ছালাত হয় না। কেউ বলেন, চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করতে হবে। সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।	(১৭/৫৭)
নভেম্বর'১২	ছালাত অবস্থায় টুপি পড়ে গেলে তুলে নেয়া যাবে কি?	(২৭/৬৭)
নভেম্বর'১২	ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে আলহামদু-লিল্লাহ বলা যাবে কি?	(২৮/৬৮)
নভেম্বর'১২	আমাদের আহলেহাদীছ মসজিদে তারাবীহ ছালাতের শেষে বিতর ছালাত জামা'আতে পড়ানোর সময় ইমাম ছাহেব কোন দিন এক রাক'আত কোন দিন তিন রাক'আত পড়ান। কিন্তু মুছল্লীগণকে কিছু বলেন না। এমতাবস্থায় মুছল্লীরা কিভাবে নিয়ত করবে। আর এভাবে কি ইমাম ছাহেবের ছালাত পড়ানো ঠিক হচ্ছে?	(৩১/৭১)
ডিসেম্বর'১২	চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের ১ম তাশাহহুদের পর দাঁড়ানোর সময় যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে, না হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে?	(১৮/৯৮)
ডিসেম্বর'১২	রাসূল (ছাঃ) দু'জন ছালাত আদায়রত মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, সিজদার সময় তোমরা শরীরের কিছু অংশ মাটির সাথে মিলিয়ে নাও। কারণ মহিলাদের সিজদা পুরুষদের মত নয় (বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩৩২৫)। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?	(২০/১০০)
ডিসেম্বর'১২	জনৈক আলেম বলেন, ফজরের সুন্নাত পরে পড়া যাবে না বরং সূর্য উঠার পরে পড়তে হবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(২২/১০২)
ডিসেম্বর'১২	রামাযানে হাফেয ছাহেবদের পিছনে ৩০ পারা কুরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য ২০ রাক'আত তারাবীহর জামা'আতে শরীক হয়ে সুন্নাত হিসাবে ৮ রাক'আত এবং নফল হিসাবে ১২ রাক'আত পড়ছি। উক্ত নিয়ত বৈধ হবে?	(২৬/১০৬)
ডিসেম্বর'১২	মাসবূকের ছালাত কেমন হবে? বাকী ছালাত উচ্চৈঃস্বরে আদায় করবে না নিম্নস্বরে? মাসবূক কখন বাকী ছালাতের জন্য দাঁড়াবে?	(২৯/১০৯)
ডিসেম্বর'১২	মহিলারা ছালাতে ইমামতি করার সময়ে সরবে ক্বিরাআত পড়তে পারবে কি?	(৩১/১১১)
ডিসেম্বর'১২	কুনূতে রাতেবা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে বিশেষ করে ফজরের ছালাতে নিয়মিত পাঠ করা যাবে কি?	(৪০/১২০)
জানুয়ারী'১৩	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই রাতে ছালাত আদায় করা কষ্টকর কাজ। অতএব যখন তোমাদের কেউ বিতর পড়বে তখন যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়। যদি রাতে উঠতে পারে, তাহ'লে তাহাজ্জুদ পড়বে। নইলে এই দু'রাক'আত তার রাতের ছালাত হিসাবে গণ্য হবে' *(দারেমী, মিশকাত হা/১২৮৬)*। উক্ত হাদীছের উপর নিয়মিত আমল করা যাবে কি?	(১৩/১৩৩)
জানুয়ারী'১৩	কোন ঘরে মক্কা-মদীনা কিংবা কোন মাযারের ছবি থাকলে সেই ঘরে ছালাত হবে কি?	(১৬/১৩৬)
জানুয়ারী'১৩	অনেকে রুকূ থেকে উঠে দো'আ শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রাখে। এটা কি সঠিক? কতক্ষণ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রাখতে হবে?	(২০/১৪০)
জানুয়ারী'১৩	মুনাজাত চালু হওয়ার ইতিহাস জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/১৪৩)
জানুয়ারী'১৩	জনৈক আলেম বলেন, ইমাম ফজর এবং আছর ছালাতে সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীর দিকে ঘুরে বসবেন আর বাকী তিন ওয়াক্তে 'তাবারাকতা... ওয়াল ইকরাম' বলে উঠে আসবেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(২৯/১৪৯)
জানুয়ারী'১৩	ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কি কাফের? ইসলামের কোন একটি রুকনকে অস্বীকার করলে সে কি হত্যাযোগ্য? এক্ষেত্রে তাকে হত্যা করার দায়িত্বশীল কে? এ বিষয়ে দলীল সহ সুস্পষ্ট বক্তব্য জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/১৫১)
জানুয়ারী'১৩	তাবলীগ জামা'আতের জনৈক ব্যক্তি দাবী করেছেন যে, পেশাব করার পর ৪০ কদম হাঁটতে হবে। কারণ পানি ব্যবহার করে উঠে দাঁড়ালে ফোঁটায় ফোঁটায় পেশাব পড়ে কাপড় নাপাক হয়ে যায়। ফলে ছালাত হবে না। তাদের উক্ত দাবী কি সঠিক?	(৩৩/১৫৩)
ফেব্রুয়ারী'১৩	কোন কোন দেশে ৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন। তাহ'লে সে দেশের মানুষ কিভাবে ছালাত-ছিয়াম পালন করবে?	(১৯/১৭৯)
ফেব্রুয়ারী'১৩	ছালাতের মধ্যে ওযূ ভেঙ্গে গেলে, ছালাত ছেড়ে দিয়ে বাইরে এসে পুনরায় ওযূ করতে হবে কি? ওযূবিহীন অবস্থায় ছালাত শেষ করলে পরে তা আদায় করতে হবে কি?	(২৩/১৮৩)
ফেব্রুয়ারী'১৩	ছালাতে কোন কোন সময় চোখ বন্ধ রাখলে মনোযোগ বিঘ্ন হওয়া থেকে বাঁচা যায়। এক্ষণে চোখ বন্ধ রেখে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৮/১৮৮)
ফেব্রুয়ারী'১৩	ফজর, মাগরিব এবং এশার ক্বাযা ছালাত অন্য সময় পড়লে সেখানে ক্বিরাআত সরবে না নীরবে পড়তে হবে? ক্বাযা ছালাতের একামত দিতে হবে কি?	(৩৪/১৯৪)
ফেব্রুয়ারী'১৩	বর্তমানে অনেক মসজিদে সতর্কতার জন্য ফজরের আযান ছুবহে ছাদিকের পূর্বে দেওয়া হয়। এরূপ করা জায়েয হবে কি? উক্ত আযানে ছালাত আদায় করা শুদ্ধ হবে কি?	(৩৫/১৯৫)
ফেব্রুয়ারী'১৩	জনৈক ব্যক্তি বললেন, সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ছালাত ও দো'আ রয়েছে। উক্ত ছালাত ও দো'আ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৮/১৯৮)
মার্চ'১৩	বাস বা ট্রেনে যেখানে ছালাতের কোন স্থান নেই এবং ক্বিবলা কোন্ দিকে তাও জানা যায় না। এরূপ অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে কি? এছাড়া ছালাতের সময় অবশিষ্ট থাকতেই গন্তব্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা থাকলে গাড়িতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৮/২০৮)
মার্চ'১৩	চার রাক'আত বিশিষ্ট সুন্নাত ছালাতের প্রতি রাক'আতেই কি অন্য সূরা মিলাতে হবে? না প্রথম দু'রাক'আতে মিলালেই যথেষ্ট হবে?	(৯/২০৯)
মার্চ'১৩	যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বাইরে পড়াশুনা করে অথবা প্রবাসে থাকে, তারা কয়েক দিন বা কয়েক মাসের জন্য বাড়িতে আসলে ছালাত কছর করতে পারবে কি?	(১১/২১১)
মার্চ'১৩	মাগরিবের ছালাত না আদায় করা অবস্থায় এশার জামা'আতের সাথে মাগরিব আদায় করা যাবে কি? যদি করা যায় তবে তা কিভাবে আদায় করতে হবে?	(১৯/২১৯)
মার্চ'১৩	প্রথম তাশাহহুদে জামা'আতে শরীক হওয়ার পর ইমাম যখন ৩য় রাক'আতের জন্য উঠে দাঁড়াবেন, তখন কি ইমামের সাথে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে? এরপর মাসবূক একাকী যখন স্বীয় ৩য় রাক'আত শুরু করবে তখন কি পুনরায় রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে?	(২৩/২২৩)

মার্চ'১৩	ছালাত অবস্থায় হাঁচি দিলে কি আল-হামদুলিল্লাহ পাঠ করতে হবে? পাশের মুক্তাদী কি এর উত্তর দিতে পারবে?	(২৪/২২৪)
মার্চ'১৩	চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩০/২৩০)
এপ্রিল'১৩	মাগরিবের ছালাতের ন্যায় তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর ছালাতের ৩য় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে কি?	(৩/২৪৩)
এপ্রিল'১৩	ছালাতরত অবস্থায় ইমামের ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে ইমামসহ মুক্তাদীদের করণীয় কি? বিশেষতঃ শেষ তাশাহহুদে হ'লে করণীয় কি?	(১০/২৫০)
এপ্রিল'১৩	পিতা-মাতার কথা মনে আসলে তাদের জন্য আমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি। এরূপ আমল শরী'আতসম্মত কি?	(১৫/২৫৫)
এপ্রিল'১৩	সপ্তাহে দু'দিন হাটে বেচাকেনার ব্যস্ততার কারণে পার্শ্ববর্তী মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা সম্ভব হয় না। এক্ষণে ব্যস্ততার কারণে একাকী ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে কি?	(২৭/২৬৭)
এপ্রিল'১৩	সফর অবস্থায় তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি কি?	(৩৩/২৭৩)
এপ্রিল'১৩	ছালাত আদায়কালে মহিলাদের চুল বেঁধে খোপা করে রাখা যাবে, না ছেড়ে দিতে হবে?	(৩৫/২৭৫)
এপ্রিল'১৩	দাড়ি না রেখে ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত কবুল হবে কি? এতে মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে কি?	(৩৯/২৭৯)
মে'১৩	রুকূর পরে বুকে হাত বাঁধার বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/৩০১)
মে'১৩	স্ত্রীকে ছালাত আদায়, পর্দা সহ শরী'আত সম্মতভাবে চলার নির্দেশ দিলেও সে তা মেনে চলছে না। এতে স্বামী কি গোনাহগার হবে? এক্ষণে তার করণীয় কি?	(২৩/৩০৩)
মে'১৩	'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে মাগরিবের ছালাতের সময়, সেজন্য মাগরিবের ছালাত এগিয়ে দেওয়া হয়েছে' -এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?	(২৫/৩০৫)
মে'১৩	মিসওয়াক সহ ছালাত আদায় মিসওয়াক বিহীন সত্তরবার ছালাতে আদায়ের চেয়েও অধিক নেকীপূর্ণ। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?	(২৬/৩০৬)
মে'১৩	দ্বিতীয় সিজদার আগে ও পরে হাত উত্তোলন করা যাবে কি?	(৩৯/৩১৯)
জুন'১৩	সুন্নাত ছালাতের ক্বাযা আদায় করতে হবে কি? না করলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?	(৪/৩২৪)
জুন'১৩	ছালাতে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে মহিলাদের দু'পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে কি?	(১৩/৩৩৩)
জুন'১৩	পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আগে-পিছের সুন্নাত অলসতাবশতঃ আদায় না করলে গোনাহগার হ'তে হবে কি?	(২০/৩৪০)
জুন'১৩	সফর অবস্থায় জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব কি? ছালাত জমা করার পরে পুনরায় উক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করতে হবে কি?	(২২/৩৪২)
জুন'১৩	গরমের কারণে মসজিদের বাইরে মাঠে ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি?	(৩৪/৩৫৪)
জুন'১৩	ওয়াক্তিয়া মসজিদের পাশে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন আযান হ'লে মসজিদে আযান দিতে হবে কি?	(৩৯/৩৫৯)
জুলাই'১৩	আমার আত্মীয়-স্বজন ছালাত ছিয়াম আদায় করে না। এ ব্যাপারে কিছু বললে বিরূপ মন্তব্য করে। এমতাবস্থায় তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে কি? অথবা তাদের বিপদে সাহায্য না করলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?	(১৭/৩৭৭)
জুলাই'১৩	ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী... দো'আটি ছালাতের কোন স্থানে পড়া যাবে?	(১৫/৩৭৫)
জুলাই'১৩	ছালাতের সময় টুপি বা পাগড়ী পরা কি যরূরী? না পরলে সুন্নাতের খেলাফ হবে কি?	(১৯/৩৭৯)
জুলাই'১৩	ছালাতে ক্বওমা, রুকূ, সিজদা ও তাশাহহুদের সময় দৃষ্টি কোন দিকে রাখতে হবে? আশে-পাশে বা আসমানের দিকে দৃষ্টি দিলে ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে কি?	(২৯/৩৮৯)
জুলাই'১৩	আমরা জানি ছালাতে সতর ঢাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু গৃহে ছালাত আদায়ের সময় অনেক মহিলাকে দেখা যায় তাদের পা, মাথা, পেট ইত্যাদির কিছু কিছু অংশ অনাবৃত থাকে। এভাবে আদায় করলে ছালাত কবুল হবে কি?	(৩১/৩৯১)
জুলাই'১৩	রাফউল ইয়াদায়েন মানসূখ হওয়ার কোন দলীল আছে কি?	(৩৭/৩৯৭)
আগস্ট'১৩	নিষিদ্ধ সময়ে ঘুম থেকে উঠলে ছালাত আদায় করা যাবে কি? না উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?	(১৪/৪১৪)
আগস্ট'১৩	ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর সময় মাঝখানে একটু বিরত দেওয়ার কোন বিধান আছে কি?	(৩৫/৪৩৫)
সেপ্টেম্বর'১৩	পেশাব পরিপূর্ণভাবে শেষ হ'তে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী দেরী হ'লে করণীয় কি? ডাক্তারের বক্তব্য অনুযায়ী কোন অসুখ নেই। কিন্তু এ কারণে প্রায়ই ছালাত ছুটে যায়।	(১০/৪৫০)
সেপ্টেম্বর'১৩	মুওয়াযযিনের নির্ধারিত কোন নেকী আছে কি? নির্দিষ্ট কয়েক বছর আযান দিলে বিশেষ নেকী রয়েছে কি?	(১৩/৪৫৩)

জুম'আ ও ঈদায়েন

অক্টোবর'১২	ঈদায়নের ছালাতের তাকবীর কয়টি? ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?	(১/১)
অক্টোবর'১২	জুম'আর ছালাতের আগে ও পরে সুন্নাত কত রাক'আত?	(৪/৪)
নভেম্বর'১২	ঈদের মাঠ পাকা করা যাবে কি?	(৭/৪৭)
ডিসেম্বর'১২	জনৈক ইমাম জুম'আর দিনে প্রায় ১ ঘন্টা খুৎবা প্রদান করেন। কিন্তু খুব সংক্ষেপে ছালাত শেষ করেন। এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?	(২১/১০১)
ডিসেম্বর'১২	জনৈক আলেম বলেন, ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে পারস্যের শাসনকর্তা স্থানীয় ভাষায় খুৎবা প্রদান করতে চাইলে ওমর (রাঃ) তাকে অনুমতি দেননি। এ ঘটনা প্রমাণ করে মাতৃভাষায় খুৎবা প্রদান করা যাবে না। বক্তব্যটি কি সঠিক?	(৩৪/১১৪)
জানুয়ারী'১৩	ঈদের ময়দানে ছওয়াবের উদ্দেশ্য ছাড়াই শামিয়ানা টানানো ও সাজ-সজ্জা করার ব্যাপারে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩৪/১৫৪)
জানুয়ারী'১৩	একজন ইমাম ঈদের দিন ১ ঘন্টার ব্যবধানে একাধিক জামা'আতে ইমামতি করতে পারে কি? ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে এরূপ কোন আমল আছে কি? শরী'আতে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনা আছে কি?	(৩৫/১৫৫)
ফেব্রুয়ারী'১৩	জনৈক ব্যক্তি বলেন, শুক্রবার আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির কাজ একত্রে জমা হয়েছিল বলে এই দিনটিকে জুম'আ বলা হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(১৩/১৭৩)
জুন'১৩	জুম'আর দিনে দুই আযান দেওয়া কি বিদ'আত? এটা হযরত ওছমান (রাঃ) প্রবর্তিত সুন্নাত নয় কি? যদি বিদ'আত হয়ে থাকে তবে দুই হারামে এটি অনুসৃত হওয়ার কারণ কি?	(১৮/৩৩৮)
জুলাই'১৩	তারজী' আযান দেওয়ার পদ্ধতি কি? তারজী' সহ আযান দেওয়া উত্তম না তারজী' বিহীন উত্তম?	(২১/৩৮১)
জুলাই'১৩	ঈদের রাত্রিতে সারারাত ইবাদত করার কোন বিশেষ ফযীলত আছে কি?	(২৮/৩৮৮)
আগস্ট'১৩	কোন ব্যক্তি যদি অলসতার কারণে মসজিদে না গিয়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাত হবে কি?	(৪০/৪৪০)

মসজিদ

ফেব্রুয়ারী'১৩	জেনে-শুনে সুদ-ঘুষ গ্রহীতা, মদ বিক্রেতা ইত্যাদি হারাম উপার্জন কারী ব্যক্তিদের অর্থ মসজিদ নির্মাণের জন্য গ্রহণ করা যাবে কি?	(২/১৬২)

এপ্রিল'১৩	সমাজের দু'টি গোত্র অহংকারবশতঃ সমাজ ত্যাগ করে আমার গৃহের সম্মুখেই একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছে। এমতাবস্থায় আমি সেখানে ছালাত আদায় না করে সামান্য দূরে অন্য একটি মসজিদে ছালাত আদায় করি। এরূপ করা কি শরী'আতসম্মত?	(১৮/২৫৮)
মে'১৩	মসজিদে টাইলস ফিটিংসহ সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রমে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১৪/২৯৪)
আগস্ট'১৩	মসজিদে ঘুমানো ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয কি?	(১৬/৪১৬)
আগস্ট'১৩	কোন মুশরিক ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য মসজিদের কোন দায়িত্ব দেওয়া যাবে কি?	(১৮/৪১৮)
আগস্ট'১৩	অজান্তে কবরের উপর মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর এখন করণীয় কি? জানার পর উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় হবে কি?	(৩০/৪৩০)
সেপ্টেম্বর'১৩	জনৈক ইমাম ছাহেব প্রত্যেক জুম'আর ছালাতের দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর পর দো'আ কুনূত পাঠ করেন। এরূপ আমল কি শরী'আতসম্মত?	(৩৩/৪৭৩)

জানাযা/কাফন-দাফন/কবর

অক্টোবর'১২	জানাযার ছালাতের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা কি জায়েয?	(৬/৬)
অক্টোবর'১২	ইতেকাফরত অবস্থায় জানাযায় শরীক হওয়া যাবে কি?	(১৫/১৫)
নভেম্বর'১২	কবরকে মযবুত করে বাঁধানো এবং জন্ম-মৃত্যু তারিখ লেখা কি জায়েয?	(১১/৫১)
ডিসেম্বর'১২	মহিলা মাইয়েতকে বুক সমান এবং পুরুষ মাইয়েতকে কোমর সমান গভীর করে কবর খনন করার প্রচলিত প্রথা কি শরী'আত সম্মত? এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি কি?	(১২/৯২)
জানুয়ারী'১৩	মৃত্যু বা জন্ম দিবস উপলক্ষে সভা-সমিতি, সম্মেলন করা যাবে কি?	(৩/১২৩)
জানুয়ারী'১৩	কবরস্থানে ফসলাদী আবাদ করা কি শরী'আতসম্মত?	(২১/১৪১)
মার্চ'১৩	রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের পাশে ঈসা (আঃ)-এর কবরের স্থান সংরক্ষিত রয়েছে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?	(৭/২০৭)
মে'১৩	মহিলারা জানাযার ছালাতে এবং কবরে মাটি দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?	(১৬/২৯৬)
মে'১৩	রাসূল (ছাঃ)-এর কবর খনন, লাশ চুরির অপপ্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক ঘটনা শুনা যায়। এর কোন সত্যতা আছে কি?	(২২/৩০২)
জুলাই'১৩	মসজিদে বা রাস্তায় ঈদের বা জানাযার ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি?	(৫/৩৬৫)
জুলাই'১৩	আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে যে স্থানের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তার কবর সে স্থানেই হবে। কথাটির কোন সত্যতা আছে কি?	(১৩/৩৭৩)
জুলাই'১৩	প্রবাস থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে জানাযায় অংশগ্রহণ করা যাবে কি?	(৩২/৩৯২)
আগস্ট'১৩	কবরস্থানের পাশে জানাযার ছালাতের জন্য নির্ধারিত স্থানে মাইয়েতকে রাখার জন্য পৃথকভাবে ছাউনী নির্মাণ করা যাবে কি?	(৮/৪০৮)
আগস্ট'১৩	স্বপ্নে মৃত কোন ব্যক্তিকে কষ্টে থাকতে দেখলে করণীয় কি?	(৯/৪০৯)
আগস্ট'১৩	মৃতের জন্য দ্রুত দাফন করার বিধান থাকা সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ)-এর দাফন মৃত্যুর দু'দিন পরে সম্পন্ন হওয়ার কারণ কি?	(১২/৪১২)
আগস্ট'১৩	মৃত্যুসংবাদ প্রচার করার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?	(৩৭/৪৩৭)

ছিয়াম

অক্টোবর'১২	পিল খেয়ে হায়েয বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা জায়েয কি? হায়েয অবস্থায় ওয়ায মাহফিলে যাওয়া অথবা মাইয়েতকে দেখা যাবে কি? পুরুষ-মহিলা উভয়কেই কি নাভীর নীচের ও বগলের লোম কেটে ফেলতে হবে?	(৮/৮)
নভেম্বর'১২	ছিয়াম অবস্থায় রক্ত দান করা যাবে কি?	(১৫/৫৫)
নভেম্বর'১২	ইতিকাফ অবস্থায় মোবাইলে কথা বলা বা কোন আগন্তুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে এলে তার সাথে কথা বলা যাবে কি?	(২০/৬০)
ফেব্রুয়ারী'১৩	রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফফারা কি? রামাযানের বাইরে ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলেও কি কাফফারা ওয়াজিব? মিসকীনকে খাদ্য দানের পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩০/১৯০)
মে'১৩	সন্তান প্রসবের কারণে রামাযান মাসে ছিয়াম পালনে অক্ষম হ'লে পরবর্তীতে তা কিভাবে আদায় করবে?	(১৯/২৯৯)
জুলাই'১৩	ছিয়াম অবস্থায় ডায়াবেটিস রোগীদের ইনসুলিন গ্রহণের বিধান কি? বিশেষতঃ যাদের দিনে কয়েকবার গ্রহণের প্রয়োজন হয়।	(২৭/৩৮৭)
জুলাই'১৩	ছিয়াম অবস্থায় মযী নির্গত হ'লে বা নাকে পানি প্রবেশ করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যাবে কি?	(৩৫/৩৯৫)
আগস্ট'১৩	লায়লাতুল ক্বদরের লক্ষণ কি কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/৪০৩)
আগস্ট'১৩	রামাযানের ১ম দশ দিন রহমত, ২য় দশ দিন মাগফেরাত ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির সময়। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৬/৪৩৬)
সেপ্টেম্বর'১৩	ইফতারের পূর্বে সবাই মিলে হাত তুলে দো'আ করার বিধান আছে কি? এ সময় দো'আ করলে কি বেশী নেকী হয়?	(২/৪৪২)
সেপ্টেম্বর'১৩	আট মাস গর্ভে থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণকারী সন্তানের জানাযা ও দাফন-কাফনের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা কি?	(২৬/৪৬৬)
সেপ্টেম্বর'১৩	ইতেকাফে বসা অবস্থায় গোসল করা যাবে কি?	(৩১/৪৭১)
সেপ্টেম্বর'১৩	ফিদইয়া প্রদানের পর সক্ষমতা ফিরে আসলে উক্ত ছিয়াম আদায় করতে হবে কি?	(৩৫/৪৭৫)

যাকাত-ছাদাক্বা

নভেম্বর'১২	টিভি চ্যানেলের অধিকাংশ বক্তা বলছেন যে, ব্যবহার্য স্বর্ণালংকারের যাকাত দিতে হবে না। যেমন ব্যবহার্য দামী আসবাবপত্রের যাকাত নেই। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(৩৪/৭৪)
ডিসেম্বর'১২	কারো উপর ফিতরা ফরয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট নিছাব আছে কি? পাগলের উপর ফিতরা আদায় করা কি ফরয?	(৬/৮৬)
মার্চ'১৩	আমি একটি মসজিদে বড় অংকের সহযোগিতা করি। কিন্তু সেখানে মীলাদ-ক্বিয়ামসহ যাবতীয় বিদ'আতী কার্যক্রম হয়ে থাকে। এক্ষণে উক্ত অর্থদানের জন্য কোন নেকী অর্জিত হবে কি?	(৪/২০৪)
মার্চ'১৩	আলু, মরিচ, শাক-সবজি প্রভৃতির যাকাত দিতে হবে কি?	(৩৪/২৩৪)
মার্চ'১৩	আমাদের মসজিদের মুতাওয়াল্লী ছাহেব নিজেকে 'আমেলীন দাবী করে যাকাতের ৮ ভাগের ১ ভাগ গ্রহণ করেন। অথচ তাকে কেউ নিয়োগ দেয়নি। এক্ষণে আমেলীন কাকে বলে, তাকে নিয়োগ দিবে কে এবং তার কাজ কি?	(৩৭/২৩৭)
মার্চ'১৩	নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কাদেরকে যাকাত-ফিতরার অর্থ প্রদান করা যায় এবং কাদেরকে যায় না?	(৩৮/২৩৮)
এপ্রিল'১৩	কোন্ স্থানে (যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, সংগঠন) দান করলে সর্বাধিক নেকী অর্জিত হয়? অন্যদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রকাশ্যে দান করলে গোপন দানের নেকী অর্জিত হবে কি? মৃত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের নামে দান করলে মৃতব্যক্তিসহ দানকারীর কোন নেকী হবে কি?	(১৬/২৫৬)
এপ্রিল'১৩	কোন ব্যক্তি কিছু দান করতে চেয়ে দান না করেই মারা গেলে তা পূরণ করা ওয়ারিছদের উপর আবশ্যক কি?	(২৩/২৬৩)
এপ্রিল'১৩	যাকাত ও ওশর না দেওয়ার পরিণাম কি?	(৩৮/২৭৮)

মে'১৩	৭ দিনে মাথার চুল ন্যাড়া করে ঐ চুলের সমপরিমাণ রূপা ছাদাক্বা করার হাদীছটি কি ছহীহ? এক্ষেত্রে রূপাই ছাদাক্বা করতে হবে না সমপরিমাণ অর্থ দিলেই যথেষ্ট হবে?	(৭/২৮৭)
জুলাই'১৩	আমার খালাতো ভাই আমাদের কাছ থেকে চার লাখ টাকা নিয়ে শেয়ারবাজারে খাটিয়েছিল। কিন্তু তার অনেক ক্ষতি হওয়ায় এখন সে উক্ত টাকা ফেরত দিতে অক্ষম। এক্ষণে উক্ত অর্থের যাকাত দিতে হবে কি?	(৩৪/৩৯৪)
জুলাই'১৩	হযরত আবুবকর (রাঃ) সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও তার সম্পূর্ণ সম্পদ এবং ওমর (রাঃ) তার অর্ধেক সম্পদ দান করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন ছাহাবীর জীবনচরিতে দেখা যায়, মৃত্যুর পর তাদের খুবই সামান্য সম্পদ ছিল। এথেকে কি প্রমাণ হয় যে, পিতা তার সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা দান করতে পারেন?	(৩৮/৩৯৮)
জুলাই'১৩	প্রবাসীগণ দেশে তাদের ফিতরা সমূহ বিতরণ করতে পারবে কি?	(৩৯/৩৯৯)
আগস্ট'১৩	বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির অসুস্থতার কারণে অনাদায়ী ছিয়ামের কাফফারা দেশে অবস্থানরত তার ভাই নিজ সম্পদ থেকে আদায় করে দিতে পারে কি?	(৭/৪০৭)
আগস্ট'১৩	স্ত্রীর মোহরের যাকাত এবং মায়ের অলংকারের যাকাত আদায় করা কি স্বামীর উপর আবশ্যক? এছাড়া স্ত্রী এবং কন্যার অলংকার পৃথকভাবে নিছাব পরিমাণ না হ'লে, তা একত্রিত করে যাকাত দিতে হবে কি?	(১৭/৪১৭)
আগস্ট'১৩	মসজিদ সম্প্রসারণের সময় কারণবশতঃ যাকাত, ফিতরা ও ওশরের টাকা আদায়কৃত মূল অর্থের সাথে মিশে গেছে, যার পরিমাণ কারো জানা নেই। এক্ষণে এরূপ মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?	(২১/৪২১)
সেপ্টেম্বর'১৩	অবৈধ খাতে অর্থ ব্যয় করে যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহ'লে সে 'গারেমীন' হিসাবে যাকাতের হকদার হবে কি?	(১/৪৪১)
সেপ্টেম্বর'১৩	ঋণগ্রস্তের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয কি?	(৩২/৪৭২)

হজ্জ ও ওমরা

অক্টোবর'১২	হজ্জের সামর্থ্য বলতে কি গচ্ছিত টাকা না জমিজমা বুঝায়? বর্তমান সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাদের ১০ শতাংশ জমির মূল্য ৫ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এসব ব্যক্তিদের উপর কি হজ্জ ফরয নয়?	(১৯/১৯)
নভেম্বর'১২	সামর্থ্যহীন ব্যক্তি কারো টাকায় হজ্জ করার পর পরবর্তীতে তার সামর্থ্য হ'লে তাকে কি পুনরায় হজ্জ করতে হবে?	(১৩/৫৩)
ডিসেম্বর'১২	ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যার হজ্জ কবুল করেছেন, তিনি তার বংশের ৪০০ জন লোককে সুফারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/৮৮)
জুলাই'১৩	রামাযান মাসে ওমরাহ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি? প্রতি বছর ওমরাহ করায় কোন বাধা আছে কি?	(২৫/৩৮৫)
সেপ্টেম্বর'১৩	সামর্থ্যহীন পিতা-মাতা সন্তানের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে হজ্জব্রত পালন করতে পারবেন কি?	(১৮/৪৫৮)
সেপ্টেম্বর'১৩	হজ্জব্রত পালনকালে এহরাম অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার শরীরে সুগন্ধি লাগানো যাবে কি?	(৪০/৪৮০)

কুরবানী

অক্টোবর'১২	কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা দেয়া কি জায়েয?	(২১/২১)
নভেম্বর'১২	কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর খুঁতযুক্ত হয়ে গেলে সে পশু দিয়ে কুরবানী হবে কি?	(২৯/৬৯)
ডিসেম্বর'১২	সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যারা কুরবানী করেনি, তাদেরকে সমাজের অংশ থেকে গোশত দেওয়া যাবে কি? কুরবানী দাতারা ফক্বীর-মিসকীনদের অংশ থেকে পুনরায় গোশত নিতে পারবে কি?	(১৪/৯৪)
ডিসেম্বর'১২	মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা যাবে কি?	(১৯/৯৯)
ফেব্রুয়ারী'১৩	মহিলাদের জন্য কুরবানীর পশু যবেহ করতে কোন বাধা আছে কি?	(১১/১৭১)
মার্চ'১৩	মসজিদের বারান্দায় আক্বীক্বার পশু যবেহ করা যাবে কি?	(৩৩/২৩৩)
এপ্রিল'১৩	কুরবানীর উদ্দেশ্যে ছাগল ক্রয়ের পর কারণবশতঃ তা বিক্রয় করে উক্ত অর্থ অন্য কাজে লাগানো যাবে কি?	(১৭/২৫৭)
আগস্ট'১৩	টিউমারযুক্ত ছাগল টিউমার অপসারণ করে কুরবানী করা বৈধ হবে কি? না কি এটা খুঁৎ বলে গণ্য হবে?	(৫/৪০৫)

আক্বীক্বা/নামকরণ

ফেব্রুয়ারী'১৩	সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে শরী'আতের কোন দিক-নির্দেশনা আছে কি? আমার 'বিপ্লব' নামের ব্যাপারে কোন পরামর্শ আছে কি?	(৩৩/১৯৩)
মার্চ'১৩	মুসলমান নারী-পুরষের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' ও 'মুসাম্মাৎ' লেখা হয় কেন? এটি শরী'আতসম্মত কি?	(২৬/২২৬)
মে'১৩	মানুষের নামের শেষে বা শুরুতে জাহান শব্দ ব্যবহার করা যাবে কি?	(৪/২৮৪)

বিবাহ-তালাক/পারিবারিক জীবন

অক্টোবর'১২	আজকাল ছেলে-মেয়েদের অনেকেই পিতা-মাতার অজান্তে সাজানো অভিভাবকের মাধ্যমে কোর্ট ম্যারেজ করে একত্রে বসবাস করছে। অভিভাবকরাও মান-সম্মানের ভয়ে বিষয়টি প্রকাশ করেন না। পরবর্তীতে কোন এক পর্যায়ে পুনরায় ঘটা করে পূর্ণ সামাজিক প্রথায় বিবাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষণে দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বর-কনের মেলামেশা বৈধ হিসাবে গণ্য হবে কি?	(২৪/২৪)
অক্টোবর'১২	স্ত্রীর সাথে রাতের প্রথম প্রহরে সহবাস করলে মেয়ে হয় ও শেষ প্রহরে সহবাস করলে ছেলে হয়, এ বক্তব্যের কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?	(৩১/৩১)
অক্টোবর'১২	কোন ছেলের সাথে কোন মেয়ের বিবাহ হবে তা কি আল্লাহ নির্ধারণ করে রাখেন? নাকি মানুষের পসন্দমত হয়?	(৩২/৩২)
অক্টোবর'১২	মেয়ের পক্ষ থেকে ডিভোর্স দিয়ে তা ছেলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর অভিভাবক ছাড়াই মেয়ে কাজী অফিসে গিয়ে অন্যত্র বিবাহ রেজিস্ট্রি করেছে। কিন্তু মুখে কবুল বলেনি। তখন প্রচলিত ছিল যে, রেজিস্ট্রি করলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। এখন সে জানতে পেরেছে তার বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। কিন্তু তার তিনটা সন্তান রয়েছে। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে তার করণীয় কি?	(৪০/৪০)
নভেম্বর'১২	আমরা যে মাযহাবী ভাইদের সাথে অর্থাৎ বিদ'আতীদের সাথে বিবাহ দিয়ে থাকি। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা জায়েয আছে কি?	(৩/৪৩)
নভেম্বর'১২	জনৈক ব্যক্তি ৬ বছর আগে ১ লাখ টাকা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করেছে এবং সে টাকা দিয়ে সে ২ লাখ টাকা আয় করেছে। এখন ঐ ব্যক্তি যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে চায়। তিনি কি শুধু মূল টাকা ফেরত দিবেন, না লাভ সহ ফেরত দিতে হবে?	(৫/৪৫)
নভেম্বর'১২	আমি একটি দ্বীনদার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু তার পরিবার গরীব হওয়ায় আমার পরিবার এ বিয়েতে বাধা প্রদান করছে। এক্ষণে আমি কি পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই তাকে বিয়ে করতে পারি?	(৮/৪৮)
নভেম্বর'১২	অপারেশনের মাধ্যমে তিনটি সন্তান হওয়ার পর পুনরায় গর্ভ ধারণ করা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এমতাবস্থায় স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে কি?	(২৩/৬৩)

নভেম্বর'১২	আমার স্ত্রী অত্যন্ত দ্বীনদার এবং দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ দাঈ। কিন্তু সে যৌন জীবনের প্রতি চরম অনাগ্রহী। সে এ মানবীয় চাহিদাকে অস্বীকার করে এবং একে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসাবে গণ্য করে। এক্ষণে এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?	(৩৭/৭৭)
নভেম্বর'১২	স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হ'লে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ না দেয় এবং সম্পর্ক না রাখে, সে ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি? আর এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য স্বামীর অমতে বাইরে কাজ করে, তবে সে কি জাহান্নামী হবে?	(৩৮/৭৮)
ডিসেম্বর'১২	পরিবারের সকলেই বিবাহের ব্যাপারে একমত। কিন্তু কনে অসম্মত। এক্ষণে কনের অসম্মতিতে বিবাহ জায়েয হবে কি?	(১৭/৯৭)
ডিসেম্বর'১২	আজকাল বিবাহের পূর্বে কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করে গায়ে হলুদের নামে জমকালো অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। সেখানে উভয়পক্ষ এক অপরকে হলুদ মাখাচ্ছে। প্রশ্ন হ'ল এ ধরনের অনুষ্ঠান করা কি শরী'আতসম্মত?	(২৭/১০৭)
ডিসেম্বর'১২	সরকারী আইন অনুযায়ী ছেলেদের ও মেয়েদের বিবাহের বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর। এর পূর্বে বিবাহ করলে সরকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষণে এই আইন কি শরী'আত সম্মত? শরী'আতে বিবাহের শর্ত কি কি?	(৩৩/১১৩)
জানুয়ারী'১৩	বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে মেহমানরা দামী উপহার সামগ্রী নিয়ে যায়, যা দাওয়াত দাতাদের নিকটে কাংখিত ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াতের সাথে উপহার কামনা করা কি শরী'আতসম্মত? এরূপ দাওয়াত গ্রহণ না করলে কি মুসলমানের হক নষ্ট করা হবে?	(৭/১২৭)
জানুয়ারী'১৩	বর্তমানে বিয়েতে বর-কনে উভয়ের পক্ষ থেকে বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়ে ডালি-কুলায় বিভিন্ন রকম সামগ্রী নিয়ে 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান করা হয়। এধরনের অনুষ্ঠান করা কি জায়েয?	(১০/১৩০)
জানুয়ারী'১৩	বিবাহের পূর্বে ছেলে-মেয়ে দেখা উপলক্ষে এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উভয়কে আংটি বা সোনার চেইন পরানো হয়। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?	(১১/১৩১)
জানুয়ারী'১৩	টেস্টটিউবের মাধ্যমে সন্তান প্রজননের হুকুম কি?	(১৫/১৩৫)
জানুয়ারী'১৩	আমার সন্তান নিঃসন্তান বড় ভাইয়ের নিকটে পালক সন্তান হিসাবে লালিত-পালিত হওয়ায় সে তাদেরকেই পিতা-মাতা এবং আমাদেরকে কাকু-বৌমা বলে ডাকে। উল্লেখ্য যে, সে ১০ দিন ভাইয়ের স্ত্রীর দুধ পান করেছিল। এক্ষণে পিতা-মাতাকে অন্য নামে ডাকা যাবে কি?	(২৫/১৪৫)
জানুয়ারী'১৩	বর্তমানে স্কুল-কলেজগুলোও অশ্লীলতায় ভরপুর হওয়ার কারণে পিতা ১২-১৩ বছর বয়সেই মেয়েকে বিবাহ দিতে চায়। অতঃপর সে পড়াশুনা করবে। এক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? দ্বীনদারী বাদ দিয়ে অন্যকিছু দেখে বিবাহ দিলে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহী করতে হবে কি?	(২৮/১৪৮)
ফেব্রুয়ারী'১৩	জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ২ বছর পূর্বে তালাক দিয়েছে, কিন্তু এখনো তার বিবাহ হয়নি। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে কি?	(১/১৬১)
ফেব্রুয়ারী'১৩	আমার বন্ধু একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। কিন্তু বন্ধুর বাবা-মা কোনভাবেই মেয়েটিকে মেনে নিবে না। বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে যদি আমার বন্ধু বাধ্য হয়ে মেয়েটিকে দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করে তালাক দেয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?	(১০/১৭০)
ফেব্রুয়ারী'১৩	জনৈকা মহিলা তার স্বামীকে তালাক দিয়ে কাউকে না জানিয়ে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এরূপ তালাক ও বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়েছে কি?	(১৮/১৭৮)
ফেব্রুয়ারী'১৩	বৈমাত্রেয় বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি? দুই সন্তানের জনক এমন বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে করণীয় কি?	(২৫/১৮৫)
ফেব্রুয়ারী'১৩	কোন ব্যক্তি বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে মারা গেলে উক্ত স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?	(৩৬/১৯৬)
মার্চ'১৩	কোন অমুসলিম বন্ধুর বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?	(৬/২০৬)
এপ্রিল'১৩	চাচা ও ভাতিজীর মাঝে বিবাহ জায়েয কি?	(২/২৪২)
এপ্রিল'১৩	যৌতুক না দেওয়ায় মেয়ের বিবাহ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এক্ষণে নিরুপায় অবস্থায় যৌতুক প্রদান জায়েয হবে কি?	(১৪/২৫৪)
মে'১৩	আমি একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করেছি। বিবাহের সময় সে পূর্বের স্বামীর সাথে তার মেলামেশা হয়নি বলেছিল। জনৈক আলেমকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মেলামেশা না হওয়ায় বিবাহের জন্য তিনমাস অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তাই তালাকের দু'মাস পরে তাকে বিবাহ করি। বর্তমানে ৯ বছরের বিবাহিত জীবনে আমি দু'সন্তানের জনক। কয়েকদিন পূর্বে স্ত্রী আমাকে জানিয়েছে যে, সে তার পূর্বের স্বামীর সাথে মেলামেশা করেছিল। এখন আমাদের বিবাহ কি বাতিল হয়ে যাবে? এক্ষেত্রে করণীয় কি?	(১০/২৯০)
মে'১৩	দু'জন মুসলিম ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসতো। পরে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক্ষণে তারা কি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে?	(২৭/৩০৭)
মে'১৩	জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীকে সরাসরি তালাক না দিয়ে কাযী অফিসের মাধ্যমে তালাক দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করেছে। উক্ত তালাক শুদ্ধ হয়েছে কি? উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ আছে কি?	(৩১/৩১১)
জুন'১৩	স্ত্রী ঘটনাক্রমে হারিয়ে গেলে তার বোনকে বিবাহ করি। অনেক দিন পর উক্ত স্ত্রী ফিরে আসলে এক্ষণে করণীয় কি?	(১২/৩৩২)
জুন'১৩	বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি কি শর্ত প্রযোজ্য? কোন একটি পূরণ না হ'লে বিবাহ সাব্যস্ত হবে কি?	(৩২/৩৫২)
জুন'১৩	হযরত আদম (আঃ)-কে মোহর ব্যতীত বিবি হাওয়াকে স্পর্শ করতে দেওয়া হয়নি। নবী (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠই ছিল তাঁর জন্য মোহরস্বরূপ। এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?	(৩৩/৩৫৩)
জুলাই'১৩	কারণবশতঃ মোহর বাকী রাখা যাবে কি? জনৈক ব্যক্তি বললেন, মোহর বাকী থাকলে সন্তান অবৈধ হবে।	(৭/৩৬৭)
জুলাই'১৩	রাসূল (ছাঃ)-এর ১১টি বিবাহের পিছনে তাৎপর্য কি ছিল? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১১/৩৭১)
জুলাই'১৩	যে সকল স্ত্রী তাদের স্বামী ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে করে, শরী'আতে তাদের বিধান কি?	(১৬/৩৭৬)
আগস্ট'১৩	দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে যদি কেউ একটি বা দু'টি সন্তানের অধিক না নেওয়ার পরিকল্পনা করে, তবে তা জায়েয হবে কি?	(২৭/৪২৭)
আগস্ট'১৩	পিতৃপরিচয়হীন জারজ সন্তানকে মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে ডাকা যাবে কি?	(২৮/৪২৮)
সেপ্টেম্বর'১৩	জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়। তাদের দু'টি সন্তান রয়েছে। এখন সন্তান দু'টি কার নিকটে থাকবে?	(৭/৪৪৭)
সেপ্টেম্বর'১৩	জনৈক মহিলার স্বামী ৯ বছর যাবৎ নিখোঁজ। এক্ষণে তাদের বিবাহ থাকবে কি? উক্ত মহিলার জন্য করণীয় কি?	(১৭/৪৫৭)
সেপ্টেম্বর'১৩	রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে অভাবমুক্ত হওয়ার জন্য বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। যদি ঘটনাটি সঠিক না হয় তবে অসচ্ছলতার কারণে বিবাহ না করলে গোনাহগার হ'তে হবে কি?	(৩৮/৪৭৮)
সেপ্টেম্বর'১৩	সারোগেসী পদ্ধতিতে বর্তমানে সন্তান গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতি শরী'আতসম্মত কি?	(৩৯/৪৭৯)

মহিলা বিষয়ক

অক্টোবর'১২	মহিলারা চুল কালো করার জন্য কালো মেহদী, কালো তেল ও স্টার ব্যবহার করে থাকে। এটা করা যাবে কি?	(১১/১১)
নভেম্বর'১২	মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা ভ্রমণ করতে পারে না। এক্ষণে সরকারী বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার্থে যারা বিদেশ গমন করতে চান, তাদের জন্য কি তা জায়েয হবে?	(৩৩/৭৩)

ডিসেম্বর'১২	আমি একজন ডাক্তার। আমার কাছে অবৈধ গর্ভবতী মহিলারা সন্তান নষ্ট করতে আসে। এক্ষেত্রে করণীয় কী?	(৩৫/১১৫)
ফেব্রুয়ারী'১৩	মাহরাম ব্যক্তির সামনে একজন মহিলাকে কি পরিমাণ পর্দা করতে হবে?	(৩/১৬৩)
ফেব্রুয়ারী'১৩	মহিলারা আযান ও ইক্বামত দিতে পারে কি?	(৮/১৬৮)
ফেব্রুয়ারী'১৩	মহিলারা যত সন্তান জন্ম দিবে ততটি কবুল হজ্জের নেকী পাবে। উক্ত হাদীছের সত্যতা আছে কি?	(১২/১৭২)
ফেব্রুয়ারী'১৩	স্ত্রী স্বামীর ভাইদের সাথে পর্দার মধ্যে থেকে গল্প-গুজব ও খাদ্য পরিবেশন করতে পারবে কি? এছাড়া তাদের সাথে ভ্রমণ করার অনুমতি শরী'আতে আছে কি?	(২৭/১৮৭)
মার্চ'১৩	জনৈক ব্যক্তি ইমাম হওয়ায় যুবতী মেয়েদেরকে বাধ্য হয়ে পড়াতে হয়। এক্ষণে কিভাবে পড়ালে শরী'আত সম্মত হবে?	(৩/২০৩)
মার্চ'১৩	গর্ভবতী নারী হাঁসের গোশত খেলে সন্তানের কণ্ঠ হাঁসের কণ্ঠের মত হবে। ছাগলের গোশত খেলে ছাগলের মত হবে। উক্ত ধারণা কি সঠিক?	(৩১/২৩১)
এপ্রিল'১৩	স্ত্রীকে চাকুরী করার অনুমতি দেওয়া যাবে কি? তার অর্জিত অর্থ স্বামী গ্রহণ করতে পারবে কি?	(৪/২৪৪)
এপ্রিল'১৩	সন্তান কতদিন পর্যন্ত মায়ের দুধ খেতে পারে? সন্তানকে দুধ না খাওয়ালে পাপী হ'তে হবে কি? মি'রাজের রাত্রে রাসূল মহিলাদের বুকে সাপ কামড়াতে দেখলেন পরে জানলেন তারা দুনিয়াতে সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়াতো না। এর সত্যতা আছে কি?	(৩২/২৭২)
মে'১৩	আমি দুই সন্তানের জননী একজন অসহায় বিধবা। সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য আমাকে বাইরে কাজ করতে হয় এবং বাজারে যেতে হয়। এগুলি কি শরী'আতসম্মত হচ্ছে?	(৫/২৮৫)
মে'১৩	মহিলারা মাঠে কৃষিকাজ করতে পারবে কি?	(১৩/২৯৩)
মে'১৩	কোন মহিলা যদি জান্নাতে তার স্বামীর সাথে থাকার ইচ্ছা করে তার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা ঠিক হবে কি? নাপাক অবস্থায় দো'আ-দরূদ সহ কুরআন পাঠ করা যাবে কি?	(৩২/৩১২)
মে'১৩	সহশিক্ষা রয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহে পড়াশুনা করা যাবে কি?	(৩৩/৩১৩)
মে'১৩	আমার তিনটি সন্তানই সিজারের মাধ্যমে হওয়ায় চতুর্থ সন্তান নেওয়া স্ত্রীর জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ বর্তমানে সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। এক্ষণে এমআর (গর্ভপাত) করা কি জায়েয হবে? কোন কোন আলেম বলেছেন, ৪ মাস অতিক্রান্ত হ'লে গর্ভপাত করা যাবে না। এর কোন সত্যতা আছে কি?	(৩৭/৩১৭)
জুন'১৩	মহিলারা পর্দার মধ্যে থেকে মটর সাইকেল, সাইকেল, প্রাইভেট কার ইত্যাদি চালাতে পারে কি?	(২৮/৩৪৮)
জুলাই'১৩	বেপর্দা নারীর ছিয়াম কবুল হবে কি? পর্দা না করলে তাদেরকে ছিয়াম থেকে বিরত থাকতে বলা যাবে কি?	(১/৩৬১)
জুলাই'১৩	মহিলারা দাওয়াতী কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে কি?	(৪০/৪০০)
সেপ্টেম্বর'১৩	মহিলাদের জন্য পরচুলা ব্যবহার করা জায়েয কি?	(২৭/৪৬৭)

অর্থনীতি

অক্টোবর'১২	চার বছর অথবা পাঁচ বছরের টাকা অগ্রিম পরিশোধ করে আমের পাতা লীজ নেওয়া যাবে কি?	(২৭/২৭)
অক্টোবর'১২	আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সওয়ারীর পশু বন্ধক রাখলে তার পিঠে আরোহণ করা যাবে। দুগ্ধবতী পশু রাখলে তার দুধ খাওয়া যাবে। কিন্তু যে বন্ধক নিবে সে খরচ বহন করবে (তিরমিযী হা/১১৯১)। হাদীছটি কি ছহীহ? যদি তাই হয়, তাহ'লে জমির ক্ষেত্রেও কি তাই হবে?	(৩৩/৩৩)
নভেম্বর'১২	সংসার সচ্ছল করার লক্ষ্যে স্ত্রীকে ছেড়ে বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করা কি শরী'আত সম্মত? স্ত্রীকে ছাড়া কতদিন বাইরে থাকা যায়?	(১৮/৫৮)
নভেম্বর'১২	আমি ২য় পক্ষ গ্রহীতা। আমার জমি ক্রয়ের প্রয়োজনে নগদ টাকার দরকার হওয়ায় ১ম পক্ষ দাতার কাছ থেকে নগদ ১ লক্ষ টাকা গ্রহণ করি। এর বিপরীতে ১ম পক্ষকে উক্ত টাকার উপর লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে মাসিক আনুমানিক ১৫০০/= হারে প্রদান করতে বাধ্য থাকি। বছর শেষে তখনকার সময় জমির হারাহারি মূল্যের উপর লভ্যাংশ বিবেচনা করে চূড়ান্ত লাভ-লোকসান হিসাব করা হবে। উক্ত লভ্যাংশ গ্রহণ করা সূদ হবে কি-না। যদি সূদ হয়, তবে কোন পদ্ধতিতে সূদ হবে না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/৬১)
ডিসেম্বর'১২	নিবন্ধন পরীক্ষায় পাশ করার পর আমি এক মাদ্রাসায় প্রভাষক পদে আবেদন করেছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমার নিকটে ৭ লক্ষ টাকা দাবী করছে। এছাড়া যে প্রতিষ্ঠানেই আবেদন করি না কেন সেখানেই এরূপ অর্থ দাবী করছে। এক্ষণে এ অর্থ প্রদান করে চাকুরী নিলে কি আমার সারা জীবনের উপার্জন হারাম হয়ে যাবে? জনৈক আলেম বললেন, সঊদী ওলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে গোনাহের দায়ভার প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/৮২)
ডিসেম্বর'১২	কোন ব্রাহ্মণ মূর্তিপূজা করার দরুন যে সকল জিনিস-পত্র পায় (যেমন গামছা, শাড়ী ইত্যাদি) সেগুলো ক্রয় করা যাবে কি?	(৫/৮৫)
ডিসেম্বর'১২	অনেকে সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে কারেন্ট জাল ব্যবহার করছে। এ ধরনের বেআইনী ব্যবসা ও উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে কি?	(১৩/৯৩)
ডিসেম্বর'১২	মসজিদে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ স্থানান্তর করা হয়েছে। এখন পুরাতন মসজিদের জায়গা বিক্রি করা যাবে কি?	(১৬/৯৬)
ডিসেম্বর'১২	কারো গায়ে পা লেগে গেলে কি তাকে সালাম দিতে হবে? যদি সালাম না দেওয়া যায় তবে কী করণীয়?	(২৩/১০৩)
ডিসেম্বর'১২	দেশী-বিদেশী টাকা লেনদেন অর্থাৎ মানি চেঞ্জিং-এর মাধ্যমে ব্যবসা করা কি শরী'আত সম্মত?	(৩২/১১২)
ডিসেম্বর'১২	একজন দ্বীনদার ব্যক্তির পক্ষে ব্যাংকে চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করা বৈধ হবে কি?	(৩৬/১১৬)
ডিসেম্বর'১২	বিভিন্ন সূদী ব্যাংক ইসলামী শাখা খুলছে। এসব ব্যাংকে ডি.পি.এস খোলা যাবে কি?	(৩৯/১১৯)
জানুয়ারী'১৩	সূদী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, সকল ব্যাংকই যদি সূদযুক্ত হয়, তাহ'লে টাকা রাখার ব্যাপারে আমাদের জন্য করণীয় কি?	(১২/১৩২)
জানুয়ারী'১৩	অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে ইহূদী-নাছারাদের অধীনে চাকুরী করা যাবে কি? অমুসলিমদের অধীনে কাজ করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের কোন আমল পাওয়া যায় কি?	(২৪/১৪৪)
জানুয়ারী'১৩	জনৈক ব্যক্তির ছয় বোন এবং ৩ ভাই। ছোট ছেলের চাকুরীর জন্য তার মা জমি বিক্রয় করে তাকে টাকা দিচ্ছে। উক্ত টাকা দেয়া তার জন্য বৈধ হবে কি?	(৩৮/১৫৮)
জানুয়ারী'১৩	আমি সরকারী কোম্পানীতে চাকুরী করি। আমাদের প্রতিষ্ঠান যে আয় করে তার ১০-১৫% অর্থ ব্যাংক সূদ থেকে অর্জিত। এই অর্থ থেকেই আমাদের বেতন-বোনাস প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষণে এ বেতন গ্রহণ করা কি আমার জন্য হারাম হবে? নাকি মজুরী হিসাবে উৎস যাই হৌক গ্রহণ করা যাবে?	(৩৯/১৫৯)
ফেব্রুয়ারী'১৩	ইসলামী ব্যাংকে নিছাব পরিমাণ টাকা ৫ বছর মেয়াদের জন্য রাখা হয়েছে। উক্ত অর্থের লভ্যাংশই পরিবারের একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম। এক্ষণে যাকাত কি মূল অর্থ না লভ্যাংশসহ মোট অর্থের উপর দিতে হবে?	(১৫/১৭৫)
ফেব্রুয়ারী'১৩	ভাটা মালিকরা ভাটা চালু হবার ৪ মাস পূর্বে জনগণের কাছে অগ্রিম ইট বিক্রয় করে। ইট যখন বের হয় তখন ক্রেতাদেরকে ইট সরবরাহ করে। এতে ইটের দাম প্রতি হাযারে তিন হাযার টাকা কম লাগে। এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?	(২৪/১৮৪)
ফেব্রুয়ারী'১৩	বর্তমানে অধিকাংশ বক্তা ওয়াযকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে অর্থ উপার্জনে লিপ্ত হয়েছেন। এরূপ করা কি শরী'আতসম্মত?	(৩২/১৯২)

ফেব্রুয়ারী'১৩	আমি কিছু টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করতে চাচ্ছি এই মর্মে যে, উক্ত ব্যাংক ও একটি মাদরাসার মধ্যে চুক্তি হবে যে, উক্ত অর্থের বার্ষিক লভ্যাংশ মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে স্কলারশীপ হিসাবে দেওয়া হবে। এভাবে আমার মৃত্যুর পরও উক্ত অর্থ দিয়ে স্কলারশীপ প্রদান চলমান থাকবে। এক্ষণে বিষয়টি শরী'আত সম্মত হবে কি?	(৩৯/১৯৯)
মার্চ'১৩	জনৈক ব্যক্তি বিকাশ এবং ডাচ বাংলার মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট। গ্রাহক থেকে প্রতি ১০০০ টাকায় ২০ টাকা নগদ আদায় করে। এই ২০ টাকা সে, ব্যাংক ও সিম কোম্পানীর মাঝে সয়ংক্রিয়ভাবে ভাগ হয়ে যায়। এক্ষণে উক্ত লভ্যাংশ সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	(১৪/২১৪)
মার্চ'১৩	দেশে প্রচলিত ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও বীমা কোম্পানীগুলি কি সূদমুক্ত?	(২৯/২২৯)
এপ্রিল'১৩	আমি একজন সরকারী কর্মচারী। প্রতিমাসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে অর্থ আমার বেতন থেকে কর্তন করা হয় তার বিপরীতে প্রদত্ত সূদ গ্রহণ না করে মূল টাকা নিলে কোন পাপ হবে কি?	(৫/২৪৫)
এপ্রিল'১৩	ইসলামিক টিভিতে শরী'আত পরিপন্থী বহু বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এগুলির জন্য কর্তৃপক্ষ কিরূপ শাস্তির সম্মুখীন হবে? তারা যেসব উপকারী ও মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয়াদী প্রচার করছে এগুলি কি উক্ত শাস্তির জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে?	(২৯/২৬৯)
মে'১৩	অন্যের নিকট থেকে হারাম অর্থ ঋণ নেওয়া যাবে কি? হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ স্বয়ং হারাম কি? বিস্তারিত জানাবেন।	(২৪/৩০৪)
জুন'১৩	মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনে মসজিদের বারান্দা বা বাইরে ইসলামী বই বিক্রয় করতে হচ্ছে। এর সাথে রূযীর বিষয়ও রয়েছে। এক্ষণে এটি শরী'আত সম্মত হবে কি?	(৮/৩২৮)
আগস্ট'১৩	আমি উকিলের সহকারী হিসাবে কাজ করি। এখানে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লেখালেখি করতে হয়। আমার এ পেশা কি হালাল?	(১৩/৪১৩)
আগস্ট'১৩	জনৈক ব্যক্তি ৬ তলা একটি ফ্ল্যাট বাড়ী ৫ লাখ টাকার বিনিময়ে দু'বছরের জন্য ভাড়া দিল। এ সময়ে গ্রহীতা উক্ত বাড়ির ভাড়া পাবে। ২ বছর পর গ্রহীতাকে মূল মালিক ৫ লাখ টাকা ফেরত প্রদান সাপেক্ষে বাসার মালিকানা ফেরত পাবে। এরূপ চুক্তি কি শরী'আত সম্মত?	(১৯/৪১৯)
আগস্ট'১৩	লাইব্রেরীতে শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত বই-পুস্তক বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?	(২৪/৪২৪)
আগস্ট'১৩	সিএনজি, অটো, রিক্সা প্রভৃতির মালিকেরা তাদের প্রতিদিনের ভাড়া নির্ধারণ করে দেয়। অথচ চালকের লাভ কম-বেশী হয়। এরূপ চুক্তি শরী'আত সম্মত কি?	(২৫/৪২৫)
সেপ্টেম্বর'১৩	সন্তান গ্রহণে অক্ষম দম্পতি গরীবদের নিকট থেকে সন্তান ক্রয় করেন। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় শরী'আতসম্মত কি?	(২৪/৪৬৪)

শিষ্টাচার

অক্টোবর'১২	আমার সাথে মনোমালিন্য রয়েছে এমন একজন ভাইকে সালাম দিয়ে সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছি। কিন্তু তিনি উত্তর দিচ্ছেন না বরং দূরে থাকার চেষ্টা করছেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তার পরিণাম জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৭/৭)
অক্টোবর'১২	অমুসলিম-কাফের-মুশরিকদের বাড়িতে এবং যে সকল মুসলিম ছালাত আদায় করে না, ছিয়াম রাখে না, তাদের বাড়িতে খাওয়া যাবে কি? তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে কি?	(৩৮/৩৮)
নভেম্বর'১২	শ্বশুর-শাশুড়ীকে আব্বা-আম্মা বলে ডাকা যাবে কি?	(১৬/৫৬)
ফেব্রুয়ারী'১৩	হাদীছ অনুযায়ী কোন মুসলিমের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ রাখা জায়েয নয়। কিন্তু জনৈক মাযহাবী বিদ'আতী ভাইয়ের সাথে আমার বহুদিন যাবৎ সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে উক্ত হাদীছের বিধান কি হবে?	(৪/১৬৪)
ফেব্রুয়ারী'১৩	আমানতের খেয়ানতকারীর পরিণাম কি? কারু বলা গোপন কথা প্রকাশ করে দিলে তা কি খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হবে?	(৬/১৬৬)
ফেব্রুয়ারী'১৩	হাত উঁচু করে ইশারার মাধ্যমে সালাম দেওয়া বা নেওয়া যাবে কি?	(৩৭/১৯৭)
এপ্রিল'১৩	মুছাফাহা কিভাবে করতে হয়? এর কোন দো'আ আছে কি?	(৩৪/২৭৪)
মে'১৩	কোন পুরুষ গায়ের মাহরাম মহিলাকে অথবা কোন মহিলা গায়ের মাহরাম পুরুষকে সালাম দিতে পারে কি?	(২/২৮২)
মে'১৩	জুতা-স্যাণ্ডেল পরার বিধান সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৭/২৯৭)
জুন'১৩	আমি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করছি। কিন্তু তার অধিকাংশই নিজে পালন করতে পারি না। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা কর না তা বল কেন?' এক্ষণে আমি কি দাওয়াত থেকে বিরত থাকব?	(২/৩২২)
জুন'১৩	জনৈক আলেম বললেন, মানুষের মাথা, কান ও গালে আঘাত করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। এক্ষণে স্কুল শিক্ষকগণ এরূপ করলে ছাত্রদের করণীয় কি?	(১৬/৩৩৬)
জুন'১৩	সন্তান পিতা-মাতার জন্য যা করণীয় তা পালন করার পরও তারা এটাকে অস্বীকার করছেন। এমতাবস্থায় দায়িত্বপালন থেকে বিরত থাকলে সন্তান গোনাহগার হবে কি?	(৩০/৩৫০)
জুন'১৩	রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলতে হবে। বাম দিক দিয়ে চললে পাপ হবে। শরী'আতে এরূপ কোন নির্দেশনা আছে কি?	(৩৭/৩৫৭)
জুলাই'১৩	অনেক আলেমকে দেখা যায় তারা অন্য আলেমের ভুল-ত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরেন, যাতে মানুষ তাদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তাতে অন্যেরা বলে থাকেন যে, উনি মানুষের গীবত করেন। সুতরাং ইনি নিজেই তো পাপী। এক্ষণে শরী'আতে এরূপ গীবতের বিধান কি তা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/৩৮৩)
আগস্ট'১৩	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের দাড়ি দেখা যায়। দাড়ি রাখার সুন্নাতী নিয়ম কি? ইবনে ওমর (রাঃ)-এর আমল অনুসরণ করা যাবে কি?	(২৬/৪২৬)
আগস্ট'১৩	টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে সালামের পরিবর্তে হ্যালো বলা হয়। এটা কি ঠিক?	(৩৮/৪৩৮)
সেপ্টেম্বর'১৩	দশবছর বয়সে সন্তানের বিছানা পৃথক করার হুকুম কি ছালাত আদায় না করার শাস্তি স্বরূপ, না সাধারণ হুকুম?	(১২/৪৫২)
সেপ্টেম্বর'১৩	হাততালি দেওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?	(৩৪/৪৭৪)
সেপ্টেম্বর'১৩	অমুসলিমদেরকে সালাম প্রদানের বিধান কি? যদি সালাম প্রদান না করা যায়, তবে তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় কি বলা উচিত?	(৩৭/৪৭৭)

মীরাছ

অক্টোবর'১২	আমার পিতা ও চাচারা তিন ভাই। আমার পিতা ২ ছেলে ৫ মেয়ে, ছোট চাচা ১ মেয়ে এবং সর্বশেষ আমার বড় চাচা ১ মেয়ে রেখে মারা গেছেন। এক্ষণে বড় চাচার সম্পত্তিতে আমরা কোন অংশ পাব কি? পেলে তা ভাতিজা ও ভাতিজীদের মাঝে কিভাবে বণ্টিত হবে?	(২০/২০)
অক্টোবর'১২	আমি ৩ মাস বয়স থেকে আমার নিঃসন্তান পালক পিতা-মাতার নিকটে লালিত-পালিত হয়েছি। এক্ষণে আমার আসল পিতা-মাতার সাথে আমার সম্পর্ক ক্ষীণ হওয়ায় তারা আমার নামে সম্পত্তি লিখে দিতে চায়। প্রশ্ন হ'ল- এ সম্পত্তি গ্রহণ করা কি জায়েয হবে এবং আসল পিতা-মাতার সম্পত্তিতে কি আমার কোন অধিকার আছে?	(২৯/২৯)
নভেম্বর'১২	মৃত স্ত্রীর অনাদায়ী মোহরানার টাকার অংশীদার কারা হবেন, কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে সুষ্ঠু বন্টননীতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩০/৭০)
জানুয়ারী'১৩	'আছাবা কাকে বলে? আমার পিতার একটি বাড়ী এবং কিছু জমি রয়েছে। আমরা তিন বোন। আমাদের কোন ভাই নেই। এক্ষণে পিতার সম্পত্তিতে আমার চাচাতো ভাইয়েরা কতটুকু অংশ পাবে?	(৯/১২৯)
ফেব্রুয়ারী'১৩	আমরা দুইভাই নওমুসলিম। আমি নিঃসন্তান। আমার মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া সম্পদে স্ত্রী, ভাই, মা ও বোনদ্বয় অংশ পাবে কি?	(১৪/১৭৪)

এপ্রিল'১৩	আমি ওয়ারিছ সূত্রে কোন সম্পদ পাইনি। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ১টি বাড়ী ও সামান্য জমি ক্রয় করেছি। আমার তিনটি মেয়ে রয়েছে। কোন পুত্র সন্তান নেই। এক্ষণে আমার মৃত্যুর পর আমার ভাই বা তার ছেলেরা এতে কোন অংশ পাবে কি?	(১৩/২৫৩)
জুন'১৩	জমি বিক্রয়ের বায়নাচুক্তির পর জমি না দিয়ে কয়েক বছর পর উক্ত বায়নামূল্য ফিরিয়ে দিতে চাইলে, ক্রেতা তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ক্রেতার জীবদ্দশায় তার সন্তানরা তা ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে। এক্ষণে ক্রেতার অস্বীকৃতি সত্ত্বেও সন্তানরা তা নিলে বিক্রেতা কি তার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে?	(৩/৩২৩)
জুন'১৩	মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করা জায়েয কি? কোন পিতা বাধ্যগত অবস্থায় সন্তানদের মাঝে এরূপ করলে গোনাহগার হবেন কি?	(২৪/৩৪৪)
আগস্ট'১৩	১৯৬৫ সালে একটি হিন্দু পরিবার অল্প কিছু অর্থ নিয়ে তাদের জমি আমাকে দিয়ে যায়। পরে তারা ফেরত না নেওয়ায় আমি নিজের নামে লিখে অদ্যাবধি তা ভোগ করছি। এক্ষণে এটা কি আমার সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে?	(৩৪/৪৩৪)
সেপ্টেম্বর'১৩	পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে ছেলে-মেয়ে বিবাহ করায় পিতা-মাতা উক্ত সন্তানকে পরিত্যাগ করেছে। এ ছেলে-মেয়ে কি পিতা-মাতার সম্পদের ওয়ারিছ হবে?	(৯/৪৪৯)
সেপ্টেম্বর'১৩	রামাযান মাসে সাহারী খাওয়ার পূর্বে স্বপ্নদোষ হ'লে সাহারীর পূর্বেই পবিত্র হওয়া আবশ্যক কি?	(৩৬/৪৭৬)
	দো'আ	
নভেম্বর'১২	আমাদের মসজিদের ইমাম আযাবুল ইসলাম, গোলামুন্নবী নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখতে বলেছেন। তিনি বলেন, ১০ বার ইয়া গাফুর পাঠ করে দু'চোখের পাতায় ৩ বার বুলালে আজীবন চোখে কোন রোগ হবে না। উক্ত বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৯/৭৯)
জুন'১৩	সাপ বা যে কোন ক্ষতিকর প্রাণী থেকে বাঁচার জন্য কোন দো'আ আছে কি?	(১৫/৩৩৫)
সেপ্টেম্বর'১৩	কালেমা দিনে কত বার পড়তে হবে। দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/৪৪৮)
সেপ্টেম্বর'১৩	সকাল-সন্ধ্যা পঠিতব্য মাসনূন দো'আসমূহ কি ছালাতের স্থানেই বসে পাঠ করতে হবে, না যেকোন সময় পাঠ করা যাবে?	(১৫/৪৫৫)
	কসম-মানত	
মার্চ'১৩	কুরআনের উপর হাত রেখে হলফ করা শরী'আত সম্মত কি?	(২৫/২২৫)
মার্চ'১৩	আমাদের এলাকায় লোকজন প্রতি শুক্রবারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য মসজিদে জিলাপী, মিষ্টি, বিরিয়ানী ইত্যাদি বিতরণ করে থাকে। এটা কি শরী'আতসম্মত?	(২৭/২২৭)
এপ্রিল'১৩	মানত করার হুকুম কি? জনৈকা মহিলা সন্তান সুস্থ হলে জানের ছাদাক্বা দিবেন বলে মানত করেছিলেন। তার সন্তান সুস্থ হয়েছে। এক্ষণে তিনি কিভাবে উক্ত মানত পূরণ করবেন?	(১/২৪১)
জুলাই'১৩	আমাদের গ্রামের মসজিদে জুম'আর দিন সকল মুছল্লীকে খাওয়ানো হয়। এটা অধিকাংশ মানত করেই করে থাকে। শরী'আতে এর বিধান কি?	(৯/৩৬৯)
	কুরআনুল কারীম সংক্রান্ত	
অক্টোবর'১২	যাকির নায়েকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, হিন্দুদের 'বেদ' সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতে বহু বক্তব্য রয়েছে, যা কুরআন ও হাদীছের বিধি-বিধান ও বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে সেগুলি কি আল্লাহ প্রেরিত ছহীফা, নাকি মানব রচিত কোন গ্রন্থ?	(৩৬/৩৬)
অক্টোবর'১২	সূরা বাক্বারাহ ৪১ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা আমার আয়াত সমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করো না এবং আমাকে ভয় কর'। প্রশ্ন হ'ল, আয়াত সমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় কি? বিস্তারিত জানতে চাই।	(৩৯/৩৯)
নভেম্বর'১২	আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) কি সূরা নাস ও ফালাক্বকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন না?	(১২/৫২)
নভেম্বর'১২	কুরআন ও হাদীছের ছেঁড়া পাতা কি করতে হবে?	(২৫/৬৫)
ডিসেম্বর'১২	মনে মনে এবং সরবে কুরআন তেলাওয়াত করার মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি? এতে ছওয়াবের কোন কমবেশী হবে কি?	(২৮/১০৮)
ডিসেম্বর'১২	কুরআন হাত থেকে পড়ে গেলে করণীয় কি? জনৈক ব্যক্তি বললেন, কুরআনের ওজনে চাউল দান করতে হবে।	(৩০/১১০)
জানুয়ারী'১৩	কুরআন তেলাওয়াত ও খতম শেষে কি দো'আ পড়তে হবে? কুরআন খতম করলে সূরা যোহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত তাকবীর দিতে হয় মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?	(৪/১২৪)
জানুয়ারী'১৩	কারো উপর রাগ করে কুরআন-হাদীছ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে সে কি মুসলিম থাকবে?	(১৭/১৩৭)
জানুয়ারী'১৩	সূরা আ'রাফ ১৯০ আয়াতের তাফসীর জানতে চাই।	(৩০/১৫০)
জানুয়ারী'১৩	আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, আমি ছয় দিনে আসমান, যমীন ও এর মাঝে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছি। প্রশ্ন হ'ল, দিন বলতে ২৪ ঘণ্টার দিন না ছয়টি যুগ?	(৪০/১৬০)
ফেব্রুয়ারী'১৩	সূরা নিসা ১১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২২/১৮২)
এপ্রিল'১৩	সূরাতুল মুল্ক পাঠের কোন বিশেষ ফযীলত আছে কি?	(৬/২৪৬)
এপ্রিল'১৩	সূরা বাক্বারাহর শেষ আয়াত পাঠের পর জোরে আমীন বলার কোন দলীল আছে কি? ছালাতের মধ্যে ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই কি আয়াতের জবাব দিতে হবে?	(৭/২৪৭)
এপ্রিল'১৩	রুকুর পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ 'সাকতা' করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে কি? যদি না যায় তবে তা কখন পড়তে হবে?	(৮/২৪৮)
এপ্রিল'১৩	সূরা বনী ইস্রাঈলের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৬/২৭৬)
এপ্রিল'১৩	ক্বায়েদা বা কুরআন মাজীদ মাটিতে রেখে পড়া যাবে কি?	(৩৭/২৭৭)
মে'১৩	কোন প্রয়োজন পূরণার্থে জালালী খতম আমাদের এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ইমামগণকে এজন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থও প্রদান করা হয়। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি আছে কি?	(৮/২৮৮)
মে'১৩	কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত লিখিত ওয়ালপেপার দেওয়ালে টানানোর ব্যাপারে কোন বাধা আছে কি?	(১১/২৯১)
জুন'১৩	আল্লাহ তা'আলা সাত আসমান ও সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন। তাহ'লে কি আরো ছয়টি পৃথিবী বিদ্যমান রয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীছ থেকে কিছু জানা যায় কি?	(৯/৩২৯)
জুন'১৩	বিভিন্ন সূরা পাঠের ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৯/৩৪৯)
জুন'১৩	কুরআনে সিজদার আয়াত কয়টি। এ আয়াতগুলি যেকোন স্থানে শ্রবণ করলে কি সেখানেই সিজদা দিতে হবে না পরে দিলেও চলবে। এর জন্য ওযূ শর্ত কি?	(৩১/৩৫১)
জুলাই'১৩	সূরা রহমানের ৭২ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীরে জান্নাতে ৬০ মাইল ও ৩০ মাইল প্রশস্ততা বিশিষ্ট তাঁবু থাকবে বলা হয়েছে। দু'টির মধ্যে সমন্বয় কি?	(২২/৩৮২)
আগস্ট'১৩	সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৯/৪৩৯)

সেপ্টেম্বর'১৩	জনৈক আলেম বলেন, সূরা আহযাবের ৬ ও সূরা কাওছারের ৩ আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) আমাদের রূহানী পিতা। বিষয়টি জানতে চাই।	(৩/৪৪৩)
সেপ্টেম্বর'১৩	তাজবীদ শিক্ষা ব্যতীত কুরআন পাঠ করা জায়েয কি?	(১৪/৪৫৪)

ইতিহাস/কাহিনী

নভেম্বর'১২	জনৈক আলেম বলেন, ওমর (রাঃ) জীবনে ১৫টি ভুল করেছিলেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(৬/৪৬)
নভেম্বর'১২	কত হিজরী থেকে মুজাদ্দিদ আসা শুরু হয়েছে? এ পর্যন্ত কত জন মুজাদ্দিদ এসেছেন?	(৯/৪৯)
নভেম্বর'১২	শ্যামুয়েল নামে কোন নবী কি দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন? যদি এসে থাকেন, তবে তাঁর সংক্ষিপ্ত কাহিনী জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/৫০)
নভেম্বর'১২	ইসলাম মদীনা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। ইসলাম আবার মদীনায় ফিরে আসবে, সাপ যেমন তার গর্তে ফিরে যায়। উক্ত হাদীছ অনুযায়ী ছহীহ ইসলাম মদীনায় ফিরে যাওয়ার তাৎপর্য কি?	(২২/৬২)
ডিসেম্বর'১২	সুমাইয়া (রাঃ) ঈমান আনার কারণে আবু জাহল প্রকাশ্যে তাকে উলঙ্গ করে হত্যা করেছিল। এ কথা কি প্রমাণিত? এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরেও কেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাত দিয়ে বাঁধা না দিয়ে ইয়াসির পরিবারকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিলেন?	(১/৮১)
ডিসেম্বর'১২	রাবেয়া বছরী (রাঃ) সম্পর্কে একটি বইয়ে লেখা হয়েছে, তিনি চির কুমারী ছিলেন। হজ্জ পালন করতে গেলে কা'বা ঘর তাকে সম্মান জানানোর জন্য এগিয়ে আসে। রাতের অন্ধকারে আলোর জন্য শাহাদাত আঙ্গুলে ফুঁক দিলে ঘর আলোকিত হ'ত ইত্যাদি। লেখকের উক্ত দাবী কি সঠিক?	(৩/৮৩)
ডিসেম্বর'১২	অতি দরিদ্র হওয়ার কারণে আব্দুল্লাহ আনছারী ও তার স্ত্রীর একটাই কাপড় ছিল। ঘরের মধ্যে গভীর গর্তে স্ত্রীকে উলঙ্গ অবস্থায় রেখে মসজিদে ছালাত আদায় করতে যেতেন। ছালাত আদায় করে আসলে তিনি তার স্ত্রীকে কাপড় দিয়ে দিতেন আর তিনি উলঙ্গ হয়ে গর্তে ঢুকে পড়েন। তখন স্ত্রী ঐ কাপড়ে ছালাত আদায় করতেন। উক্ত ঘটনা কি সঠিক?	(৪/৮৪)
ডিসেম্বর'১২	গভীর সমুদ্রে ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর এক দ্বীপে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও অচেতন অবস্থায় মাছ উগরে ফেলে দেয়। আল্লাহ সেখানে একটি লাউ গাছ সৃষ্টি করেন এবং সুস্বাদু লাউ ফলান। এক পর্যায়ে একটি বকরী এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালে তিনি প্রাণ ভরে দুধ পান করলেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।	(২৫/১০৫)
জানুয়ারী'১৩	শাদ্দাদ সম্পর্কে সমাজে বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৭/১৪৭)
ফেব্রুয়ারী'১৩	রাসূল (ছাঃ)-এর বংশতালিকা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/১৮১)
মার্চ'১৩	ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) কি অহী লেখক ছিলেন? তিনি কখন, কোথায় এবং কি পরিস্থিতিতে মারা যান? বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর খিলাফত দাবী করায় ওমর (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। তাঁর জীবনী বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/২০২)
মার্চ'১৩	জনৈক ব্যক্তি বলেন, পৃথিবী একদিন মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসবে। সেদিন ইহুদীরা প্রাণের ভয়ে গাছের আড়ালে লুকালে গাছও তাদেরকে ধরিয়ে দিবে। তবে একটি কাঁটাযুক্ত গাছের আড়ালে লুকালে তারা বেঁচে যাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(১৩/২১৩)
মার্চ'১৩	যুলক্বারনাইন কে ছিলেন? তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/২১৮)
মে'১৩	মূসা (আঃ)-এর চড়ের আঘাতে 'মালাকুল মউত'-এর চোখ কানা হয়েছিল'-এ বক্তব্য কি সঠিক? সঠিক হ'লে এভাবে আঘাতের কারণ কি ছিল?	(৯/২৮৯)
মে'১৩	ছাহাবীগণের নামের শেষে (রাঃ) বলা হয়। কিন্তু তেহরান রেডিওতে (আঃ) বলা হয়। এছাড়াও ছহীহ বুখারীতে অনেক স্থানে হযরত আলী ও ফাতেমা (রাঃ)-এর নামের পরে (আঃ) লেখা আছে। এর কারণ কি এবং এরূপ বলা কি শরী'আতসম্মত?	(১৮/২৯৮)
মে'১৩	হযরত আলী (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে ইলাহ দাবী করায় কয়েকজন যিনদীক্বকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন মর্মে বক্তব্যটির কোন ভিত্তি আছে কি? যদি সত্য হয়, তবে বর্তমানে এরূপ করা কি শরী'আতসম্মত?	(৩০/৩১০)
মে'১৩	জনৈক ব্যক্তি বলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ) এবং ফাতিমা (রাঃ)-এর জানাযা পড়া হয়নি। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪০/৩২০)
জুন'১৩	সীরাতে ইবনে ইসহাকে রয়েছে, 'রাসূল (ছাঃ) মক্কাবিজয়ের সময় কা'বাগৃহে প্রবেশ করে ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। কিন্তু একটিতে মারিয়াম (আঃ)-এর ছবি অঙ্কিত ছিল। তাই তা মুছতে নিষেধ করেন। এ কাহিনীর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৫/৩২৫)
জুন'১৩	ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ)-এর মাঝে এবং ইয়াহইয়া ও মারিয়াম (আঃ)-এর মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল কি?	(৪০/৩৬০)
জুলাই'১৩	রাসূল (ছাঃ)-এর মোট কতবার বক্ষবিদারণ হয়েছিল? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩০/৩৯০)
জুলাই'১৩	নূহ (আঃ)-এর সময়ে যে মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল তা কি সারা বিশ্বব্যাপী হয়েছিল, না কেবল তাঁর কওমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল?	(৩৩/৩৯৩)
জুলাই'১৩	জনৈক বক্তা বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরের এক পার্শ্বে দাফন করা হয়। আর তিনি আরেক পাশে বসাবস করতে থাকেন। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৬/৩৯৬)
সেপ্টেম্বর'১৩	রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরতের ১৭ মাস পরে কিবলা পরিবর্তন হয়। তাঁর পূর্বে রাসূল (ছাঃ) কোন দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতেন?	(৬/৪৪৬)
সেপ্টেম্বর'১৩	সমাজে প্রচলিত রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) যে আংটি ব্যবহার করতেন সেখানে আল্লাহ, রাসূল এবং মুহাম্মাদ লেখা ছিল। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?	(২১/৪৬১)
সেপ্টেম্বর'১৩	নমরূদ মশার কামড়ে মারা গিয়েছিল বলে সমাজে যে প্রসিদ্ধ ঘটনা চালু আছে তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য?	(২৫/৪৬৫)

বাতিল মতবাদ/কুসংস্কার/আচার-অনুষ্ঠান

অক্টোবর'১২	আমাদের স্কুলে প্রতিদিন সকালে পতাকাকে সালাম জানানোর মধ্য দিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। শিক্ষক ও ছাত্ররা সারিবদ্ধ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন, আর কিছু ছাত্র সংগীত গায়। এটা শরী'আত সম্মত কি-না তা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৩/১৩)
অক্টোবর'১২	জনৈক আলেম বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) গর্ভে থাকাকালে মা আমেনা পেটের দিকে চেয়ে দেখেন একটা জ্যোতি বের হচ্ছে। এ সময় আমেনা কূয়া থেকে পানি আনতে গিয়ে দেখেন কূয়ার পানিই উপরে উঠে আসে। আল্লাহ বলেন, নবীকে নিয়ে পানি তুলতে আমেনা কষ্ট পাবে তাই কূয়ার পানি উপরে উঠে আসে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(১৬/১৬)
অক্টোবর'১২	জনৈক মাওলানা বলেন, যে মারিয়াম নামে সকল মহিলা জান্নাতে যাবে, উক্ত বক্তব্যটি কি সঠিক?	(৩০/৩০)
নভেম্বর'১২	কুরআনে মাওলানা অর্থ এসেছে প্রভু। এক্ষণে আলেমদের নামের পূর্বে 'মাওলানা' লেখা কি শিরক নয়?	(১৯/৫৯)
নভেম্বর'১২	দৈনিক করতোয়া ১৯/৬/১২ ইং তারিখে খবর প্রকাশিত হয় যে, ঘুঘু মুন্সি চরমোনাই-এর মুরীদ। মরার ৩২ বছর পরেও তার লাশ পচেনি। চরমোনাই পীর বলেন, চরমোনাই তরীকায় যিকির করার কারণে ঘুঘু মুন্সির লাশ পচেনি। তার এ দাবী কি ঠিক? তাদের তরীকা কি সঠিক?	(২৬/৬৬)
ডিসেম্বর'১২	দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে যারা জীবন দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক নেতা মারা গেলে তাদের কবরে ফুল দিয়ে জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত? কাউকে শহীদ বলে আখ্যায়িত করা যাবে কি?	(৯/৮৯)
ডিসেম্বর'১২	অনেক মাদরাসায় বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ফলের বীজ দিয়ে দো'আ ইউনুস পড়া হয়। অতঃপর সবাই পানির পাত্রে ফুঁক দেয়। শেষে উপস্থিত সকলকে নিয়ে ঐ ব্যক্তির জন্য সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা হয় এবং তবারক বিতরণ করা হয়। উক্ত পদ্ধতি কি শরী'আত সম্মত? উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া যাবে কি?	(১০/৯০)

ডিসেম্বর'১২ ছারছীনা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বুখারীর ৯৯৯ নং হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাবীয ও ঝাড়-ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ করা যাবে। বুখারীতে তাবীয ব্যবহার করা যাবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি? (১১/৯১)

ডিসেম্বর'১২ একজন আল্লাহ্র অলী পঞ্চাশ হাযার ফেরেশতা হ'তে উত্তম। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি? (২৪/১০৪)

জানুয়ারী'১৩ অদ্ভুত আকৃতির ৪ জন ফেরেশতা কাঁধে করে আরশে আযীম বহন করছেন। ১ম জনের আকৃতি শকুনের মত, ৪র্থ জনের আকৃতি গাভীর মত। এ কাহিনী কি সত্য? (৮/১২৮)

জানুয়ারী'১৩ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে আটরশী পীরের আক্বীদা কতটুকু ছহীহ জানতে চাই। (১৪/১৩৪)

ফেব্রুয়ারী'১৩ জনৈক ব্যক্তি বলেন, ছাহাবীগণ দাওয়াতী কাজের জন্য দীর্ঘ সফরে বের হ'তেন। আর এখান থেকেই ইলিয়াসী তাবলীগের নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? (২০/১৮০)

ফেব্রুয়ারী'১৩ সম্প্রতি 'মীলাদ ও কিয়ামের অকাট্য প্রমাণ' নামে জনৈক মুফতী একটি বই বের করেছেন। সেখানে আপনাদের প্রকাশিত 'মীলাদ প্রসঙ্গ' বইয়ের ও তার বিজ্ঞ লেখকের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করা হয়েছে। উক্ত বইয়ে কুরআন-হাদীছের মাধ্যমে মীলাদ-কিয়াম প্রমাণ করা হয়েছে। তাতে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কি? (২৯/১৮৯)

মার্চ'১৩ 'আশেকে রাসূল' বলতে কি বুঝায়? বর্তমান প্রচলিত 'আশেকে রাসূল' সম্পর্কে জানতে চাই। (২৮/২২৮)

মার্চ'১৩ দৃষ্টির হেফাযত করা এক হাযার নফল ছালাতের চেয়ে উত্তম। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? (৩২/২৩২)

এপ্রিল'১৩ সন্তান মাতার কবরের পাশে গিয়ে ৪১ দিন সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে কবরের আযাব মাফ করে দেওয়া হয়। এর সত্যতা আছে কি? (১১/২৫১)

এপ্রিল'১৩ থার্টিফার্স্ট নাইট, ভালোবাসা দিবস, নববর্ষ ইত্যাদি পালন সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন। (২৬/২৬৬)

মে'১৩ রাসূল (ছাঃ) কি কখনো আল্লাহকে দেখেছেন? জনৈক আলেম বলেন, তিনি তাকে স্বপ্নে সোনার জুতা পরিহিত একজন যুবকের আকৃতিতে দেখেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। (৬/২৮৬)

মে'১৩ প্রচলিত পীর ধরার বিষয়টি শরী'আতসম্মত না হওয়ার কারণ কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন। (২৯/৩০৯)

জুন'১৩ জনৈক আলেম বলেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নূর দ্বারাই চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি? (৬/৩২৬)

জুলাই'১৩ একটি কিতাবে লেখা আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যখন 'কাশফে' থাকতেন, তখন তিনি ওযূর পানির সাথে গুনাহ ঝরতে দেখতেন। তাই কাশফে থাকাকালীন ওযূর পানি নাপাক বলে ফৎওয়া দিতেন। প্রশ্ন হ'ল, 'কাশফ' কি ? এটা কি শরী'আতের কোন দলীল? এরূপ কথাবার্তায় যারা বিশ্বাস রাখে তারা কোন আক্বীদার অনুসারী? (১০/৩৭০)

জুলাই'১৩ তাবলীগ জামা'আতের একটি বইতে লেখা আছে, বেহেশতে আয়না নামক একটি হূর থাকবে, যার ৭০ হাযার সেবিকা, ৭০ হাযার পোষাক ও ৭০ হাযার সুগন্ধি থাকবে। এছাড়া তার আরো অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। এর কোন ভিত্তি আছে কি? (১৮/৩৭৮)

আগস্ট'১৩ অনেকে বলেন, অপবিত্র অবস্থায় কুমড়ার বড়ি তৈরী করলে বড়ি টক হয়ে যায়। এ কথার কোন ভিত্তি আছে কি? (২৯/৪২৯)

সেপ্টেম্বর'১৩ আমাদের সমাজে সন্তানের খাৎনা উপলক্ষে বড় অনুষ্ঠান করে মানুষকে খাওয়ানো হয় এবং সন্তানকে নতুন কাপড় কিনে দিয়ে ধারণা করা হয় যে, সে আজ থেকে প্রকৃত মুসলমান হ'ল। শরী'আতে এসব কাজের কোন ভিত্তি আছে কি? (৫/৪৪৫)

সেপ্টেম্বর'১৩ জনৈক আলেম শবেবরাতের অনুষ্ঠানে বলেন, মদীনায় অবস্থিত রাসূল (ছাঃ)-এর কবর সর্বোত্তম স্থান। এমনকি তা মসজিদুল হারাম এবং আল্লাহ্র আরশের চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি? (২২/৪৬২)

সেপ্টেম্বর'১৩ জনৈক আলেম বলেন, যে ব্যক্তি জুমআর খুৎবার পূর্বে মসজিদে আসতে পারল না, ঐ জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত তার কোন ছালাত কবুল হবে না। এ কথার কোন ভিত্তি আছে কি? (৩০/৪৭০)

হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাখরীজ

নভেম্বর'১২ মে'রাজে রাসূল (ছাঃ) যখন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছে একটি স্বর্ণের ছাদের চারপাশে প্রজাপতি উড়তে দেখলেন, তখন জিব্রীল (আঃ) তাকে বললেন, প্রজাপতিগুলি একেকটি মানবাত্মা। বক্তব্যটি কি সঠিক? (৩২/৭২)

ডিসেম্বর'১২ জনৈক মুফতী বলেছেন, কুরআনের কিছু আয়াত হাদীছ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যেমন সূরা নূরের ২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ব্যভিচারিণীর শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত এবং ১ বছর কারাদণ্ড। কিন্তু ছহীহ বুখারীর হাদীছে আছে তার শাস্তি হবে পাথর মেরে হত্যা করা। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। (৩৮/১১৮)

ফেব্রুয়ারী'১৩ জনৈক আলেম বললেন, সমস্ত মাখলূক আল্লাহ্র পরিবারের ন্যায়। অর্থাৎ তাঁর সন্তানতুল্য। উক্ত হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা কি? (১৭/১৭৭)

মার্চ'১৩ বুখারীর ৩৮৪৯ নং হাদীছ রয়েছে, জাহেলী যুগে কিছু বানর একটি বানরকে ব্যভিচারের কারণে হত্যা করেছিল। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে পশুদের মাঝেও রজমের বিধান রয়েছে। হাদীছটির বোধগম্য ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন। (১৫/২১৫)

মার্চ'১৩ আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তু নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। অন্যগুলোকে তার নির্দেশে আপনা আপনি হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? (১৭/২১৭)

মার্চ'১৩ যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদরে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করল, তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে কি? (২১/২২১)

মার্চ'১৩ ছহীহ বুখারীতে কি কোন যঈফ হাদীছ রয়েছে? শায়খ আলবানী (রহঃ) ছহীহ বুখারীর ১৫টি হাদীছকে ত্রুটিযুক্ত বা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। (৪০/২৪০)

মে'১৩ বুখারী হা/৬৪৯৪ অনুযায়ী বর্তমান যুগের চতুর্মুখী ফেতনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে ইবাদত-বন্দেগীতে সময় কাটানোই কি জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পন্থা বলে গণ্য হবে না? (৩৬/৩১৬)

জুন'১৩ ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ানো সম্পর্কে বুখারীতে সা'দ বিন মু'আয সম্পর্কিত যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? (১৪/৩৩৪)

জুন'১৩ মাই টিভির ইসলামী অনুষ্ঠানে জনৈক মাওলানা বললেন, একদা আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে একগ্লাস পানি পেয়ে তা খেয়ে ফেললে রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি তো আমার প্রস্রাব। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমি জীবনে যত শরবত খেয়েছি, এটি তার মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত।' এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি? (১৭/৩৩৭)

জুন'১৩ জনৈক বক্তা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আবূবকর ও ওমর (রাঃ) আমার জন্য মূসা ও হারূন (আঃ)-এর ন্যায়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? (২১/৩৪১)

জুন'১৩ রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি করা না হ'লে, এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হ'ত না। এ হাদীছটির কোন ভিত্তি আছে কি? (৩৮/৩৫৮)

জুলাই'১৩ বুখারী ৫৬১০ নং হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) মদ, মধু ও দুধের মধ্যে দুধ পান করেছিলেন। এ হাদীছের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন। (৪/৩৬৪)

আগস্ট'১৩ রাসূল (ছাঃ) খারেজীদেরকে 'জাহান্নামের কুকুর' বলেছেন। এর ব্যাখ্যা কী? (১/৪০১)

আগস্ট'১৩ জনৈক ব্যক্তি সূরা ক্বদর পাঠের অনেক ফযীলত বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, যে ব্যক্তি ওযূ করার পর তা তিন বার পাঠ করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে নবীগণের সাথে পুনরুত্থিত হবে। এটা কি সঠিক? (৪/৪০৪)

সেপ্টেম্বর'১৩ একটি হাদীছ উল্লেখ করা হয় 'ইজতিহাদ সঠিক হ'লে দ্বিগুণ নেকী এবং তা বেঠিক হ'লে একটি নেকী'। এ হাদীছটি কি ছহীহ? ছহীহ হ'লে কোন কোন ক্ষেত্রে এ হাদীছটি প্রযোজ্য? যে কেউ কি ইজতিহাদ করতে পারে? (১৯/৪৫৯)

সেপ্টেম্বর'১৩	'একটি মাছির কারণে এক ব্যক্তি জান্নাতে গেল এবং আরেক ব্যক্তি জাহান্নামে গেল' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/৪৬৩)
সেপ্টেম্বর'১৩	জনৈক আলেম বলেন, আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩ নং হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক মানুষের কবরে উপস্থিত হবেন। যা দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (ছাঃ) মীলাদের মজলিসেও উপস্থিত হন। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৮/৪৬৮)

শিরক-বিদ'আত

নভেম্বর'১২	কোন ব্যক্তিকে জিনে ধরলে তাকে কবিরাজের মাধ্যমে গলায় তাবীয দিয়ে জিন ছাড়ানো হয়। তাবীযটি সর্বদা না বাঁধা থাকলে পুনরায় জিন আছর করে। এরূপ তাবীয ব্যবহার কি শরী'আত সম্মত? যদি না হয়, তবে করণীয় কি?	(৩৫/৭৫)
নভেম্বর'১২	শিখা অনির্বাণ এবং শিখা চিরন্তন কেন শিরক? এগুলোর আসল উদ্দেশ্য কি?	(৪০/৮০)
এপ্রিল'১৩	জনৈক ব্যক্তি সমাজে অনেক শিরক ও বিদ'আতের প্রচলন ঘটিয়েছে এবং মানুষ তা আমল করে চলেছে। পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তি বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে ফিরে এসেছে। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি কি সমাজের লোকদের পাপের অংশ পেতে থাকবে? এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় কি?	(২০/২৬০)
মে'১৩	দ্বীনের সকল হুকুম অনুসরণ করেও যদি কেউ বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ পরিত্যাগ না করে তবে তার ইবাদত ফলপ্রসু হবে কি?	(৩/২৮৩)

হালাল-হারাম

অক্টোবর'১২	আমি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। আমার প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কর্মী তাবলীগ জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় দ্বীনী ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। কিন্তু সমস্যা হ'ল তাদের অধিকাংশই অফিসের কাজ-কর্মে অবহেলা ও অলসতা করে। তারা রাত জেগে ইবাদত করে ও অফিসে বিশ্রাম নিতে চায় এবং সর্বদা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। এক্ষণে এসব কর্মীদের বেতন গ্রহণ করা হালাল হবে কি? আর বেতন হারাম হ'লে তাদের ইবাদত কবুল হবে কি?	(২/২)
অক্টোবর'১২	হারাম উপার্জনকারী আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া যাবে কি? কেননা দাওয়াত না গ্রহণ করলে আত্মীয়তা নষ্ট হয়।	(১৭/১৭)
নভেম্বর'১২	বাজারে মশা মারার জন্য র‍্যাকেটের মত এক ধরনের ইলেকট্রিক নেট পাওয়া যায়। এতে মশাটি পুড়ে যায়। তাছাড়া গ্লোব বা কয়েলের ধোঁয়ার মাধ্যমেও মশা মারা হয়। এভাবে ইলেকট্রিক শক ও ধোঁয়া দিয়ে মশা মারা যাবে কি?	(১৪/৫৪)
নভেম্বর'১২	অমুসলিমদের বানানো মিষ্টি, মুড়ি ইত্যাদি খাওয়া বা তা দিয়ে ইফতার করা যাবে কি? এছাড়া তাদের রান্না খেতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩৬/৭৬)
ডিসেম্বর'১২	বর্তমানে টিভি পর্দায় ইসলামী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বাজানো হচ্ছে। এটা কি শরী'আত সম্মত?	(৭/৮৭)
জানুয়ারী'১৩	সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখের ভ্রু উঠিয়ে ফেলা বা কাটছাঁট করা কি শরী'আত সম্মত?	(১/১২১)
জানুয়ারী'১৩	দাঁতের ব্যথার জন্য গুল ব্যবহার করা যাবে কি?	(২/১২২)
এপ্রিল'১৩	কোন কোন সাবান কোম্পানী শূকরের চর্বিকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে। জেনেশুনে উক্ত সাবান ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?	(২১/২৬১)
এপ্রিল'১৩	হস্তমৈথুন করা কিরূপ পাপের অন্তর্ভুক্ত। জনৈক আলেম বলেন, ইমাম ইবনু হাযম সহ অনেক ওলামা একে মুবাহ বলেছেন। এ ব্যাপারে সঠিক মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩০/২৭০)
মে'১৩	সন্তানের হারাম উপার্জন পিতা-মাতার জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? বিশেষতঃ পিতা-মাতা যদি সচ্ছল হয়ে থাকেন।	(১২/২৯২)
মে'১৩	ঋণদানের ফযীলত কি? আমার বন্ধুকে কিছু টাকা ঋণ দিয়েছিলাম। এক্ষণে তা পরিশোধের পূর্বে আমি কি তার নিকট থেকে কিছু খেতে পারব?	(২০/৩০০)
জুন'১৩	হারাম বস্তু বা যেসব বস্তু মানুষ গোনাহের কাজে ব্যবহার করে তা নিজস্ব বা অন্যের দোকানে চাকুরী নিয়ে বিক্রি করা শরী'আত সম্মত কি?	(১১/৩৩১)
জুলাই'১৩	জনৈক আলেম বলছেন, স্ত্রীর দুধপান করলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সঠিক মত কি?	(২০/৩৮০)
আগস্ট'১৩	গ্রামের কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় বিভিন্ন রোগের জন্য পানি পড়া দেন। এভাবে দেওয়া কি শরী'আত সম্মত?	(২২/৪২২)
জুন'১৩	ট্যাটু বা উল্কি আঁকা মহিলাদের জন্য নিষেধ মর্মে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে পুরুষের জন্য এর অনুমোদন আছে কি?	(২৬/৩৪৬)
জুন'১৩	বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রাণীর ছবি অংকন করতে হয়। এরূপ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রাণীর ছবি অংকনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩৬/৩৫৬)
জুলাই'১৩	বখশিশ দেয়া সম্পর্কে শরী'আতের নির্দেশনা কি?	(৩/৩৬৩)
জুলাই'১৩	দেশের অবস্থা অনুযায়ী সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন কাজে নিরুপায় হয়ে ঘুষ প্রদান করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি?	(৮/৩৬৮)
আগস্ট'১৩	পত্র-পত্রিকায় সংবাদের প্রয়োজনে যেসব ছবি ছাপানো হয় তা কি শরী'আত সম্মত? যদি না হয় তবে এসব পত্রিকা ক্রয় করা বা পাঠ করা যাবে কি?	(১০/৪১০)
আগস্ট'১৩	মাথা ন্যাড়া করা কি জায়েয? স্থায়ীভাবে মাথা ন্যাড়া রাখতে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১১/৪১১)
আগস্ট'১৩	চিংড়ি মাছ খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি? দাঊদ (আঃ)-এর দেহে সৃষ্ট পোকাই চিংড়ি মাছ' বলে সমাজে যে কথা চালু আছে তার কোন ভিত্তি আছে কি?	(৩১/৪৩১)
আগস্ট'১৩	কোন কোন এলাকায় আয়না দেখে হারানো বস্তু খুঁজে বের করার প্রচলন রয়েছে। এই নিয়ম কি শরী'আত সম্মত?	(৩৩/৪৩৩)
সেপ্টেম্বর'১৩	সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ অবস্থায় কোন কিছু খাওয়া ও পান করা কি নিষিদ্ধ?	(৪/৪৪৪)

হদ

ফেব্রুয়ারী'১৩	জনৈক আলেম সূরা মায়েদাহ ৩৩ আয়াত এবং আবুদাঊদ হা/৪৩৫৩ উল্লেখ করে ৪ প্রকার দণ্ডের কথা উল্লেখ করেন। আমরা জানি মুরতাদের শাস্তি কেবল মৃত্যুদণ্ড। এক্ষণে এ ব্যাপারে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৬/১৭৬)
মার্চ'১৩	শরী'আত নির্ধারিত দণ্ড যেমন ১০০ বেত্রাঘাত, হস্তকর্তন ইত্যাদি শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরকালে আল্লাহ কি পুনরায় শাস্তি দিবেন?	(৫/২০৫)
এপ্রিল'১৩	রাসূল (ছাঃ)-কে অবমাননাকারীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি?	(৩১/২৭১)
মে'১৩	আমার উপর অন্যায়ভাবে কেউ আক্রমণ করলে আমি কি তাদেরকে প্রতিহত করব না ছবর করব? আমার হাতে তাদের কেউ নিহত হ'লে ইসলামের দৃষ্টিতে কি আমি খুনী সাব্যস্ত হব?	(১৫/২৯৫)
সেপ্টেম্বর'১৩	মুসলিম দেশে বসবাসকারী কোন অমুসলিমকে কোন মুসলমান শরী'আতসম্মত কারণে হত্যা করে ফেললে তার বিধান কি?	(২০/৪৬০)

জিহাদ-ক্বিতাল/রাজনীতি

অক্টোবর'১২	কুরআনে 'বায়'আত' নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা কি মেয়েদের পুরুষের হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে? যদি না হয় তবে কখন কুরআনের সেই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল? এর শানে নুযূল কি? বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।	(২৮/২৮)
ডিসেম্বর'১২	কয়েকটি ইসলামী সংগঠন আমাদের বলেন যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের বই-পুস্তক ও আক্বীদা বিশুদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তা আমলযোগ্য নয় এবং কিছু সংগঠন বলে তাদের সব ঠিক। কিন্তু জিহাদী চেতনা নেই। উক্ত দাবী কি সঠিক?	(৩৭/১১৭)
জানুয়ারী'১৩	কতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসকের আনুগত্য করতে হবে? কখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে? শাসক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করে তাহ'লে কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে?	(৩২/১৫২)
জানুয়ারী'১৩	বর্তমানে একদল লোক বলছে, আমাদের পরিচয় হবে কেবল 'মুসলিম'। আহলেহাদীছ বলা নাকি বিদ'আত?	(৩৬/১৫৬)
জানুয়ারী'১৩	বিভক্তি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এখন বহু দলে বিভক্ত কেন? যেমন আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি, জাতীয় পার্টি, জামা'আতে ইসলামী, তাবলীগ জামা'আত, জমঈয়তে আহলেহাদীস, আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রভৃতি।	(৩৭/১৫৭)
ফেব্রুয়ারী'১৩	হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কি? কিছু ইসলামী সংগঠন বলছে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এরূপ জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই। এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/১৬৯)
ফেব্রুয়ারী'১৩	সম্প্রতি 'যুগে যুগে শয়তানের হামলা' নামে সশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে বাজারে বই ছাড়া হয়েছে। সেখানে আপনাদের প্রকাশিত কিছু বই যেখানে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের বিপক্ষে বক্তব্য রয়েছে, তার তীব্র সমালোচনা করে আপনাদেরকে এ যুগের শয়তান, ইহুদীদের এজেন্ট ইত্যাদি বলা হয়েছে। অমনিভাবে ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে জনৈক তরুণ মুফতীর গরম গরম বক্তৃতায় ও লেখনীতে উৎসাহিত হয়ে অনেক আহলেহাদীছ ছেলে ঐ দলে ভিড়ে যাচ্ছে। তারা বলছে আপনারা ছহীহ হাদীছ মানেন ঠিক আছে, কিন্তু ইসলাম বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন না। অনেকে বলছে, আপনাদের আক্বীদা ভাল, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য আপনাদের কোন পদক্ষেপ নেই। এ বিষয়ে আপনাদের জবাব কি?	(৪০/২০০)
মার্চ'১৩	আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থন করা কি শরী'আতসম্মত হবে?	(১২/২১২)
মে'১৩	মুসলিম সরকারের শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সেদেশের মুসলিম নাগরিকদের করণীয় কি?	(১/২৮১)
জুন'১৩	'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' কেবল এই শ্লোগান দিলেই কি দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে? না দ্বীন কায়েমের জন্য আরো কিছু করণীয় আছে? বুলেট বা ব্যালট ব্যতীত কেবল দাওয়াতের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা আছে কি?	(১/৩২১)
জুন'১৩	কোন ব্যক্তির আগমন বা কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাকবীর দেওয়া বা তার নামে শ্লোগান দেওয়া যাবে কি?	(২৭/৩৪৭)
জুলাই'১৩	রাজতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? রাজার পরিবার থেকে পরবর্তীতে রাজা হ'তে পারবে না এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা শরী'আতে আছে কি?	(১২/৩৭২)
জুলাই'১৩	বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চলছে, তার কারণ কি? এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?	(২/৩৬২)
সেপ্টেম্বর'১৩	কোন মুসলমানকে কাফের বলে অভিহিত করা যাবে কি?	(২৯/৪৬৯)

চিকিৎসা

ডিসেম্বর'১২	অসুখের জন্য দো'আ চাইতে গেলে জনৈক আলেম সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা নাস, ফালাক্ব, বাক্বারা, আলে-ইমরান, হাশর, মুমিনূন, জীন প্রভৃতি সূরার কিছু কিছু আয়াত পড়ে বুকে ফুঁ দেন। এটি কি শরী'আত সম্মত?	(১৫/৯৫)
জানুয়ারী'১৩	আমাদের আশেপাশে অনেক পীর-ফকীর আছে, যারা মানুষকে ঝাড়-ফুঁক করে থাকে এবং তাতে অনেক মানুষই আরোগ্য লাভ করে। ফলে মানুষ তাদের ক্ষমতার উপর আস্থা রাখে। যদি তাদের কোন ক্ষমতা না থাকে তাহ'লে কিভাবে আরোগ্য লাভ করছে? এদের কবল থেকে মানুষকে বাঁচানোর পথ কি?	(১৯/১৩৯)
ফেব্রুয়ারী'১৩	জৈবিক চাহিদা কমে গেলে তা বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত ঔষধ পাওয়া যায় সেগুলি সেবন করা শরী'আত সম্মত কি?	(২৬/১৮৬)
মার্চ'১৩	ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য যে ইনসুলিন দেওয়া হয়, তাতে শূকরের কোষ থেকে গৃহীত উপাদান রয়েছে। এক্ষণে উক্ত ঔষধ গ্রহণ করা যাবে কি?	(১/২০১)
মার্চ'১৩	জিনের আছরগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য শরী'আত সম্মত চিকিৎসা কী?	(৩৫/২৩৫)
জুলাই'১৩	শরীরের কোন অঙ্গহানি হ'লে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন বা পোকা লাগা দাঁত তুলে কৃত্রিম দাঁত সংযোজনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১৪/৩৭৪)
সেপ্টেম্বর'১৩	চুল পড়ে যাওয়ার কারণে নতুন চুল গজানোর জন্য যে চিকিৎসা গ্রহণ করা হয় তা কি শরী'আত সম্মত?	(১১/৪৫১)

বিবিধ

জানুয়ারী'১৩	ফেরেশতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/১৩৮)
ফেব্রুয়ারী'১৩	একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য কতটুকু ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরয? আশপাশের সকল স্কুলেই সেক্যুলার শিক্ষাপদ্ধতি। এক্ষেত্রে সন্তানকে মাদরাসায় পড়ানো কি আবশ্যক?	(৫/১৬৫)
মার্চ'১৩	জনৈক তাবলীগী ভাই বললেন, সরাসরি মন্দকর্মের বিরোধিতা করা থেকে বিরত থেকে মানুষকে শুধু ভালো কাজের দাওয়াত দিতে হবে, তাহ'লে তারা এমনিতেই মন্দকাজ ছেড়ে দিবে। উক্ত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য কি?	(১৬/২১৬)
মার্চ'১৩	নবী-রাসূলগণের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে?	(২২/২২২)
মার্চ'১৩	রাস্তায় পড়ে পাওয়া টাকার মালিক পাওয়া না গেলে করণীয় কি? জনৈক আলেম বলেছেন, তার দ্বিগুণ দান করতে হবে।	(৩৬/২৩৬)
এপ্রিল'১৩	যেহেতু জিন ও ইনসান উভয়কেই সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলমাত্র ইবাদতের জন্য। এক্ষণে উভয় জাতিই কি শয়তানের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়?	(২৫/২৬৫)
এপ্রিল'১৩	দুনিয়াতে পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা কি?	(৪০/২৮০)
মে'১৩	কি কি কারণে ইবাদত কবুল হয় না। বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৪/৩১৪)
জুন'১৩	মানবসৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/৩৪৩)
জুলাই'১৩	ছাহাবায়ে কেরামের সকল ফৎওয়াই কি অনুসরণযোগ্য? ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন ফৎওয়ার ক্ষেত্রে বিভক্তি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে যে কারো মত অনুসরণ করলেই কি যথেষ্ট হবে? এছাড়া তাদের জীবনযাপন রীতিও কি অনুসরণযোগ্য?	(২৪/৩৮৪)
আগস্ট'১৩	শরী'আতের বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে সালাফী আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ মানুষ কিভাবে অনুসরণ করবে?	(২/৪০২)
আগস্ট'১৩	জিনদের নিকটে কোন নবীর আগমন ঘটেছে কি? মুমিন জিনেরা কোন্ নবীর অনুসরণ করে?	(৬/৪০৬)